১২ জানুয়ারি ২০১৪

আনন্দলোক

রানির বিয়ে !

কী বললেন তাঁর মা ও মামা ?

মুখোমুখি: মিমি চক্রবর্তী

রাশিচক্রের বিচারে
২০১৪ কেমন কাটবে
বলিউড সেলেবদের ?

রাশিচক্রের
বিচারে কেমন
কাটবে

সুচিত্রা

সুচিত্রা সেনের জীবনের বহু আড়াল সরে
গেল ধীরেন দেবের লাইট-ক্যামেরায়

এবারে ফেয়ারনেসের সব কামনা পূর্ণ হবে।

পেশ করা হল নো অ্যাডেড অ্যামোনিয়া সমেত।

সাক্ষী 96%* মহিলারা যারা মনে করেন যে ফেম ত্বকের পক্ষে জেন্টল, সাক্ষীও তাদের মধ্যে অন্যতম একজন

সাক্ষী আনন্দ — কলেজ স্টুডেন্ট, মাইসোর

আমি চিরদিনই এমন একটি ফেয়ারনেস সলিউশন চাইতাম যা কেমিক্যাল ফ্রী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ত্বকের পক্ষে সেফ হোক। আর বিশ্বাস করুন এই নতুন ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স ব্লীচ রেঞ্জ এসে যাওয়ায় আমি ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

fem
Fairness Naturals
SAFFRON
Crème Bleach

LAW & KENNETH

সুমন - হাউস ওয়াইফ, নিউ দিল্লী
ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স গোল্ড ব্লীচ সত্যিই চমৎকার। এটা ব্যবহার করে আমি পেয়েছি ইনস্ট্যান্ট গোল্ডেন গ্লো এবং অনেক কম্প্লিমেন্টস।

রিয়া চোপরা - মডেল, পুণে
আমার আস্থা আছে শুধুমাত্র ফেম ফেয়ারনেস ন্যাচারাল্স ব্লীচ রেঞ্জ-এর ওপর কারণ শুধু এটাই আমার ত্বকে আনে লং-লাস্টিং হেল্দি গ্লো।

ময়ূরী শর্মা - ফিল্ম মেকার, মুম্বাই
এর ইউনিক ফর্মুলেশন-এর কারণে এখন আর জ্বালাভাব হয় না এবং এতে থাকা ভিটামিন 'ই' আমার ত্বককে দেয় আরও বেশী পুষ্টি।

fem Fairness Naturals
হেল্দি ব্লীচিং

ব্লীচিং-এর বিষয়ে জানার জন্য লগ অন করুন
www.healthyfairness.com

To know more, please contact us at consumercell@dabur.com or call 0120-4181100. You can also log on to www.dabur.com

*As per the independent research conducted on 150 Indian women

৪০ বর্ষ ১ সংখ্যা ১২ জানুয়ারি ২০১৪

আনন্দলোক

১০ কভার স্টোরি ১

গ্ল্যামারাস নায়িকা থেকে আটপৌরে বাঙালি গৃহবধূ... ধীরেন দেবের ক্যামেরায় নানা রূপে সুচিত্রা সেন

কভার স্টোরি ২

৪৪

ভাগ্যচক্রে

সেলেব বিচার !

বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের কেমন কাটবে ২০১৪? বলিউডের তারকাদের ভাগ্যগণনার চেষ্টা করল আনন্দলোক

প্রচ্ছদ: সুচিত্রা সেন

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in -এ

মূল্য ২০ টাকা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত এবং পৌলোমী সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর সর্বত্র ১ টাকা।

ANANDALOK is published semi monthly by ABP PVT LTD, 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA-700001.

Export of this magazine to U.S.A. is through our authorised agent only.

আশা করেছিলাম

আনন্দলোক-এ (২৭ ডিসেম্বরর) শ্রাবন্তীর সাক্ষাৎকার ('আমি বাঁচতে চাই') পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল। শ্রাবন্তীর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। শ্রাবন্তী যেমন একজন সুঅভিনেত্রী, তেমনই একজন দায়িত্বশীল মা। গ্ল্যামারের আলোয় মায়ের কর্তব্য তিনি ভুলে যাননি। অবশ্য আনন্দলোকের পাতায়, শ্রাবন্তীর পাশাপাশি রাজীবের পূর্ণ সাক্ষাৎকারও আশা করেছিলাম। রাজীবের ছোট্ট বক্তব্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁর অত্যাচার প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী যা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজীবের বক্তব্য আরও ডিটেলে থাকলে বেশি ভাল হত।

ওয়াসিম আক্রম মণ্ডল
বহরামপুর, মুর্শিদাবাদ

এগিয়ে চল শ্রাবন্তী

আনন্দলোক-এ (২৭ ডিসেম্বর) কভারস্টোরি শ্রাবন্তীর সাক্ষাৎকার 'আমি বাঁচতে চাই' পড়ে জানতে পারলাম, শ্রাবন্তীর মতো উজ্জ্বল এক নায়িকার পর্দার পিছনের মর্মান্তিক জীবনকাহিনি। স্বীকার করতেই হয়, শ্রাবন্তীর ধৈর্য্য ও সহ্য ক্ষমতা অসীম। কঠিন হলেও তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এই মনোবলের জন্য তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। লোকে কী বলবে তার তোয়াক্কা তিনি করেননি। এটা সত্যি শিক্ষনীয়। আশা করব, ছেলে ঝিনুককে নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা অবশ্যই সার্থক হবে।

শুভদীপ রায়
ই-মেল মারফত

আনন্দলোক বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ

প্রথম হিন্দি ছবি 'আলম-আরা'র পোস্টার

বেশ ভাল লাগল

আনন্দলোক বিশেষ সংখ্যার জন্য আনন্দলোক পত্রিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে, হিন্দি ও বাংলা সিনেমার পোস্টার অসাধারণ। 'আলমআরা', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'জামাইষষ্ঠী' ইত্যাদি ছবির পোস্টার, হিন্দি ছবির প্রথম নায়িকা জুবেদার ছবি কখনও দেখতে পাব ভাবিনি। পত্রিকাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আনন্দলোক টিম এই সংখ্যাটির জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম করেছে। ভারতীয় সিনেমার ১০০ বছর নিয়ে এই পত্রিকাটি সংগ্রহ করে রাখার মতো।

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি

আশা করেছিলাম
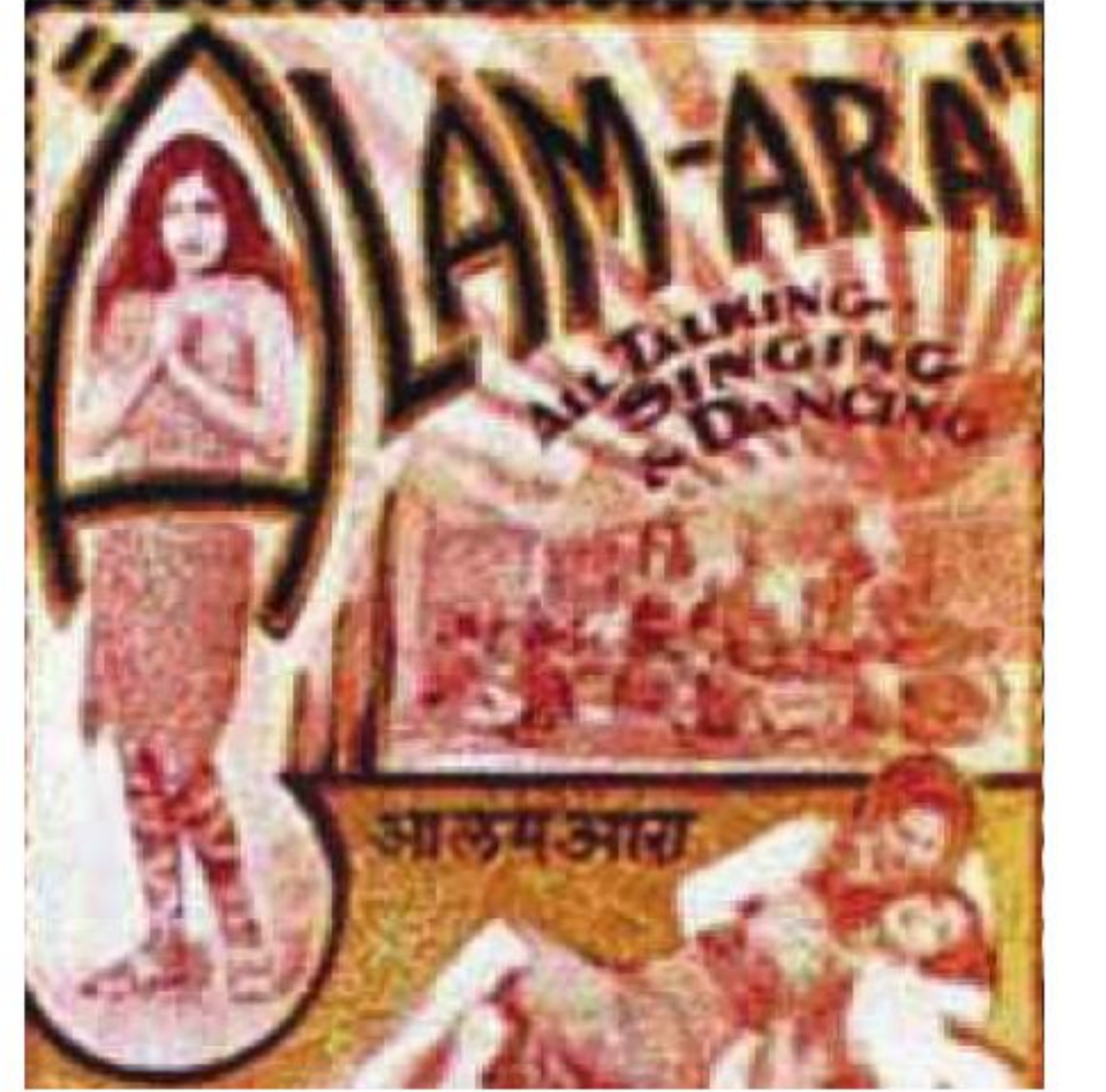
আনন্দলোক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি (শতবর্ষে ভারতীয় সিনেমা) বেশ ভাল লাগল। কিন্তু বেশ কিছু তথ্যের অনুপস্থিতি চোখে পড়ল। বিখ্যাত হিন্দি সিনেমার হিরোদের মধ্যে উল্লেখ নেই, রজনীকান্ত ও কমল হসনের নাম। হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের মধ্যে উল্লেখ নেই দিব্যা ভারতী, পোদ্মিনী কোলহাপুরে, উর্মিলা ও রবিনার নাম। হিন্দি পরিচালকদের মধ্যে নেই সঞ্জয়লীলা ভংশালী, অনুরাগ বসুর মতো পরিচালকের নাম। বাংলা ছবির পরিচালকদের মধ্যে পেলাম না ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি। আরও অনেকের নাম মনে পড়ছে, যাঁদের আনন্দলোক-এর পাতায় আশা করেছিলাম।

দেবায়ণ মিশ্র, কন্টাই

জুবেদা

সংগ্রহ করে রাখার মতো

আনন্দলোক পত্রিকার 'বিশেষ সংখ্যা ২০১৩' এক কথায় অনবদ্য। এটি সংগ্রহে রাখার মতো একটি সংখ্যা। অবশ্য সেরা হিন্দি সিনেমার নায়কদের মধ্যে নানা পটেকরের নাম আশা করেছিলাম।

সুগত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা

নিজের পুরো ঠিকানাসহ
অনধিক ১০০ শব্দে
চিঠি পাঠান
ঠিকানা: আনন্দলোক,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন
ই-মেলেও।
ই-মেল আই-ডি:
anandalok@abp.in

রানি মুখোপাধ্যায়

ফেব্রুয়ারিতে নাকি বিয়ে করছেন রানি মুখোপাধ্যায় এবং আদিত্য চোপড়া। কিন্তু রানির মা বলছেন অন্য কথা! লিখছেন তপন বকসি

অবশেষে কি বিয়ে করছেন রানি মুখোপাধ্যায় এবং আদিত্য চোপড়া? গুজবের শুরু নীতা অম্বানির জন্মদিন থেকে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে জোধপুরের 'উমেদ ভবন'-এ গিয়েছিলেন রানি। জায়গাটি ভারী পছন্দ হয় তাঁর। 'উমেদ ভবন' নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন রানি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, এখানেই নাকি বিয়ে করতে চলেছেন তিনি। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকেই চার হাত এক হতে পারে। তা সবদিক দেখলে এর চেয়ে ভাল সময় আর হয় না! যশ চোপড়ার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন কোনওরকম আচার অনুষ্ঠানে বাধা নেই। অন্যদিকে আদিত্যর মা পামেলা চোপড়ার সঙ্গেও দিব্যি বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে রানির। জানিয়ে রাখা ভাল, আদিত্য আর রানির সম্পর্ক যশ মেনে নিলেও পামেলা একেবারেই মানতে চাননি। প্রথম থেকেই রানির সঙ্গে দূরত্ব রাখতেন পামেলা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রানিকে এড়িয়ে যেতেন। যশ চোপড়ার মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তি আনভেলিংয়ে গিয়েও রানির সঙ্গে ছবি তোলাতে চাননি তিনি (এই অনুষ্ঠানেই আবার রানিকে 'চোপড়া' বলে সম্বোধন করে বসেন শত্রুঘ্ন সিনহা)। কিন্তু সেসব দিন এখন অতীত। আজকাল রানিকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেরচ্ছেন পামেলা। কিছুদিন আগে দু'জনে মিলে একটি স্টোর উদ্বোধন করেন। মাধুরী দীক্ষিতের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও একই গাড়িতে চড়ে গিয়েছিলেন রানি, পামেলা এবং রানির মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। আগের বছর দিওয়ালি উদ্‌যাপনও একসঙ্গে করে চোপড়া এবং মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই টুকরো-টাকরা ছবি থেকে একটা কথা পরিষ্কার, চোপড়া পরিবারে রানির ভিত ক্রমশই মজবুত হচ্ছে। কানাঘুষোয় শোনা গিয়েছে, রানি আর আদির এনগেজমেন্ট নাকি আগেই সারা হয়ে গিয়েছে (রানির হাতের বিগ সলিটেয়ারটিকে তার উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতেই পারে)। পামেলাও নাকি পারিবারিক পুরোহিতের কাছে বিয়ের জন্য 'ভাল সময়'-এর খোঁজ নিচ্ছেন। সবমিলিয়ে আন্দাজ করা হচ্ছে, বিয়েটা বোধহয় শিগগিরিই হতে চলেছে। রানির মায়ের বক্তব্য, "বিয়েটা ২০১৪-তে হলেও ফেব্রুয়ারিতে হবে না। সঠিক দিনটাও বলা যাবে না।" একই সুর কলকাতায় রানির মামা মৃগেন রায়ের কণ্ঠে। তিনি জানালেন, "বিয়েটা এবছর হলেও, ফেব্রুয়ারিতে হবে না।" তা হলে কি ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে এর মধ্যে বিয়েটা হচ্ছে বলে যে আরও একটি গুজব রটেছে, সেটাই সত্যি? ২০০৮-এ আনন্দলোকের একটি ইন্টারভিউয়ে রানি বলেছিলেন, তিনি বেশ ধুমধাম করে সকলকে জানিয়ে বিয়ে করবেন। আশা করি রানি কথা রাখবেন। আমরাও জানতে পারব, বিয়ে কবে, কোথায় হচ্ছে? আপাতত সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই রইলাম।

আদিত্য চোপড়া

মাধুরীর বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রানি, পামেলা এবং কৃষ্ণা

দিওয়ালি সেলিব্রেশনে রানি, কৃষ্ণা এবং পামেলা

একটি স্টোর উদ্বোধনে রানি, পামেলা

পথের ধারে

সুচিত্রা

কখনও তিনি গ্ল্যামারাস নায়িকা, কখনও বা স্নেহশীলা জননী। কখনও আটপৌরে বাঙালি গৃহবধূ, কখনও আবার বুকে কাঁপন ধরানো সুন্দরী! ধীরেন দেবের ক্যামেরায় নানা রূপে সুচিত্রা সেন...

তাঁর ডেবিউ ফিল্ম 'সাত নম্বর কয়েদি' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৩ সালে। সেই হিসেবে তাঁর অভিনয় জীবনের হীরকজয়ন্তী সম্পূর্ণ হচ্ছে এই বছর। তাঁকে শেষবার নায়িকা হিসেবে দেখা গিয়েছিল প্রায় ৩৫ বছর আগে। নতুন প্রজন্ম, যারা জিৎ-দেব-কোয়েল-শুভশ্রীর ফ্যান, তাদের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের পরিচয় দূরদর্শনের কয়েকটি সাদা-কালো ছবির মাধ্যমে! কিন্তু তবুও তিনি অসুস্থ শুনলে সকলের বুক কাঁপে! ভারত ব্যাটিং করলে লোকে যেমন পথে-ঘাটে স্কোর জানার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই সুচিত্রা সেনের শারীরিক অবস্থা এখন ঠিক কেমন, তা নিয়ে উদগ্রীব রয়েছে আট থেকে আশির বাঙালি! যিনি সেই ১৯৮০ সালের পর থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন, কোনও পরিচালক, কোনও প্রযোজক, মায় কোনও সাংবাদিক পর্যন্ত যাঁর ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেননি, সেই রহস্যময়ীকে নিয়ে এখনও আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর নায়িকাজীবনের কিছু দুর্লভ ছবি রইল এই প্রতিবেদনে।

মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ফোটোসেশন
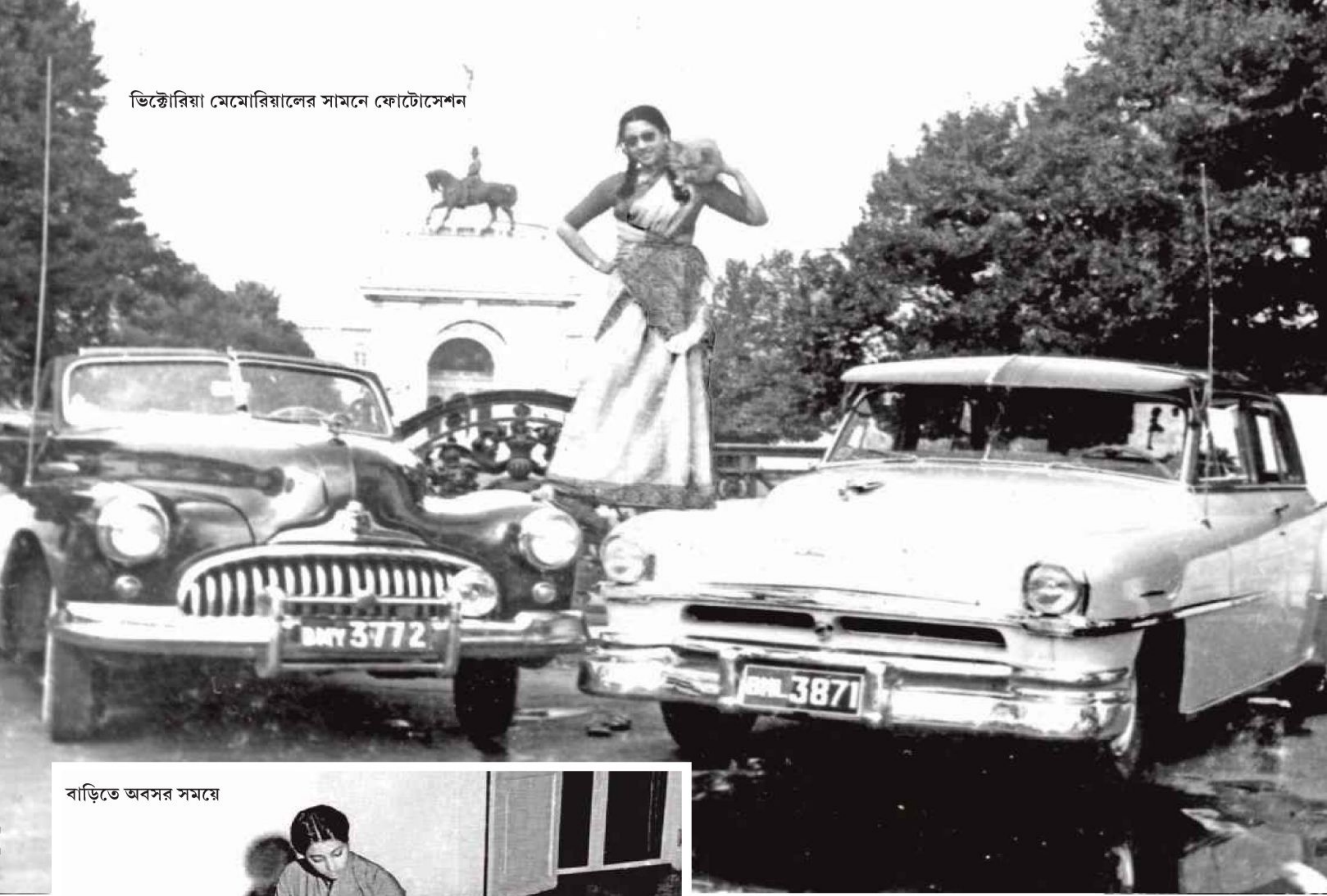
বাড়িতে অবসর সময়ে

INTERESTING

সিনেমার দুনিয়া থেকে মেয়েকে আড়ালে রাখতে তাঁকে লন্ডনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন সুচিত্রা। মুনমুনের ছুটির সময় প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে মেয়ের কাছে যেতেন তিনি। তখন তিনজনে মিলে লং ড্রাইভে বেরনোটা ছিল তাঁদের সকলেরই খুব প্রিয়। দিবানাথ গাড়ি চালাতেন আর পাশের সিটে বসে নাকি অনর্গল গল্প করে যেতেন সুচিত্রা। স্কটল্যান্ড ছিল সেন পরিবারের প্রিয় হলিডে ডেস্টিনেশন

আটপৌরে সাজে

নিজের মরিস মাইনর গাড়িটির সামনে
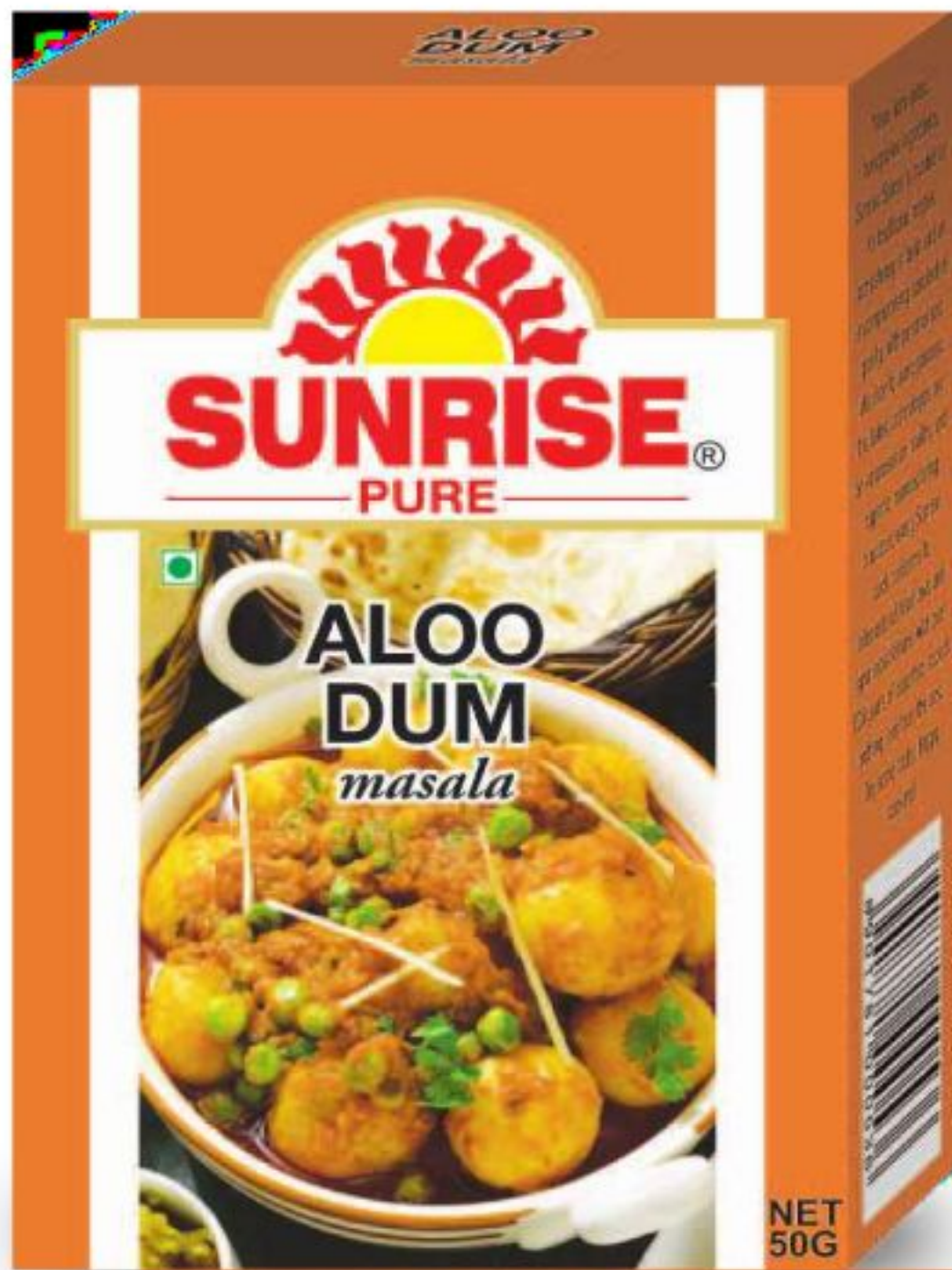
আটপৌরে রমা সেন

রমা দাশগুপ্তর চোখধাঁধানো রূপ দেখে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই তাঁকে ছেলে দিবানাথের স্ত্রী করে এনেছিলেন আদিনাথ সেন। পরে ঘরোয়া 'রমা' রুপোলি পর্দার 'সুচিত্রা' হয়ে গেলেও, তিনি বরাবরই সেন পরিবারের আদর্শ পুত্রবধূটিই ছিলেন...

অবসরে সঞ্চয়িতা পাঠ

নিজের ওয়র্ডরোব গোছাতে ব্যস্ত

মেয়ে মুনমুনকে কোলে নিয়ে

স্বামী দিবানাথ সেনের (ডান দিকে) সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে

ফ্রিজ় থেকে খাবার বের করছেন গৃহকর্ত্রী

মা ও মেয়ে, দু'জনেই
সমান স্টাইলিশ

ভক্তদের চিঠি পড়তে বসেছেন, সঙ্গী ছোট্ট মুনমুন

INTERESTING

সাতের দশকের শেষ দিককার কথা। একদিন দুপুরবেলা তিনি গিয়েছেন পার্ক স্ট্রিটের এক নামী ফার্নিচারের দোকানে। বড় নাতনি রাইমা তখন সদ্য হয়েছে। দিদা তাই এসেছেন আদরের নাতনির জন্য দোলনা কিনতে। ঘটনাচক্রে তার অল্প ক'দিন আগেই উত্তমকুমারের নাতনি, নবমিতারও জন্ম হয়েছে। দোকানের একজন একটি অ্যালুমিনিয়মের দোলনা দেখিয়ে বলেন, উত্তমবাবু তাঁর নাতনির জন্য এমন একটি দোলনাই কিনেছেন। শুনে বাঁকা চোখে কর্মচারীটির দিকে তাকিয়েছিলেন সুচিত্রা। পরে অবশ্য ছোট্ট রাইমা ওই দোলনাটিই উপহার পেয়েছিল দিদিমার কাছ থেকে...

শুটিংয়ের ফাঁকে উত্তম ও সুচিত্রা

উত্তমের সুচিত্রা

বাংলা ছবির ইতিহাসে, জনপ্রিয়তার নিরিখে এখনও উত্তম-সুচিত্রা জুটির ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি অন্য কোনও জুটি! কোনওদিন পারবে কিনাও সন্দেহ...

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

একটি অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের সঙ্গে উত্তম ও সুচিত্রা

'সাড়ে চুয়াত্তর' (১৯৫৩) থেকে 'প্রিয় বান্ধবী' (১৯৭৫) অবধি ২৯টি ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন উত্তম-সুচিত্রা। উত্তম নাকি সুচিত্রাকে বলেছিলেন, "রমা, আমি যেদিন চলে যাব, সেদিন তুমি একবার যাবেই যাবে!" তাই ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই বেশি রাতে তিনি গিয়েছিলেন মহানায়কের ভবানীপুরের বাড়িতে। ফুলের মালাও পরিয়ে দিয়েছিলেন চিরনিদ্রিত নায়কের গলায়। পরদিন, ২৫ জুলাই আনন্দলোকের তৎকালীন সম্পাদক সেবাব্রত গুপ্তকে দেওয়া একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে সুচিত্রা জানিয়েছিলেন, "গ্রেট, গ্রেট আর্টিস্ট, কিন্তু তাঁকে ঠিকমতো এক্সপ্লোর করা হয়নি!"

"আমি তো মা-কে সব সময় বলতাম যে, তোমার উত্তমকুমারের সঙ্গে প্রেম করা উচিত! ওঁদের একসঙ্গে এত ভাল লাগত...ওঁরা পরস্পরের খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ব্যস, ওইটুকুই!" ১৯৯৭ সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মুনমুন সেন

OSHEA
HERBALS
THE PURITY OF AYURVEDA
YOU DESERVE A FLAWLESS SKIN
Enriched with
Hippocastanum Seed Extract
PROBLEMS
ONE SOLUTION
for a ravishing & spotless you
9-in-1
Multipurpose
CREAM
PhytoNIGHT
Multipurpose Night Cream
PhytoLIGHT
Multipurpose Day Cream
ওশিয়া হার্বালসের PhytoLIGHT 9in1 মাল্টি পারপাস ডে ক্রিম, ও PhytoNIGHT 9in1 মাল্টি পারপাস নাইট ক্রিম, যার দ্বারা ৯ রকম সমস্যার সমাধান হয়, এর ভেষজ উপাদান গুলি ত্বকের মেলানিন কমিয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখে।
Helps
1 নির্জীব ত্বককে উজ্জ্বল করে।
2 ত্বকের বর্ন হালকা করে।
3 রুক্ষ ত্বককে মোলায়েম করে।
4 পিম্পল রোধ করে।
5 ত্বককে UVA/UVB রশ্মি থেকে রক্ষা করে।
6 বেড়ে যাওয়া লোমকুপের মুখ গুলি কমায়।
7 বলিরেখা কম করে।
8 সারাদিন ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে।
9 কালচে দাগ বা মেচেতার দাগ হালকা করে।
DERMATOLOGICALLY TESTED
Dermatologically Tested
Preservative Free
Suitable for sensitive skin
HELPLINE : 98040 33333, Siliguri- 09593652783, Guwahati- 08761046102, Agartala- 08014463944, Tata/Ranchi- 09135004474
Bhubaneswar- 09861941071, Bihar 09905427996, BUSINESS ENQUIRY : 098307 48055. For any queries type OSHEA<Your Problems> and send it to 98040 33333. E-mail : care@osheaherbals.com, Visit us at : www.osheaherbals.com.
Available at leading Cosmetic & Medical Outlets & also
TV PROGRAMME :
CTVN : Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm.
ZEE BANGLA : Sampurna - Saturday at 11am.
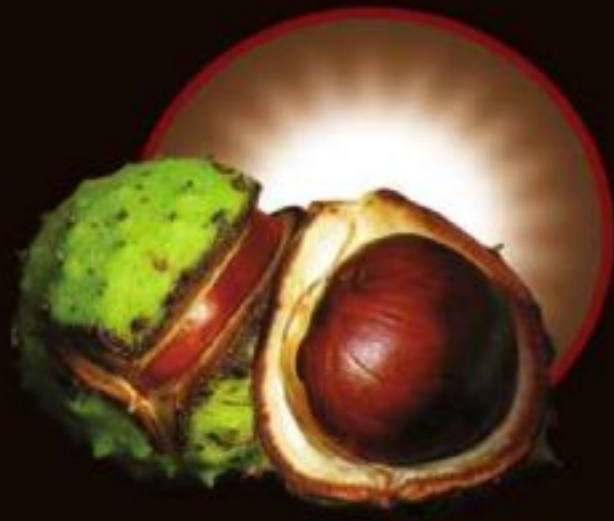
‘দেবদাস’-এর প্রিমিয়ারে শচীন দেববর্মন, সুচিত্রা সেন, পরিচালক বিমল রায় ও দিলীপকুমার

বলিউড যাত্রা

মামাশ্বশুর বিমল রায়ের উৎসাহে সুচিত্রা সেনের বলিউড যাত্রা! তাঁর ‘দেবদাস’ দিয়ে হিন্দি ছবিতে পা রাখেন তিনি। তারপর ‘বোম্বাই কা বাবু’ হয়ে ‘আঁধি’, তাঁর বলিউড-জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও, প্রশংসিত ছিল

মীনাকুমারীর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে

‘আঁধি’র শুটিংয়ের অবসরে সঞ্জীবকুমার ও পরিচালক গুলজ়ারের সঙ্গে

‘বোম্বাই কা বাবু’র শুটিংয়ে দেব আনন্দ ও সুচিত্রা সেন

‘আঁধি’ ছবিটির শুটিংয়ের সময় সুচিত্রার সঙ্গে সঞ্জীবকুমারের বন্ধুত্ব এতটাই গভীর হয়েছিল যে, সঞ্জীব তাঁকে বলেছিলেন, “মুনমুনের বিয়ের সময় আমি কলকাতায় যাব। যেদিন সে স্বামীগৃহে যাবে, সেদিন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব!” বাস্তবে নাকি সত্যিই তা করেছিলেন তিনি!

‘মমতা’ ছবির পার্টিতে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে

গায়িকা সুচিত্রা

১৯৫৮ সালে মেগাফোন কোম্পানি থেকে বেরিয়েছিল সুচিত্রা সেনের গানের রেকর্ড!

‘দীপ জ্বেলে যাই’ ছবির শুটিংয়ের সময় মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার কমল ঘোষের মাথায় আসে সুচিত্রা সেনকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা! প্রস্তাব পেয়েই নাকি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন সুচিত্রা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা দু’টি গানে সুর দিয়েছিলেন সঙ্গীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। গান দু’টি ছিল, ‘আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে আসবে কি’ এবং ‘বনে নয়, আজ মনে হয় যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে।’ অসম্ভব পরিশ্রম করে গান দু’টি রপ্ত করেছিলেন সুচিত্রা। ১৯৫৮ সালে রেকর্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল!

দিলীপকুমারের সঙ্গে ‘দেবদাস’-এর প্রস্তুতি

অশোককুমারের সঙ্গে ‘হসপিটাল’-এর শুটিংয়ে

মহানায়িকা

যাঁরা তাঁকে সুচিত্রা সেন করে তুলেছেন, সেই সব পরিচালকদের ডেট না দিয়ে বসিয়ে রাখতে পারবেন না বলে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী চৌধুরাণী'র নায়িকা হতে পারেননি তিনি! এই ছবিটি তৈরি হলে হয়তো 'সাত পাকে বাঁধা'র পর আরও আন্তর্জাতিক পুরস্কার জমা পড়ত তাঁর ঝুলিতে!
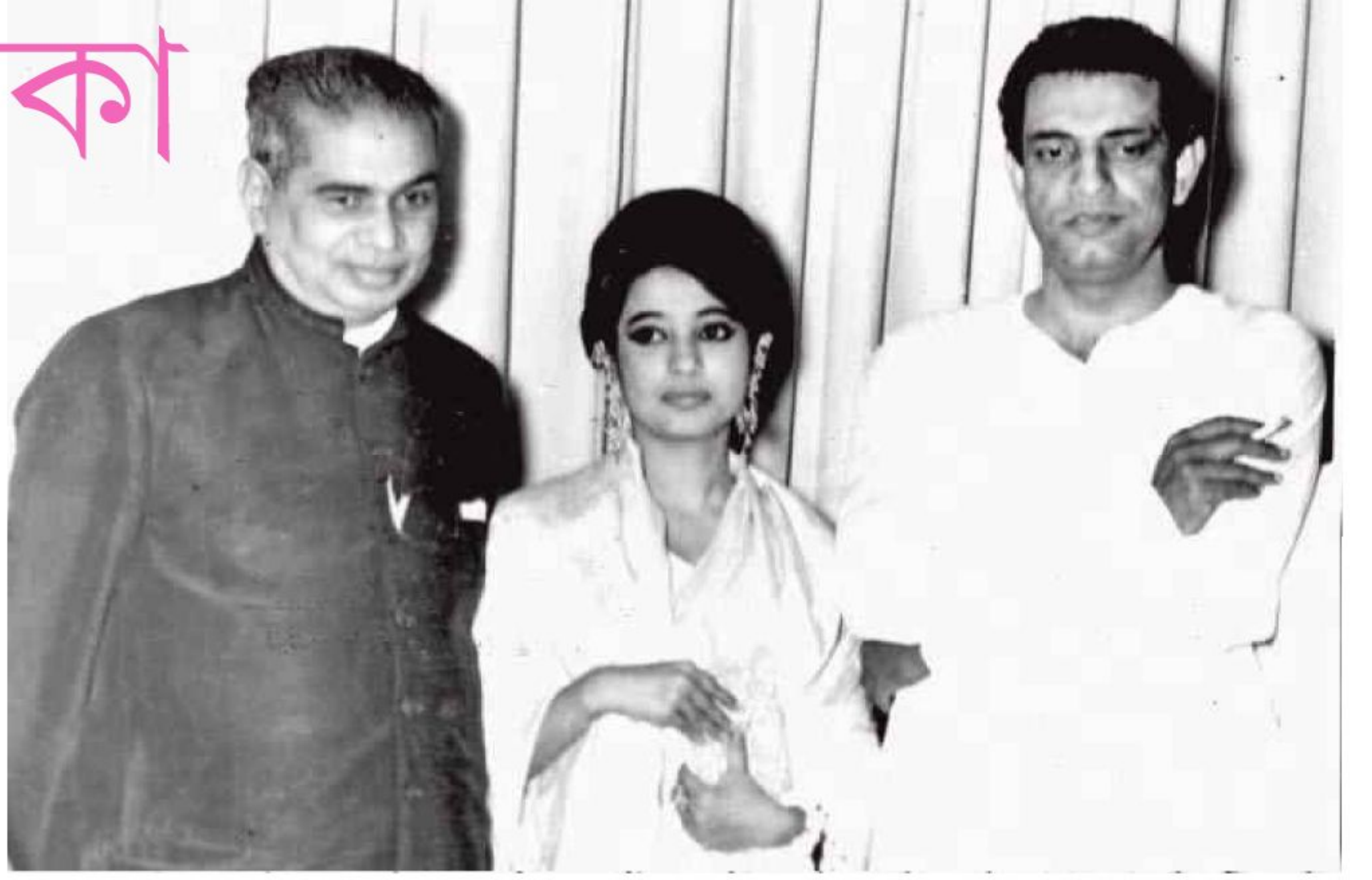
তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বি গোপাল রেড্ডি ও সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে সুচিত্রা

বাড়িতে ডায়লগ মুখস্থ করছেন সুচিত্রা

একটি ফিল্মি পার্টিতে দীপ্তি রায় ও মঞ্জু দে-র সঙ্গে

INTERESTING

দু'টি ছোট ঘটনাই নাকি সাংবাদিকদের প্রতি সুচিত্রা সেনের শীতল ব্যবহারের পিছনের কারণ! প্রথমটি হল অনেকটা এরকম। তখনকার দিনের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'রূপমঞ্চ'র সাংবাদিক ছিলেন কালীশ মুখোপাধ্যায়। নতুন কোনও শিল্পী সিনেমা লাইনে এলেই, তিনি নিজের স্টুডিয়োতে তাঁকে ডেকে এনে ছবি-টবি তুলে তাঁর পাবলিসিটি করতেন। তার মধ্যে মহিলা শিল্পীদের সংখ্যাই যে বেশি ছিল, তা তো বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপারে মহিলা শিল্পীরাও তাঁকে বিলক্ষণ সহযোগিতা করতেন। কিন্তু তিনি নিজের জীবনে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খান সুচিত্রা সেনের কাছে। 'সাত নম্বর কয়েদি'র শুটিংয়ের সময় সুচিত্রাকে নিজের হাতিবাগানের স্টুডিয়োয় আসার অনুরোধ করেন কালীশ। কিন্তু সুচিত্রা সোজা জানিয়ে দেন যে, তাঁর পক্ষে অন্য কোথাও গিয়ে ছবি তোলানো সম্ভব নয়। এই ধরনের 'না'-এর সম্মুখীন কালীশবাবুকে কোনওদিন হতে হয়নি। ফলে রেগে আগুন হয়ে পরের সংখ্যায় সুচিত্রা সম্পর্কে একটি যাচ্ছেতাই লেখা প্রকাশ করেন তিনি। আবার 'শেষ কোথায়' ছবিটির শুটিং চলাকালীন এক ফোটোগ্রাফার তাঁর একটি ছবি তুলে নিজের পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন ছবিটি প্রচ্ছদে ব্যবহার করতে। সম্পাদকের বক্তব্য ছিল, এত বড়-বড় দাঁত নিয়ে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হতে পারে, কিন্তু সিনেমা হবে না! এই দু'টি ঘটনাই নাকি সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল তাঁকে।

পরিচালক অজয় করের সঙ্গে 'সাত পাকে বাঁধা'র শুটিংয়ে

একটি ফিল্মি পার্টিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলিউডি অভিনেতা ওমপ্রকাশ ও অন্যদের সঙ্গে

একটি ছবির শুটিংয়ে অসিতবরণের সঙ্গে

২০০৫ সালে ভারত সরকারের তরফ থেকে ঠিক করা হয় সুচিত্রা সেনকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি সশরীরে পুরস্কার নিতে দিল্লি যেতে অস্বীকার করেন বলে, শেষ পর্যন্ত তা আর দেওয়া হয়নি!

বিএফজেএ-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উত্তমকুমার ও টালিগঞ্জের অন্য শিল্পীদের সঙ্গে সুচিত্রা

আউটডোরে গিয়ে ভক্তদের মাঝে সুচিত্রা

'চাওয়া পাওয়া'র মহরতে সুশীল মজুমদারের সঙ্গে
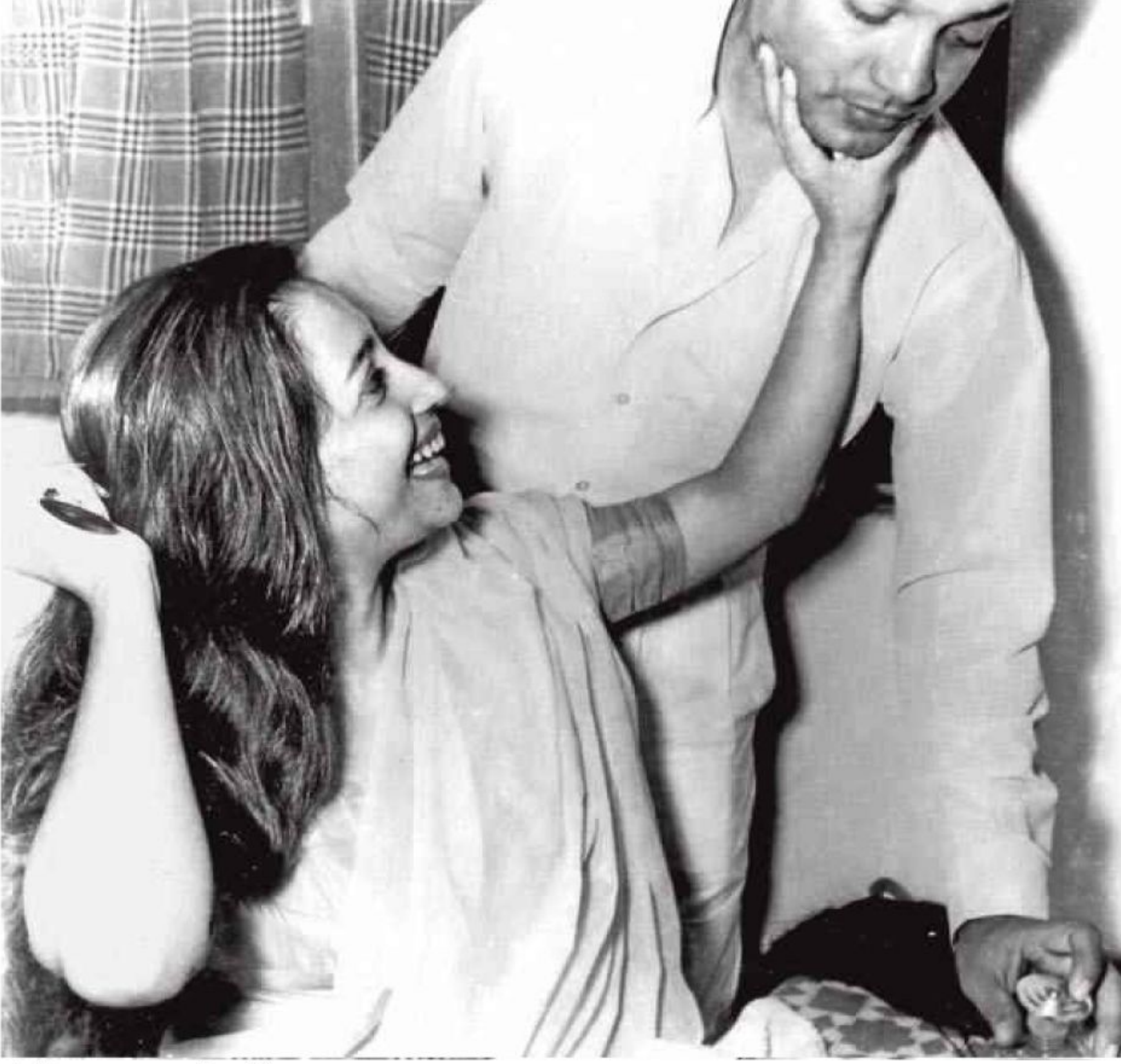
খুনসুটি !

তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে পারলে খুশি হতেন তখনকার দিনের অনেক তারকাই...

সুচিত্রা সেনও রীতিমতো পার্টি অ্যানিমাল ছিলেন! ''ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে, বন্ধুদের সঙ্গে মজা করতে, গান শুনতে মা খুবই ভালবাসতেন। মা'র অনেক পুরুষ বন্ধুও ছিলেন। তাঁদের কারও সঙ্গে তাঁর অ্যাফেয়ার ছিল কিনা, তা বলতে পারব না। তবে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে উনি খুব একা হয়ে গিয়েছিলেন,'' একবার মুনমুন সেন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন একথা।

মেকআপ রুমে উত্তমকুমারের সঙ্গে

সৌমিত্রর সঙ্গে একটি পার্টিতে

ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে 'মমতা'র শুটিংয়ের ফাঁকে

সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে মুনমুনের বিয়ের দিন

একটি খুকুমণির গল্প

''আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয় -- আয় রে আমার কাছে আয় মামনি, এ হাতটা ভাল করে ধর এখনই''....... এই খুকুই একদিন বড় হয় চলে যায় তার নিজের সংসারে।

খুকুমণির ভোর হয়েছিল ১৯৬৩ সালে মুগকল্যাণ হরিনারায়ণপুর গ্রামের সিংহবাহিনীতে, রায়চৌধুরী পরিবারের প্রয়াত গোপীকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীকান্ত রায়চৌধুরীর হাত ধরে। মাত্র ৩০০০ টাকা মূলধন নিয়ে তারা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। গোড়ায়। গোপীকান্ত ও শ্রীকান্তর বাগনানে বইয়ের দোকান ছিল। বইয়ের দোকান ছেড়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবসায় জড়িত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ওরা প্রথমে নেল পলিশের ব্যবসা শুরু করেন। খুকুমণি ব্র্যান্ড নামটি তখনই দেওয়া হয়। নিজেরা নেল পলিশ তৈরি করে বিক্রি করতেন গোপীকান্ত ও শ্রীকান্ত। তবে এই ব্যবসার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন গোপীকান্ত রায়চৌধুরীর স্ত্রী সন্ধ্যা রায়চৌধুরী।

১৯৬০ সালে হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামে গোপীকান্ত রায়চৌধুরী ও সন্ধ্যা রায়চৌধুরীর একমাত্র সন্তান শ্রী প্রদীপ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী প্রদীপ রায়চৌধুরী ১৯৮০ সাল থেকে ব্যবসায় যুক্ত হন। যদিও ১৯৭০ সালে বাগনান থানার খাদিনান গ্রামে ব্যবসা স্থানান্তরিত হয়। এর পরে প্রদীপবাবু ১৯৮৫ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। ২০০২ সালে ক্ষুদ্র শিল্পে সাফল্যের সুবাদে ক্ষুদ্র শিল্প ফেডারেশন (ফসমি) খুকুমণির অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী সোমা রায়চৌধুরীকে বিশেষ ফলক দিয়ে সম্মানিত করে। প্রসঙ্গতঃ সোমা, শ্রী প্রদীপ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী।

ব্যবসার উন্নতির জন্য প্রদীপবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং অনেক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের মাধ্যমে, প্রদীপ কেমিক্যাল ওয়ার্কস যেটি ISO 9001:2008 Certified Company-কে বড় করে তুলেছেন। প্রদীপবাবু মনে করেন ভাল ব্যবসায়ী হতে গেলে ভাল মনের মানুষ হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরাই পারে বেশি করে কাজের সুযোগ করে দিতে। বাঙালিরা বেশি ব্যবসায় এলে বেকারত্ব সংখ্যা অনেক কমে যাবে। খুকুমণি ব্র্যান্ডের প্রতিটি জিনিস ক্রেতারা চোখ বুজে কেনেন। সারা রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই সুনামের জেরেই ব্যবসা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলতা সিঁদুর শিল্পের মূল সমস্যা হল নকল। চতুর্দিকে নামকরা ব্র্যান্ডের নকল হচ্ছে। এই বিষয়ে সজাগ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে প্রদীপবাবু ছাড়াও শ্রীমতী সোমা রায়চৌধুরী, তাদের একমাত্র পুত্র অরিত্র রায়চৌধুরী এবং কন্যা দুর্বা রায়চৌধুরী এই ব্যবসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত।

শ্রী অরিত্র রায়চৌধুরী বাবার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে এই ব্যবসায় কাজ শুরু করে দিয়েছে। কোম্পানির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অতি দক্ষতার সঙ্গে সে পালন করছে। বর্তমানে পুরো কোম্পানি অরিত্র'র উপর অনেকাংশে আস্থাশীল।

অন্য রূপে সুচিত্রা

একমাত্র 'সপ্তপদী' ছাড়া তাঁর অভিনীত বেশিরভাগ ছবিতেই তিনি আটপৌরে বাঙালি সাজেই দেখা দিয়েছেন পর্দায়। কখনও-সখনও সামান্য পরিবর্তন এসেছে চুল বাঁধার কায়দায়। কিন্তু পর্দার বাইরে পশ্চিমি পোশাকেও দিব্যি স্বচ্ছন্দ ছিলেন সুচিত্রা সেন...

"অনেকেই বলেন যে, আমাকে পর্দায় সেক্স সিম্বল হিসেবে দেখতে মা একটুও পছন্দ করেন না। ইন ফ্যাক্ট, আমাকে ফিল্ম জয়েন করতে বারণ করার পিছনেও নাকি এটাই মোদ্দা কারণ ছিল। কিন্তু জানেন কি, আমার প্রথম বিকিনিটি মা-ই কিনে দিয়েছিলেন? শুধু তা-ই নয়, আমাকে মিনি স্কার্টস, শর্টস পরতেও কোনওদিন বাধা দেননি। মিডিয়া যেমন দেখায়, মা মোটেও সেরকম রক্ষণশীল ছিলেন না: মুনমুন সেন"

INTERESTING

শাড়ি, চটি ও কাচের চুড়ি, এই তিনটি বরাবরই তাঁর দুর্বলতার জিনিস! দামি-দামি শাড়ি কিনে আলমারি ভর্তি করে ফেলতেন এককালে। কিন্তু পরতে ভালবাসতেন সাধারণ তাঁতের শাড়িই! আরও একটি জিনিস নাকি যক্ষের ধনের মতো এককালে আঁকড়ে রাখতেন তিনি! সেটি হল তাঁর রোলেক্স ঘড়ি!
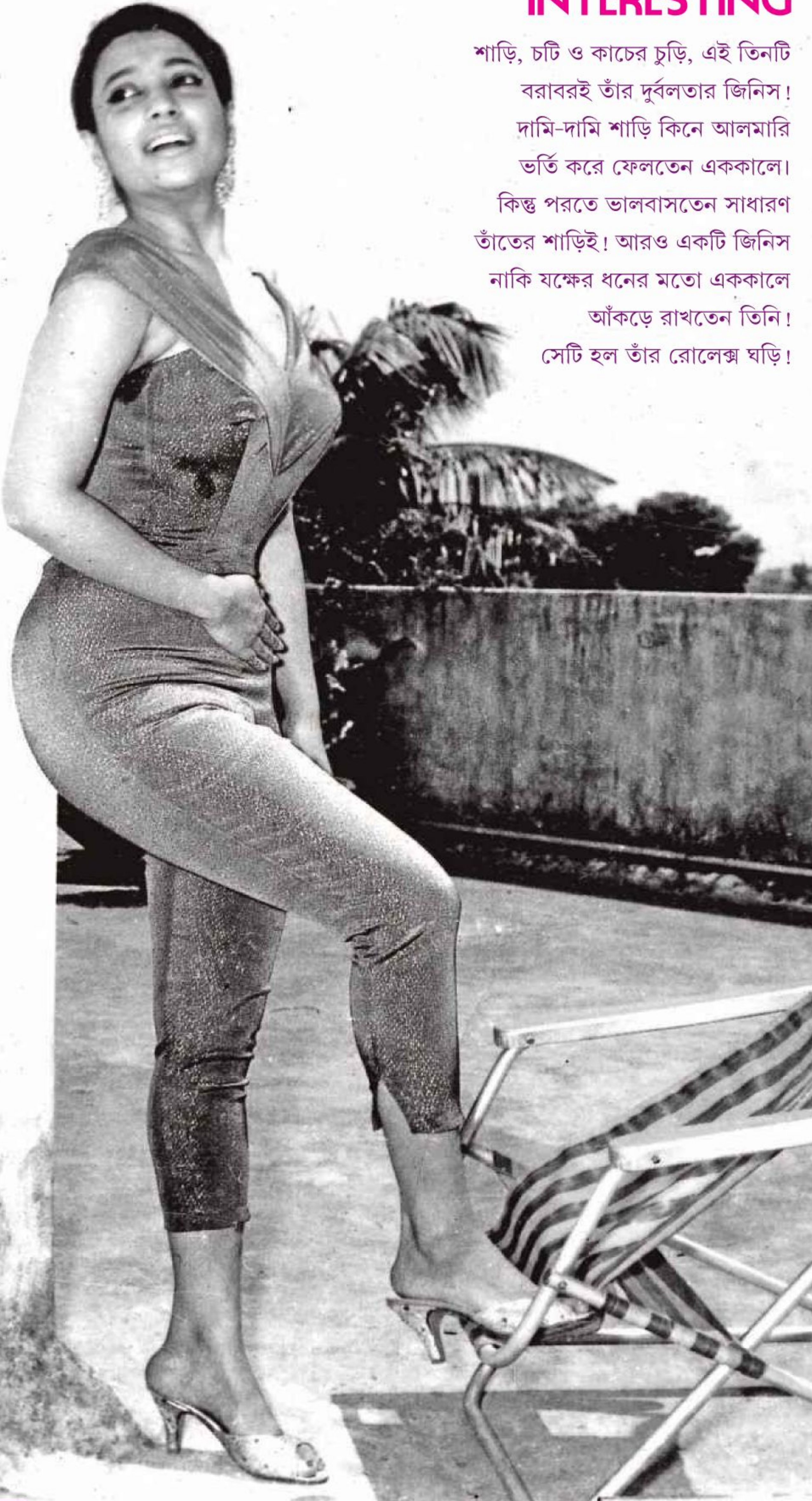
সুচিত্রা এখন যেমন

অসুস্থ হওয়ার আগে বাড়িতে কেমন ভাবে দিন কাটাতেন সুচিত্রা সেন? নার্সিংহোমেই বা তাঁর দিন কাটল কীভাবে? তথ্যসন্ধানে আনন্দলোক

মিন্টো পার্কের ধারে অবস্থিত প্রাইভেট নার্সিংহোমের সামনে উৎসাহী মুখের ভিড়। সাধারণ জনতা থেকে শুরু করে দাপুটে সাংবাদিক, সকলেই মিলেমিশে একাকার সেই ভিড়ে। সকলের একটাই প্রশ্ন, 'দিদি এখন কেমন আছেন'? নার্সিংহোমের ভিতর থেকে কোনও স্টাফকে বেরিয়ে আসতে দেখলেই, দিদির খবর জানতে তাঁর উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে সকলে! লিফ্‌ট দিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে, বাঁ দিকে লম্বা প্যাসেজের শেষের দিকে ২০৭ নম্বর ঘর। সেখানেই ধীরে-ধীরে সেরে উঠছেন সকলের 'প্রিয় দিদি', সুচিত্রা সেন। এই কয়েকদিন ধরে, সুচিত্রা সেনের শারীরিক অবস্থা কেমন, ওঁর ডায়েট ঠিক কী, ওঁকে দেখতে কে-কে আসছেন, এই সমস্ত বিষয়ে অনেক কিছুই শোনা গিয়েছে। কিন্তু ২০৭ নম্বর ঘরের ভিতরের সুচিত্রা সেন ঠিক কীরকম? কী কথাবার্তাই বা বলেন তিনি? অথবা, বাড়িতে ঘর-বন্দী সুচিত্রা সেন ঠিক কীরকম? কী করেন তিনি? তাঁকে এখন কেমন দেখতে? সেই অচেনা সুচিত্রা সেনের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করল আনন্দলোক।

বাড়িতে নাকি একা থাকতেই পছন্দ করেন সুচিত্রা। কোনও কারণে অসুস্থ হলেও, তাঁর কড়া নির্দেশ থাকে, 'কোনও আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। তাহলে আবার তাঁরা আমাকে দেখতে চলে আসবে!' কারও সঙ্গেই দেখা করতে ইচ্ছুক নন তিনি। এমনকী, নিজের নাতনি, রাইমা-রিয়ার সঙ্গেও নাকি সপ্তাহে মাত্র একবার দেখা করেন! তবে তাবলে এটা ভাববেন না যে, তিনি নাতনিদের খোঁজখবর রাখেন না। বিশেষ করে রাইমার ব্যাপারে ভীষণ কেয়ারিং তিনি। সুচিত্রার দেখভালের জন্য তাঁর বাড়িতে অনেকেই কাজ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে দিব্যি খোশমেজাজে গল্প করেন তিনি। জানতে চান, 'তোমরা রাইমার ছবি দেখেছ? ওর অভিনয় তোমাদের কেমন লাগে?' মাঝেমধ্যে কোনও পত্রিকায় রাইমার ছবি বা সাক্ষাৎকার বেরলে, সুচিত্রাকে তা দেখানো হয় এবং তিনি নাকি সেটা দেখে ভারী খুশিও হন! এমনিতে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস নেই। বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে যতটা বিচ্ছিন্ন রাখা যায়, সেই চেষ্টাই করেন সুচিত্রা। একবার এক সিস্টার তাঁর অটোগ্রাফ চাইতে গেলে তিনি সটান জানিয়ে দেন, 'যখন নায়িকা ছিলাম, তখন প্রচুর অটোগ্রাফ দিয়েছি। এখন আমার অটোগ্রাফ নিয়ে কী করবে?' নিজের চেয়ে বেশি, নাতনিদের নিয়ে গল্প করতেই ভালবাসেন তিনি। একটা সময় রটেছিল, তাঁর মুখে দাগ থাকার কারণে তিনি নাকি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না! আদতে এই খবর একেবারেই সত্যি নয়। এখনও নাকি দিব্যি সুন্দরী রয়েছেন সুচিত্রা। তাঁর চুল (মাঝারি লেন্থ, পিঠের মাঝখান অবধি) পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তাঁর গ্ল্যামারের ছটা এতটুকু কমেনি। বাড়িতে নিজেকে রীতিমতো মেনটেন করেন সুচিত্রা। বিদেশি কোম্পানির দামি ময়েশ্চারাইজ়ার লোশন থেকে শুরু করে নিয়মিত চুলে তেল দেওয়া, গায়ে পাউডার মাখা, সুপারস্টার নায়িকার পুরনো অভ্যাস এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি। সুচিত্রার আর একটি শখের জিনিস নাকি দামি পারফিউম। বাড়ির বাইরে না বেরলে কী হবে, স্নান সেরে পারফিউম মাখা চাই-ই।

মেয়ে মুনমুনই নাকি সুচিত্রার সবচেয়ে কাছের মানুষ। বাড়িতে ছুটির দিনে ভাল-মন্দ রান্না হলে, মেয়ে মায়ের জন্য ভাল খাবার রেখে যান। কিন্তু সুচিত্রা তা কিছুতেই মুখে তোলেন না। অথচ মেয়ে রাগ করবে বলে, তা মুনমুনকে সোজাসুজি জানানও না। একবার মায়ের জন্য বিরিয়ানি

মাকে দেখে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আসছেন মুনমুন

বাইরের কোনও ব্যক্তির সেখানে প্রবেশ মানা। সেকেন্ড ফ্লোরে লিফ্‌ট দিয়ে যদিও বা আপনি উঠতে পারলেন, সামনেই অপেক্ষা করবে প্রাইভেট সিকিয়োরিটি গার্ড। আবার সুচিত্রার ২০৭ নম্বর ঘরের সামনেও দাঁড়িয়ে প্রাইভেট সিকিয়োরিটি গার্ড। বাড়ি থেকে আসা একজন পার্সোনাল সিস্টার এবং নার্সিংহোমের ফ্লোর সিস্টার ছাড়া, নার্সিংহোমের কোনও স্টাফেরও সেখানে প্রবেশ মানা! ফ্লোর সিস্টারদের দেখে তিনি প্রথমেই হাসিমুখে জানতে চান, তাঁরা কেমন আছেন। তারপর তিনি বলেন, 'আপনারা ভাল থাকা মানে আমিও ভাল আছি।' এবার একটি বড় স্কার্ট এবং মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে তিনি নাকি নার্সিংহোমে আসেন। এমনিতে নরমাল প্যান্ট্রির খাবারই খাচ্ছেন। চোখের ছানি অপারেশন নিয়ে তিনি কিছুটা ভয়েও ছিলেন। সিস্টারদের তিনি জানান, চোখ ভীষণ সেনসিটিভ অর্গ্যান এবং চোখে কিছু হলে তিনি খুব ভয় পান। নার্সিংহোমেও ক্রিম মাখা কিংবা চুল আঁচড়ানো, কোনওটাই নাকি ভোলেননি তিনি। শরীরের অবস্থা ভাল হওয়ার পর, তিনি রুমে সিস্টারদের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার খুব ভাল। চিকেন স্টু, সুপ, স্যান্ডউইচ, ডালিয়া... নার্সিংহোমে এটাই যে সুচিত্রার ডায়েট, তা এতদিন সকলেই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু শোনা যায়, পয়লা জানুয়ারি সুচিত্রার জন্য লাঞ্চে রাখা হয়েছিল চিকেন বিরিয়ানি, মাছ ভাজা এবং বানানা ফ্লেভার্ড কাস্টার্ড। এদিন তিনি সকলকে হাসিমুখে নিউ ইয়ার উইশও করেন। আপাতত শরীরের অবস্থা ভাল থাকায়, ভালই খাওয়াদাওয়া করছেন তিনি। এরকমও হয়েছে, একবার চিকেন সুপ খেয়ে ভাল লাগায়, আরও একবার অর্ডার দিয়েছেন! পাকা পেঁপে খেতে ভালবাসেন। তাই প্যান্ট্রি থেকে নিয়মিত পেঁপে আসে তাঁর জন্য। তবে নিজের শরীর নিয়ে এখনও বেশ আত্মবিশ্বাসী তিনি। নিজে-নিজেই বলেন, তাঁর কিছু হবে না, তিনি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবেন! নার্সিংহোমের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায়, নিজেকে আড়াল করতে, এর আগে সুচিত্রা যখনই নার্সিংহোম থেকে বাইরে বেরতেন, একটি কালো রংয়ের বোরখা পরে নিতেন! এই বিষয়ে অনেকে আবার বলেন, এটা স্রেফ গুজব। তবে এটা সত্যি যে নিজের মাথা এবং মুখ সবসময় স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখেন। এই বিষয়ে তিনি নাকি সিস্টারদের বলেছেন, একটা সময় দর্শকদের সামনে নিজেকে বহু ভাবে মেলে ধরেছেন। কিন্তু এখন তিনি অবসরে, তাই জনসমক্ষে নিজের চেহারা বিক্রি করতে চান না!

পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেই বিরিয়ানি ঘরের এক কোণেই পড়ে ছিল! পরেরদিন সেটি ফেলে দেওয়া হয়। বাড়িতে সুচিত্রার সবচেয়ে প্রিয় খাবার খিচুড়ি-আলু ভাজা। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, সব সিজ়নেই নাকি তিনি খিচুড়ি খেতে ভালবাসেন! ডেজ়ার্টে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, বানানা ফ্লেভার্ভড কাস্টার্ড। মুনমুনের সঙ্গে মাঝেমধ্যে খুনসুটিও করেন তিনি। একবার এক সিস্টারকে দেখিয়ে তিনি মুনমুনকে বলেন, 'দেখ তো, সিস্টার নিজেকে কী সুন্দর মেনটেন করেছে। আর তুই শুধু মোটা হচ্ছিস!' সাধারণত নিজের নায়িকা জীবন নিয়ে কথা বলতে চান না। তবে বাড়িতে কিংবা নার্সিংহোমে মুড ভাল থাকলে, তিনি সিস্টারদের অনুরোধ করেন, 'আমার ছবি তো আপনারা দেখেছেন। সেই ছবির একটা গান শোনান না প্লিজ়...' বাড়িতে হাঁটাচলার সময় একটি লাঠি ব্যবহার করেন তিনি। তবে এই লাঠি যখন তাঁকে প্রথম দেওয়া হয়, তিনি নাকি একেবারেই খুশি ছিলেন না। এমনিতে খুব নিচু স্বরে কথা বলেন, কিন্তু প্রথমদিন লাঠি হাতে পেয়ে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি কী হাঁটতে পারি না যে তোমরা আমাকে লাঠি দিচ্ছ?' এখনও কারও ভরসায় থাকতে নারাজ তিনি। এমনকী, যে সিস্টাররা তাঁর বাড়িতে ডিউটি করেছেন, তাঁদের সম্মিলিত বক্তব্য, নিজের কাজ যথাসম্ভব একার হাতে করতেই পছন্দ করেন সুচিত্রা। সুচিত্রার নিজের উপর এই অতিরিক্ত বিশ্বাস, একেবারেই পছন্দ নয় মুনমুনের। তাই এবার সুচিত্রার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ডাক্তারকেও মুনমুন বলেন, 'এজন্যই আজ মায়ের এই অবস্থা। বাড়িতে সব কাজ একার হাতে করতে চাইবেন, এমনকি ওয়াশরুমে পর্যন্ত কারও সাহায্য নেবেন না!' নার্সিংহোমেও মুনমুনের কড়া নির্দেশ ছিল, একমাত্র তাঁকে জানিয়েই যেন মায়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একদিন রাত্রিবেলায়, সুচিত্রার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় এক সিস্টার তড়িঘড়ি করে ডাক্তার ডেকে আনেন। এই খবর জানতে পেরে মুনমুন নাকি সেই সিস্টারকে জোর ধমক দেন, তিনি কেন আগে তাঁকে জানাননি! মাকে কিছুতেই চোখের বাইরে করতে চান না মুনমুন। তাই তো একবার মেয়েকে দেখিয়ে এক সিস্টারকে সুচিত্রা বলেছিলেন, 'মেয়ে হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু।' শোনা যায়, ছোটবেলায় মুনমুন মায়ের ছবি দেখতে হলে যেতেন। যে ছবি দেখে মুনমুন সবচেয়ে বেশি কাঁদতেন, সেই ছবিই নাকি হিট করত! 'উত্তর ফাল্গুনী' দেখে নাকি মুনমুন সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন। এবার যখন মিন্টো পার্কের ধারের নার্সিংহোমে সুচিত্রা ভর্তি হন, তখন তাঁর চেহারা কিছুটা ভারীক্কি দেখায়। প্রথমে সুইটে থাকলেও, পরে তাঁকে আই টি ইউ-তে ট্রান্সফার করা হয়। কিন্তু সুচিত্রার ঘরটি ঠিক যেন দুর্গের মতো!

নার্সিংহোমে ঢুকছেন রিয়া ও রাইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুনমুন, রিয়া ও রাইমার ফোটো তুলেছেন **সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়**

চলার পথে...

সালটা ১৯৫৮, পূর্ব বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সানোড়া গ্রামে নিতান্তই এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন ছোট্ট একটি ছেলে। মা রাজলক্ষ্মীদেবী, বাবা মহেন্দ্রলাল বসাকের অষ্টম সন্তান তিনি। ছোট-ছোট ভাই বোনেদের সংসার। স্বভাবতই একটু অসুবিধার মধ্যে তো দিন কাটতই। তাই খুব কম বয়সেই পড়াশোনার গণ্ডী কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল সেই ছোট্ট ছেলেটিকে। প্রথমে সোনার কাজ, তারপর এখানে-ওখানে নানা কাজের সন্ধান করতে করতে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতবর্ষের বুকে পা রাখা। কথায় বলে, প্রতিভা প্রকাশ করতে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ সেটা ঈশ্বর প্রদত্ত। আরও একবার তা প্রমানিত হল। এই ছেলেটি যখন যৌবনের দোরগোড়ায় উপস্থিত হল তখন, ঠিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যেন প্রকাশিত হতে থাকল তাঁর শিল্প প্রতিভা। ফুটিতে হতে শুরু করল নিপুন শিল্পসমৃদ্ধ সুপ্ত কুঁড়িগুলো।

এতক্ষণ যে বিশিষ্ট মানুষটিকে নিয়ে এত কথা, তিনি হলেন আমাদের অতিপরিচিত বিখ্যাত শিল্পপতি তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁতশিল্প জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব শ্রী গৌড়চন্দ্র বসাক। তাঁর এই ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার কথা বর্ণনায় প্রকাশ করা অসাধ্য। ভারতবর্ষেই তাঁর শিল্পের হাতেখড়ি। নিখুঁত বুননে সকলের হৃদয় স্পর্শ করেন। তখনকার শিল্পীদের অনুপ্রেরণায় শুরু হয় তাঁর পথচলা। দুর্বার মনন শক্তি, একাগ্রতা এবং সৎ চিন্তা, এই হল তাঁর কর্মযজ্ঞের মূলধন। তাঁর হাতের ডিজাইনে বাংলার তাঁতের শাড়ি অর্জন করেছে এক অভিনব রূপ। শুধু তাই নয়, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দরদী হৃদয়ও ছুঁয়ে গিয়েছে সকলের মন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে তিনি ও তাঁর পরিবার বসবাস শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রাম অঞ্চলে। তাঁর মানবদরদী প্রাণ কাঁদে তাঁতিদের জন্য। কুটির শিল্পকে আরও উন্নত করতে তিনি উদ্যোগী হন একটি সমিতি স্থাপনের জন্য। আর এই লক্ষ্যেও তিনি সাফল্য পান। ১৯৮৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হয় বসাকপাড়া টাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড। এগিয়ে চলে তাঁর বিজয়তোরণ। একে একে তার শিল্পকলা ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন রাজ্যে। এরই মধ্যে তিনি কলকাতার বুকে ১৯৯৫ সালে স্থাপন করেন RMGC BASAK প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৯৯ সালে তিনি স্পর্শ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, জাতীয় পুরস্কার। ঢাকাই

জামদানী শাড়ীতে অভূতপূর্ব, নিপুন শিল্পের কারুকার্যের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও ঢাকুরিয়া, গড়িয়াহাটের যশোদা ভবনে ও তন্তুজালয় নামে আরও দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। আর সুযোগ করে দিলেন কলকাতা তথা আশেপাশের মানুষজনকে তাঁর অভূতপূর্ব শিল্পে সমৃদ্ধ তাঁতের শাড়ি কেনার। এরপর তিনি ডাক পান বাংলার সরকারের অধীনস্থ কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান তন্তুজে। সেখানে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে বিভিন্ন মতামত স্থাপন করতে থাকেন, কী করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উন্নত করা যায়। এখন তাঁর ব্যবসা আরও বিস্তৃত। সুতি থেকে সিল্ক সবরকমের শাড়ীতেই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত। সমান দক্ষতায় তিনি সিল্কের শাড়ীতেও অভিনব রূপ প্রদান করে চলেছেন। ১৯৯৯ সালে তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ভারত সরকারের কাছ থেকে। ২০০৬ সালে Handloom Development Commissioner দ্বারা আয়োজিত Silk Mark থেকে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পুরস্কৃত হন এবং এরপরে আবার ২০১১ সালে তিনি মনোনীত হন Ministry of Textiles, Govt of India-র তরফে Sant Kavir অ্যাওয়ার্ডের জন্য। সম্প্রতি ২০১৩ সালে তিনি থাইল্যান্ড সরকারের তরফ থেকে অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এর কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শিল্পমেলাতে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এরপর ভারত সরকারের অধীনস্থ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত India Show-তে অংশগ্রহন করে এবং খুব সাফল্য অর্জন করেছেন।

‘আন্তর্জাতিক’ বাজিমাত !

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও হইচই ফেলে দিলেন অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। থুড়ি, গায়িকা। পিগি চপসের প্রথম গান ‘ইন মাই সিটি’ যে পরিমাণ হিট করেছিল, সেকেন্ড সিঙ্গল ‘এগজ়টিক’ তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। খবর, প্রিয়ঙ্কার ‘এগজ়টিক’ গত বছরের অন্যতম সেরা সিঙ্গল। পিটবুলের সঙ্গে প্রিয়ঙ্কার এই গানের ভিডিয়ো মানুষের এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, ইন্টারনেটে এই গানটিই বেশিবার শুনেছে সবাই। এই জনপ্রিয়তার লিস্টে প্রথম নাম রিহানার হলেও, দ্বিতীয় নামটি প্রিয়ঙ্কার ! আমাদের ‘দেসি গার্ল’ পিছনে ফেলেছেন মাইলি সাইরাস, জাস্টিন বিবারের মতো তারকাদেরও !

করণ জোহর

‘কফি উইথ করণ’-এ আমি সেলেবদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। শোয়ে ওই ধরনের প্রশ্ন করার জন্য আমি পয়সা পাই। আর আমি যেভাবে কথা বলি, তাতে কেউ অপমানিত হন না।

প্রিয়ঙ্কা চোপড়া
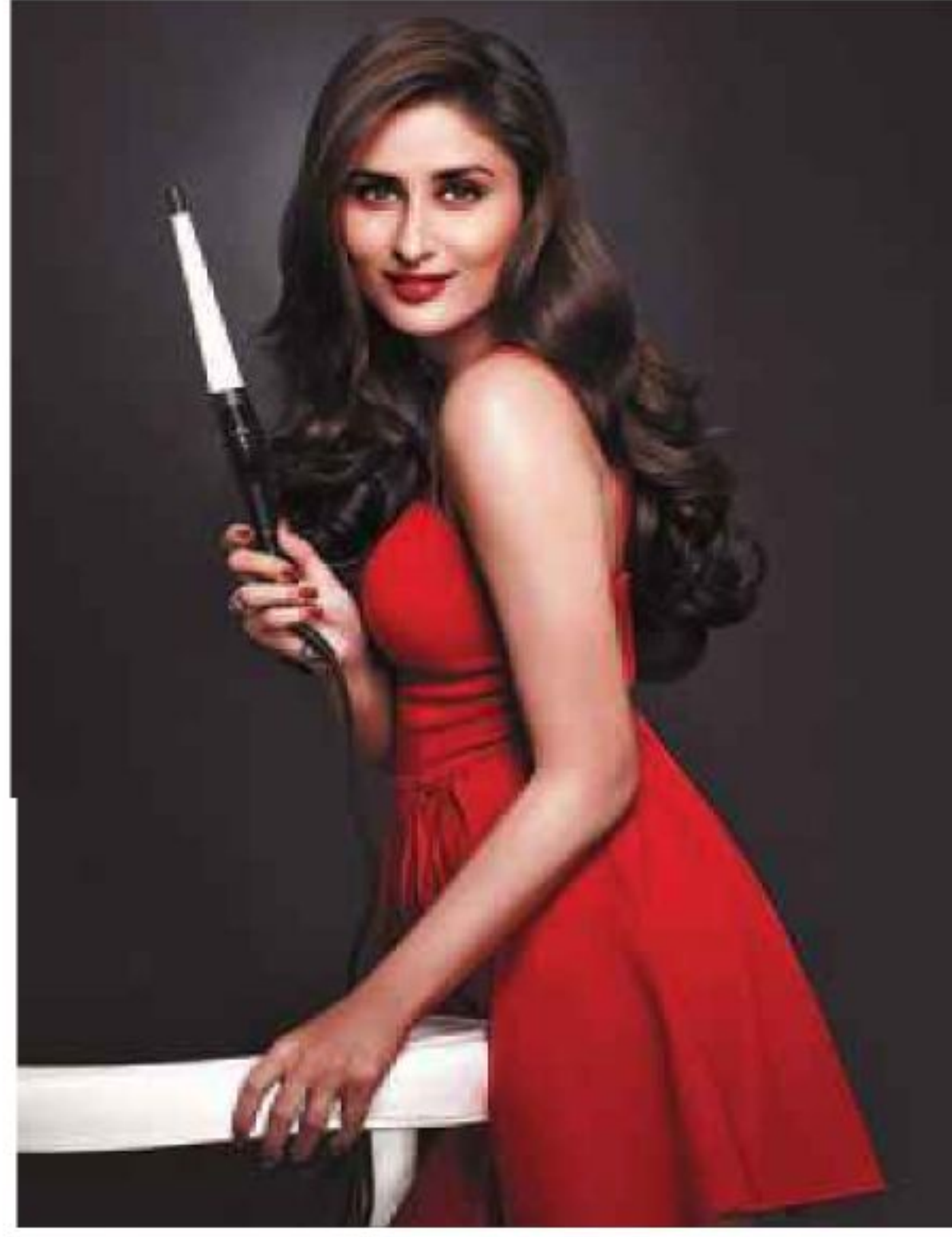
করিনা কপূর

ওয়াকিবহাল নন?

নতুন প্রজন্মের মধ্যে আলিয়া ভট্টই নাকি করিনা কপূরকে যোগ্য প্রতিযোগিতা দিতে পারেন! বলিউডের আনাচে-কানাচে গুজবটা ঘোরাফেরা করলেও, স্বয়ং করিনা এই ব্যাপারে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন। তাঁর বক্তব্য, আলিয়ার অভিনয় তিনি নাকি দেখেনইনি। কারণ, হিন্দি ছবি খুব একটা দেখা হয় না তাঁর! সেফ এবং তিনি নাকি নিজেদের কাজ বাদ দিলে আর কোনও ব্যাপারে তেমন খবরই রাখেন না। যদিও করিনার বক্তব্য, বলিউডে এই 'তুলনা' জিনিসটা খুব নতুন কিছু নয়, কিন্তু তিনি ঠিক করেছেন, এবার আলিয়ার অভিনয় দেখবেন। তারপর নিজের মতামত জানাবেন।

জনের বিয়ে?

হইচই ফেলে দিয়েছে একটি টুইট। টুইটটি করেছেন জন এব্রাহাম। সেখানে সকলকে নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানিয়ে, শেষে লিখেছেন, 'জন এবং প্রিয়া এব্রাহাম।' ব্যস, শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা-কল্পনা। তাহলে কী গোপনে গার্লফ্রেন্ড প্রিয়া রঞ্চলকে বিয়ে করে ফেললেন জন? আপাতত প্রিয়াকে নিয়ে আমেরিকায় ছুটি কাটাচ্ছেন তিনি। তা হলে কি ওখানেই বিয়েটা করলেন? প্রথমদিন থেকেই প্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ কথা খরচ করেননি জন। বিয়েটাও গোপনে করলেন? প্রশ্ন অনেক উঠলেও এই কপিটি প্রেসে যাওয়া অবধি কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি!

জন ও প্রিয়া

NEW LOOK

HASEE TOH PHASEE
PARINEETI CHOPRA
SIDHARTH MALHOTRA
HAPPY NEW YEAR
A FARAH KHAN FILM

'হসী তো ফসী' এবং 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর পোস্টার
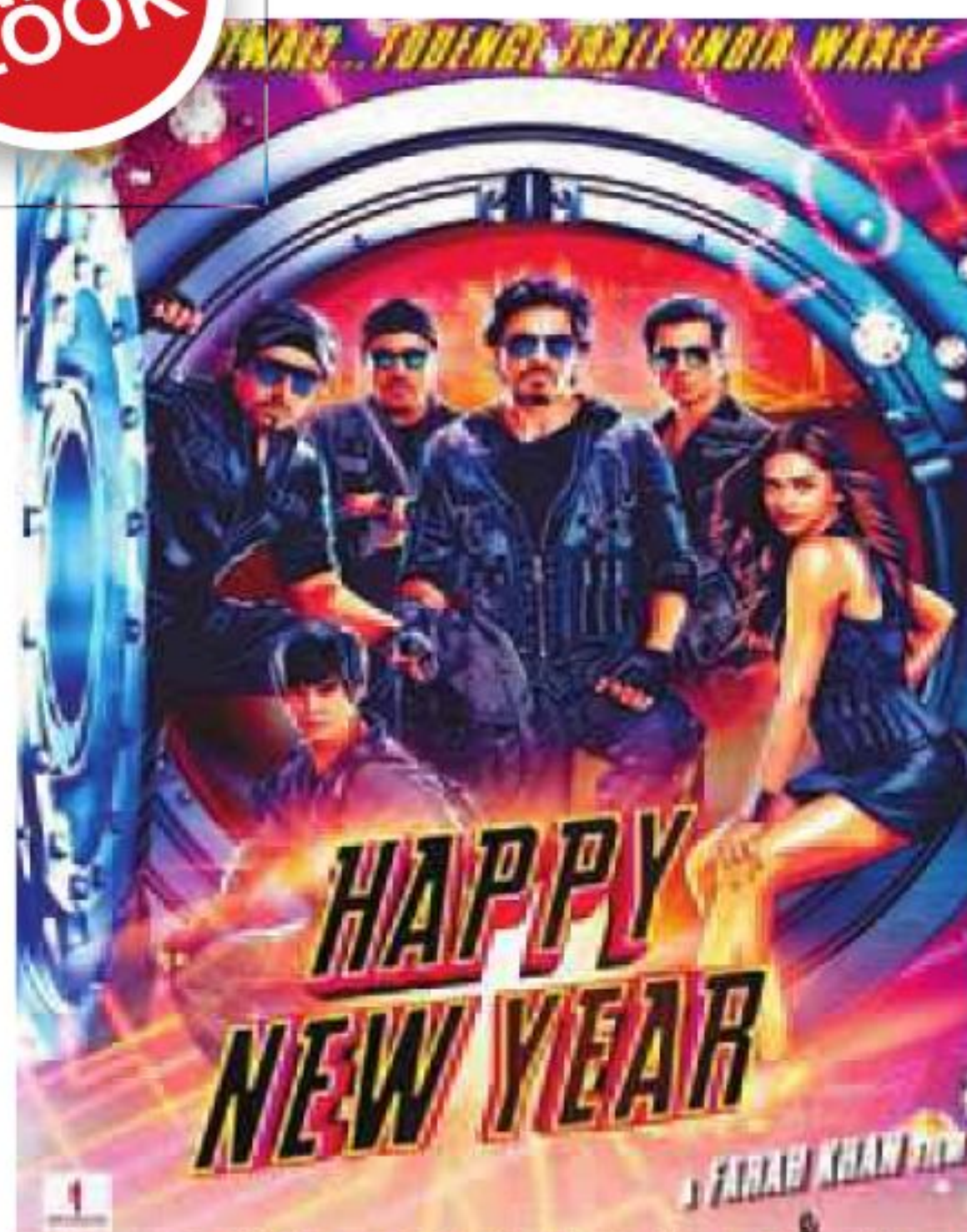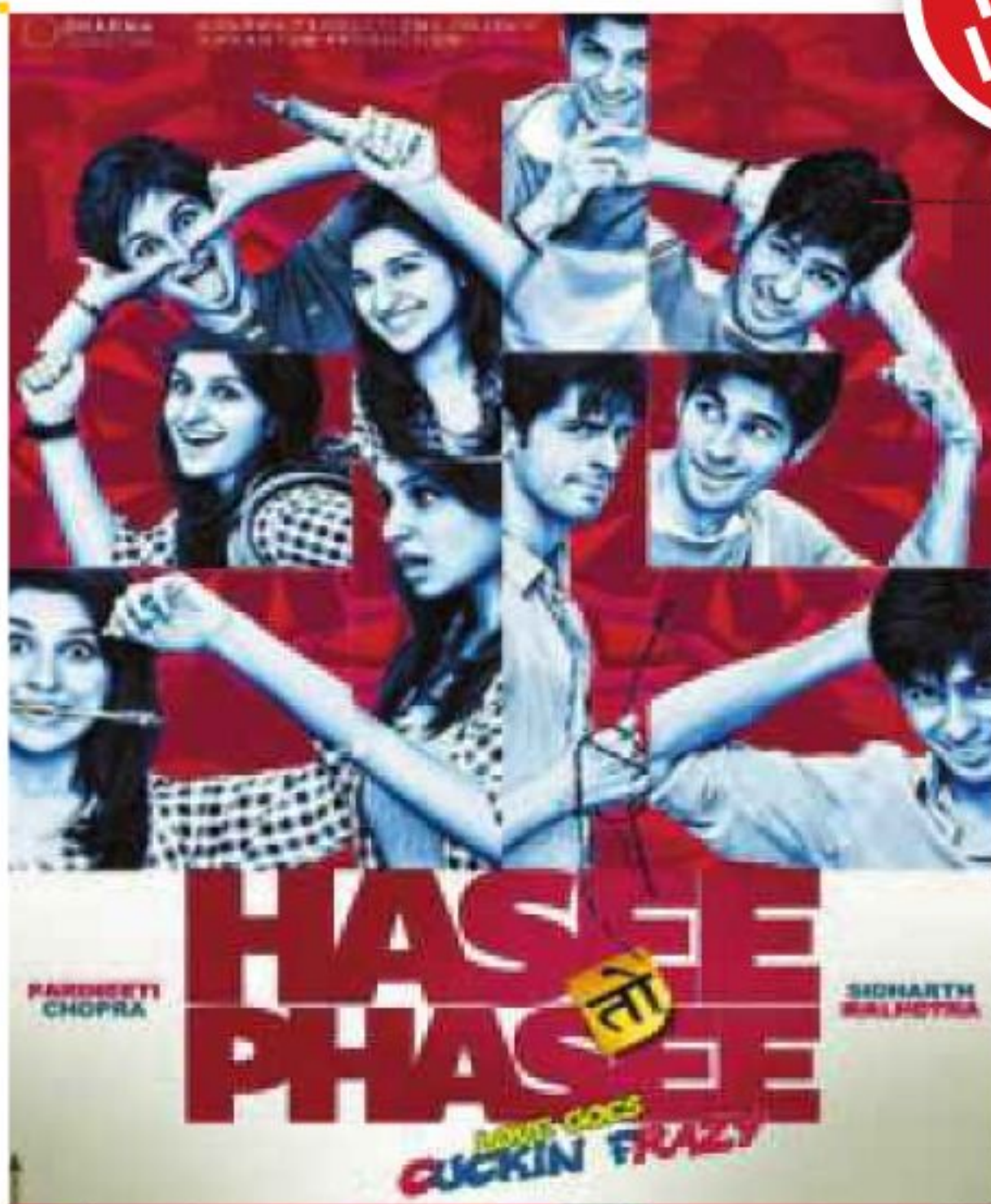
পোস্টারেই মাত!

একদিকে পরিণীতি-সিদ্ধার্থর 'হসী তো ফসী' আর অন্যদিকে শাহরুখ-দীপিকা-অভিষেক অভিনীত ফরহা খানের 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'... দু'টি নতুন ছবির পোস্টারেই আপাতত মজেছে বলিউড। যদিও 'হসী...'র রিলিজ় ফেব্রুয়ারিতে, কিন্তু ফরহা যেভাবে দিওয়ালিতে 'হ্যাপি...' রিলিজ় বলে এখন থেকেই পোস্টার বের করে দিলেন, তাতে বেশ বড় মাপের প্রোমোশনের গন্ধ পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা! এমনিতেই ছবির পোস্টারটি অভিনব। তার উপর প্রচারের জন্য অনেক সময় পাবেন শাহরুখ! তা হলে কি 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এর চেয়েও দ্রুত ছুটবে এই ছবি? সময়ই বলবে।

‘চাঁদের পাহাড়’ এখন অতীত !

সারা বাংলা যখন ‘চাঁদের পাহাড়’ নিয়ে বুঁদ, সেই সময় দাঁড়িয়ে ছবির নায়ক দেব কিনা বলে দিলেন “‘চাঁদের পাহাড়’ আমার কাছে অতীত!” ছবির নায়ক ‘শঙ্কর’-এর সাফল্য তিনি উদ্‌যাপন করেছেন একটি মার্সিডিজ় কিনে, ব্যস। এরপরেই নাকি দেব নিজের হার্ডডিস্ক থেকে ডিলিট করে ফেলেছেন ‘চাঁদের পাহাড়’-এর সাফল্যের সব স্মৃতি! তাঁর কথায়, “অতীত সাফল্যে মশগুল থাকলে সামনে এগবো কী করে? এখন আমি ‘বিন্দাস’ আর ‘বুনোহাঁস’ নিয়েই ভাবছি।” সত্যি, এমন করে ভাবতে পারেন বলেই তো আজ তিনি সব পাহাড়েরই শীর্ষে!

অঙ্কুশ

এবার থেকে ভাবছি, বছরে দুটোর বেশি সিনেমায় অভিনয় করব না! একটু বাছা-বাছি করে ছবি করাই ভাল!

রাজীব কুমার

রাজীবের নতুন যাত্রা

শ্রাবন্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন আজ যেখানে গিয়েই দাঁড়াক, নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে নিতে রাজীব কিন্তু বদ্ধপরিকর। তাই তো এত সব ঝামেলা, উকিলের চিঠি চালাচালির মধ্যেই রাজীব শুরু করলেন তাঁর নিজস্ব প্রোডাকশন হাউজ়, 'রাজীব কুমার প্রোডাকশনস'-এর কাজ। নেতাজীনগরে নিজের নতুন অফিসে বসে রাজীব জানালেন, "পরিকল্পনাটা অনেকদিন ধরেই মাথার মধ্যে ছিল। দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারি!" প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর প্রোডাকশনের প্রথম ছবির শুটিংও।

নতুন ছবির গল্প

সামনের মাসেই মুক্তি পাবে সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহর ছবি 'যদি LOVE দিলে না প্রাণে'। এই ছবিটির পোস্টার প্রথম প্রকাশিত হল এই বিভাগে। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবুঝ মেয়ে' উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবিতে অভিনয় করছেন, আবির, অনন্যা, ত্রিধা, অর্জুন প্রমুখ।

'যদি LOVE দিলে না প্রাণে'-এর পোস্টার

সেলেব্রিটি মানেই ব্যস্ততা, দিনভর ছুটোছুটি! অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় থেকে সিঙ্গার, নানা ফিল্ডের ব্যক্তিত্বদের ফ্রেমবন্দি করল আনন্দলোক...

সদলবলে: কলকাতায় ফ্যাশন ডিজ়াইনার রাধিকা সিংঘির 'সানডে ব্রাঞ্চ'-এ হাজির ছিলেন ইন্দ্রনীল আর বরখা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ এবং তাঁর স্ত্রী রূপম। আছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও

দুই মেরু: মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সাত বছর বয়স হল। এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রধান রাজ ঠাকরে এবং অমিতাভ বচ্চন

রেড কার্পেটে: মুম্বইয়ে সিসিএল সিজ়ন ৪-এর লঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

পেয়েছি-ই: সঙ্গীতে অবদানের জন্য বাকিংহাম প্যালেসে প্রিন্স চার্লসের হাত থেকে মেম্বার অফ দ্য মোস্ট এক্সেলেন্ট অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার (এমবিই) পুরস্কার পেলেন গায়িকা আডেল (বাঁ দিকের ছবি)

কোলে কোয়ালা: ব্রিসবেনে একটি কোয়ালা ভালুককে কোলে নিয়ে পোজ় দিচ্ছেন রজার ফেডেরার (ডান দিকের ছবি)

হম সাথ সাথ হ্যাঁয়: বড়দিন উপলক্ষে নিজের বাড়িতে প্রতিবছরই একটি পার্টির আয়োজন করেন শশী কপূর। এবারও তার অন্যথা হয়নি। সেই পার্টিতে হাজির ছিলেন ঋষি এবং নিতু কপূর, মেয়ে ঋধিমা সাহনি কপূর, নাতনি সামারা, ছেলে রণবীর কপূর
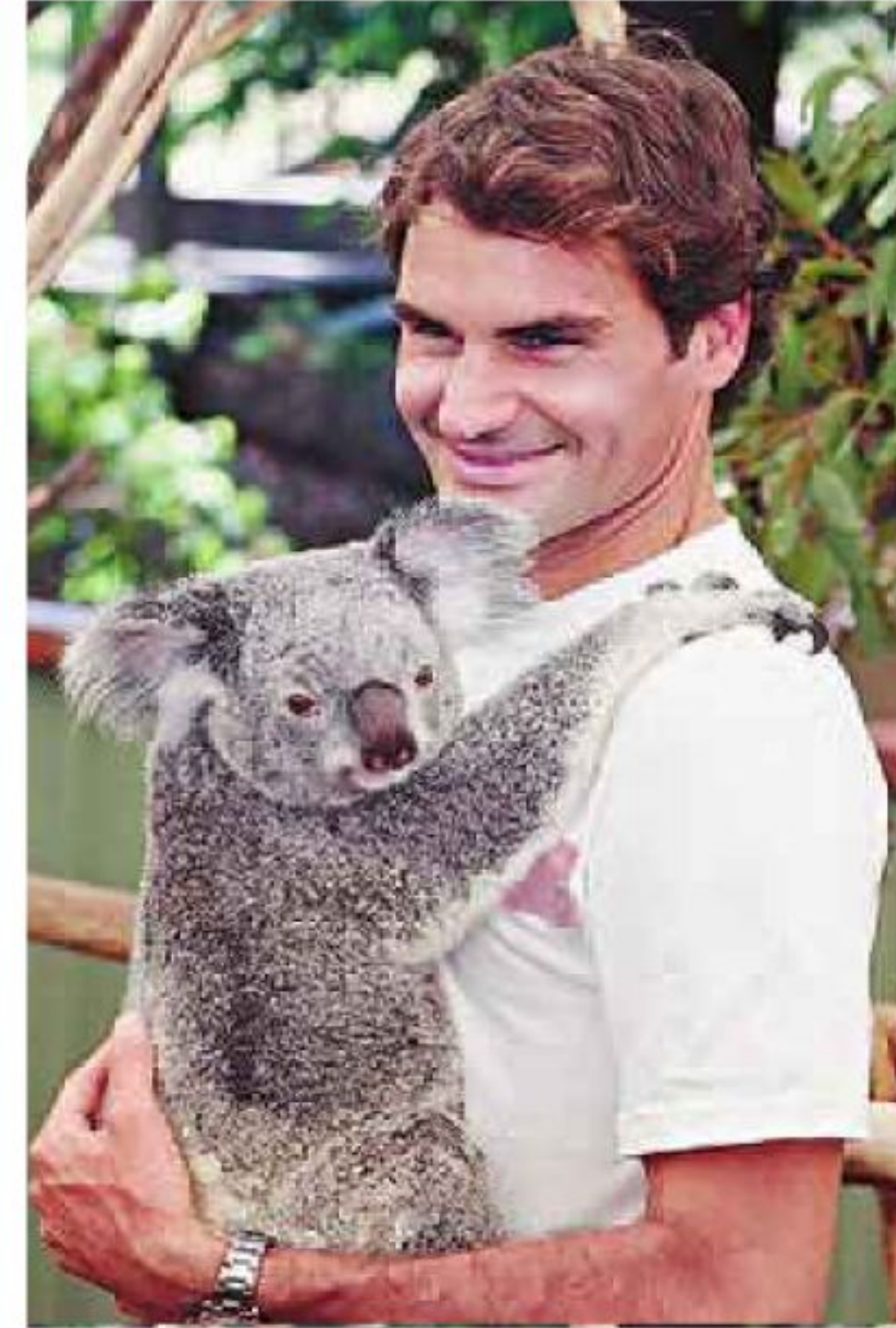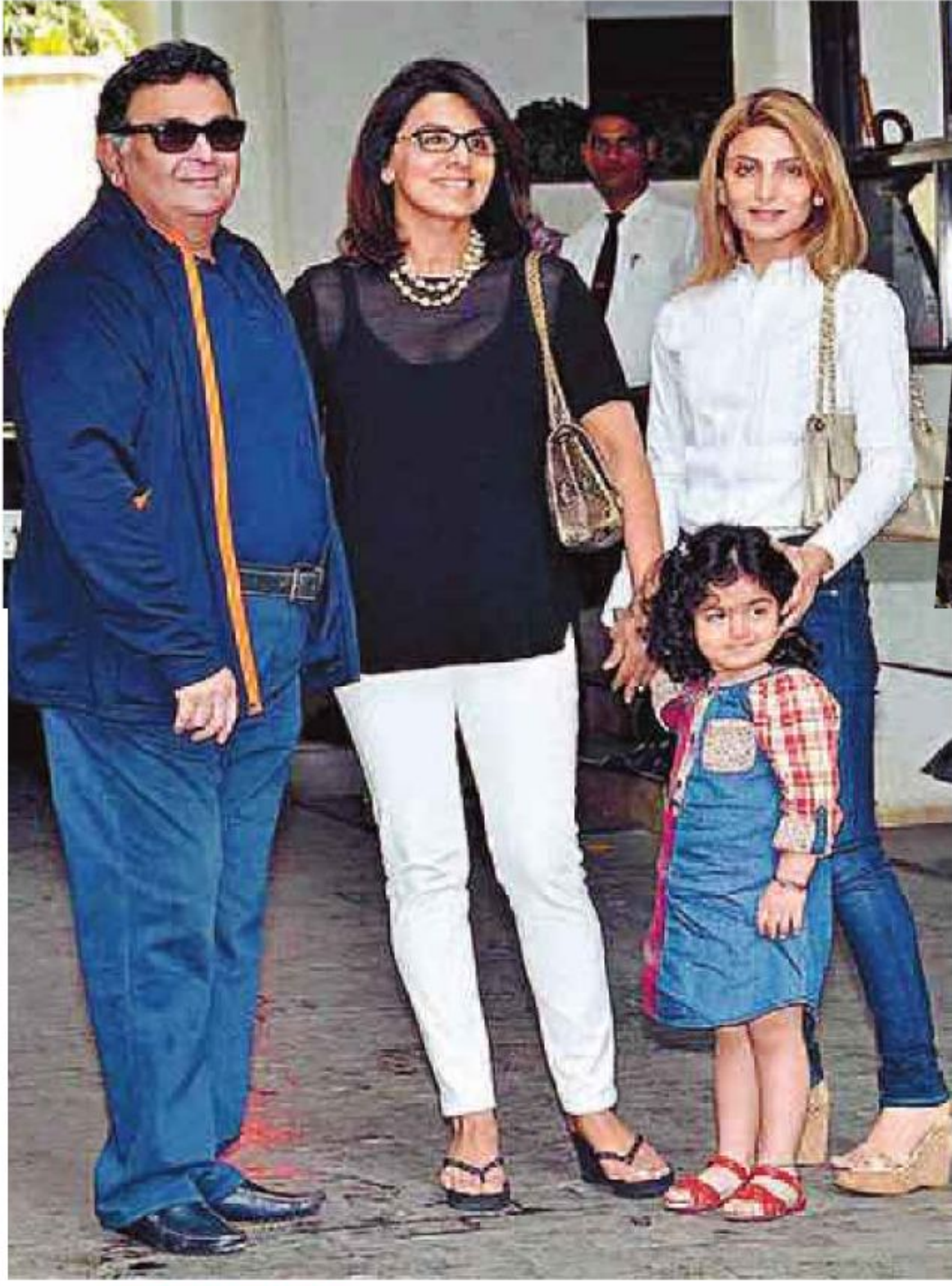
ওগো সুন্দরী: মুম্বইয়ে নিজের পার্টিতে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন দীপিকা পাড়ুকোন

দু'জনে: শশী কপূরের পার্টিতে সেফ আলি খানকে নিয়ে হাজির ছিলেন করিনাও

কাকা-ভাইঝি: ওই অনুষ্ঠানেই শশী কপূরের ছেলে কুনাল কপূরের সঙ্গে করিশমা কপূর

পুরো কপূর পরিবার একসঙ্গে পার্টিতে ব্যস্ত। মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান ব্যস্ত ছুটি কাটাতে। কোথাও আবার সেলেব্রিটিরা র‍্যাম্পওয়াক করছেন। কেউ শরীরচর্চায় মন দিয়েছেন...

অপু এবং অর্পণা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলির শতবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যালকাটা ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিলা ঠাকুর

শরীরচর্চা: মুবাডালা ওয়র্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে আবুধাবিতে হাজির হয়েছেন টেনিস স্টার অ্যান্ডি মারে। প্রতিযোগিতার আগে বিচে সঙ্গীকে নিয়ে গা ঘামাচ্ছেন তিনি

একান্ত আপন: কলকাতায় একটি পার্টিতে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ক্যামেরাবন্দি হলেন পামেলা সিংহ ভুতোরিয়া এবং রাজদীপ গুপ্ত

খেলার মাঝে: দোহায় কাতার ওপেন টেনিস ম্যাচে খেলার মাঝে টি শার্ট পরিবর্তন করছেন রাফায়েল নাদাল (বাঁ দিকের ছবি)

চোখ উল্টে: নিজের ছবি 'হাইওয়ে'-এর প্রোমো লঞ্চে এসে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মুখভঙ্গি করলেন আলিয়া ভট্ট (ডান দিকের ছবি)
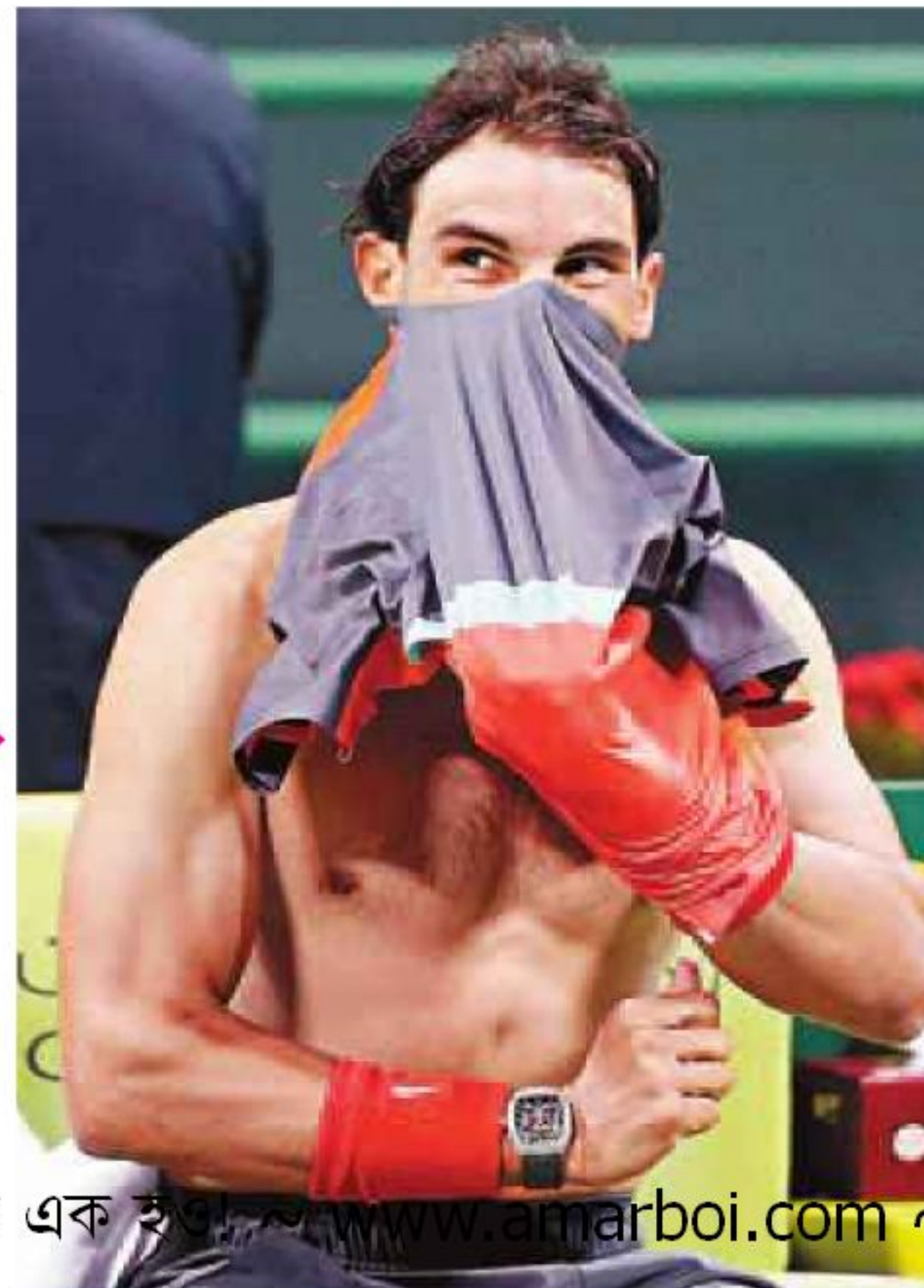
গল্‌ফার: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সপরিবারে হাওয়াই দ্বীপে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সেখানেই একটি ক্লাবে অবসরে গল্‌ফ খেলছেন ওবামা

বাবুমশাই: ফ্যাশন ডিজ়াইনার অগ্নিমিত্রা পলের একটি ফ্যাশন শোয়ে সেলেব্রিটিদের সঙ্গে র‍্যাম্পওয়াক করলেন দৃষ্টিহীন কিছু মানুষ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত আবির চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গী এমনই একজন

গ্ল্যামারাস বেবো: মুম্বইয়ে একটি মোবাইল কোম্পানি মেয়েদের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করিনা কপূর খান

বন্দুকবাজ: জয়পুরে নিজের ছবি 'খুবসুরত'-এর শুটিং করছেন সোনম কপূর। সেই শুটিংয়ের ফাঁকেই বন্দুক হাতে তাঁকে পাওয়া গেল

ফোটো: অম্লান দত্ত (বলি), রাসবিহারী দাস (টলি)

বিপাশার মতো...

একটি অনুষ্ঠানে ফ্যাশন ডিজ়াইনার নন্দিতা মাহতানির ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট ওয়ান সাইড শর্ট ড্রেসে দেখা গিয়েছে বিপাশা বসুকে। আপনার ফিগার ঠিক থাকলে, বিপসের মতো এই শর্ট ড্রেস ট্রাই করতেই পারেন। পায়ে থাকুক স্টিলেটো। হাতে ক্লাচ। এর সঙ্গে বেশি অ্যাকসেসরি পরার দরকার নেই। এই পোশাক এমনিই নজর কাড়বে।

গ্ল্যামারাস বিপাশা বসু

মানানসই আংটি

পিঙ্ক লিপ গ্লস

ব্যালেনসিয়াগার ব্যাগ

জিমি চু স্টিলেটো

ওয়ান সাইড ড্রেস

জাস্ট জ্যাকেট

অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিতে কুনাল

একটি অনুষ্ঠানে রণবীর

বলিউডের নায়করা এখন মজেছেন জ্যাকেটে। মুম্বইয়ের হালকা শীতে তাঁরা নানা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জ্যাকেট পরে যাচ্ছেন। এই যেমন কুনাল পরেছেন লেদার জ্যাকেট আর রণবীরের পরনে ডেনিম। এদিকে হৃতিক আবার পরেছেন লেদার আর কটনের সংমিশ্রণে তৈরি ব্ল্যাক জ্যাকেট।

এয়ারপোর্টে হৃতিক

ক্লাচের রকমফের

ব্যাগ নানা ধরনের হয়, তারই একটি হল ক্লাচ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নানা পোশাকের সঙ্গে ক্লাচ ব্যবহার করেন বলিউড সেলেবরা। শাড়ি হোক বা জাম্পসুট, তাঁদের হাতে থাকে ডিজ়াইনার ক্লাচ।

1 অমৃতার হাতে Proenza Schouler-এর ক্লাচ

2 কিরণ শাড়ির সঙ্গে বক্স ক্লাচ নিয়েছেন

3 ফ্রিডার হাতে কোচ ক্লাচ

4 শ্রিয়া হোয়াইট ড্রেসের সঙ্গে হাতে গোল্ডেন বক্স ক্লাচ নিয়েছেন
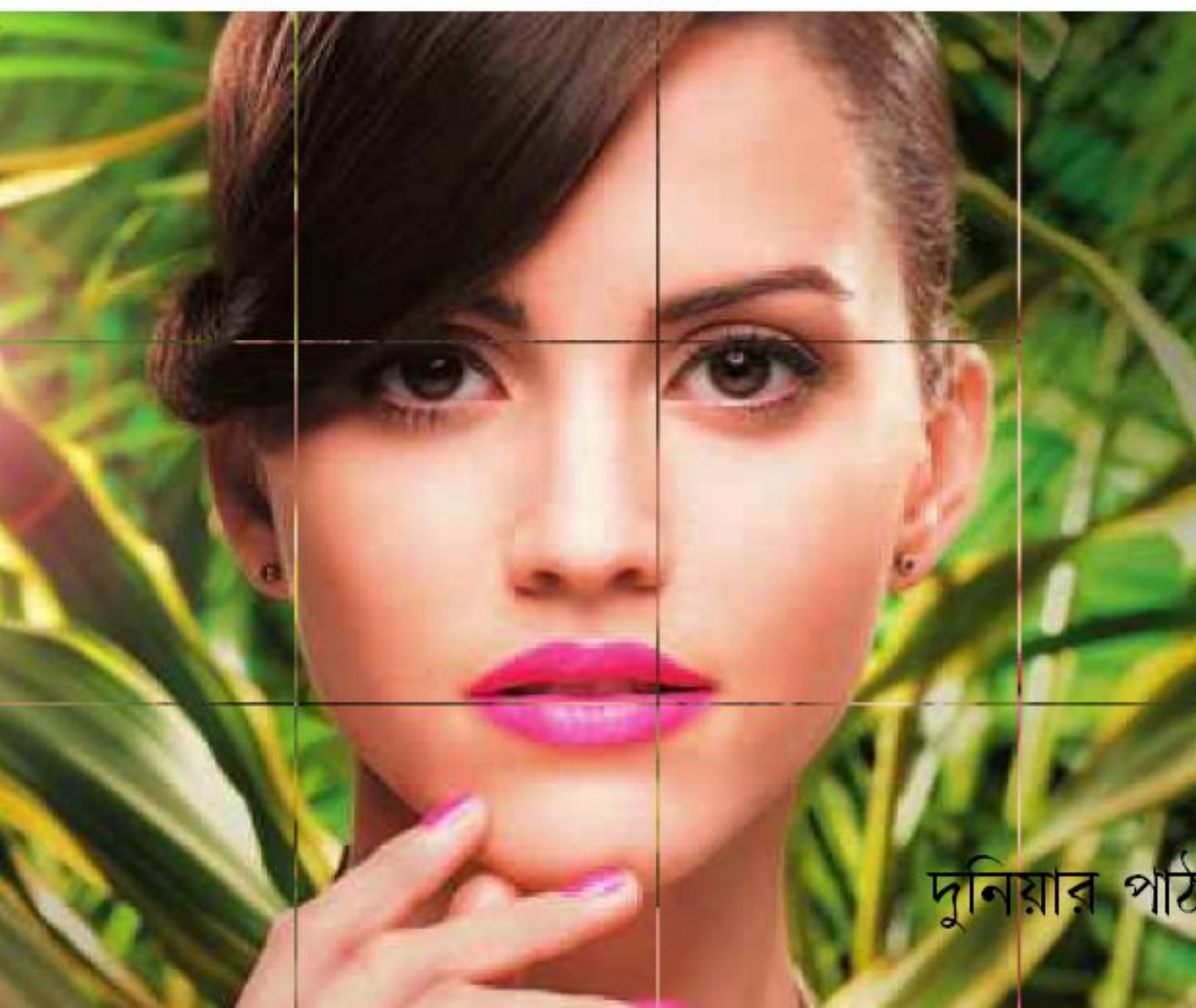
নতুন বছরে নতুন নাটক....

গত ১৫ দিনে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা 'কাণ্ড' ঘটিয়েছেন দেশি-বিদেশি সেলেব্রিটিরা। তাঁদের সেই সব কার্যকলাপের ভিত্তিতেই আনন্দলোক তৈরি করল এই অভিনব রিপোর্ট কার্ড!

অশ্বডিম্ব রবার্ট-ক্রিস্টানের জন্য...

ধপাস

বিশ্বাস করুন, নতুন বছরের শুরুতে হলিউডের এই 'একদা' (?) হট কাপলকে দুয়ো দিতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী করা যাবে! 'টোয়াইলাইট' সিরিজের নাটক শেষ হলেও, রবার্ট পাটিনসন এবং ক্রিস্টান স্টুয়ার্টের প্রেমের নাটক যে শেষ হচ্ছে না। কখনও তাঁরা প্রেম করেন, কখনও সন্দেহের বশে ব্রেক আপ করেন, কখনও একে-অপরের দুঃখে কাঁদেন, কখনও আবার গোঁসা করে বসে থাকেন...গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে এটাই তো হচ্ছে নিরন্তর। এই যেমন বছর শেষেও হল! গত একমাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল, রব-ক্রিস্টান নাকি একে অপরকে চোখে হারাচ্ছেন এবং ঠিক করেছেন নিউ ইয়ার পার্টি একসঙ্গে করবেন। এই নিয়ে কম নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়নি। এমনকী, আবার একটি হাই প্রোফাইল প্যাচআপ ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছে ভক্তকুল। কিন্তু আদতে হল কী? নিউ ইয়ারে আলাদাই থেকে গেলেন এই জুটি। ক্রিস্টান লস অ্যাঞ্জেলেসে কুকুর কিনতে গিয়ে সময় কাটালেন আর রব একজন 'রহস্যময়ী' নারীর সঙ্গে ডিনার করলেন! ব্যাপারটাই এত হতাশাজনক যে এই দু'জনকে অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কিছু দিতে ইচ্ছে করছে না। কারণ, ভক্তকুলকে এই জিনিসটিই তো দিনের পর দিন দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা! এবার বোধ হয় ফেরত দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ, এই 'রহস্য'নারী নিয়েও তো আরও এক প্রস্থ নাটক অপেক্ষা করছে! ততদিন কি আর সহ্য করা ঠিক হবে?

সোনার ব্যাট জেসির

কামব্যাক! শুধু ক্রিকেট মাঠে নয়, জীবনযুদ্ধেও কামব্যাক করলেন জেসি রাইডার। কিছুদিন আগে নিউজ়িল্যান্ড ক্রিকেট টিমের এই অলরাউন্ডার যেভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে ৪৬ বলে সেঞ্চুরি করলেন, তাতে তো হতবাকই বনে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা! কে বলবে, কয়েকমাস আগেও কোমায় ছিলেন তিনি। বাঁচার আশাটুকুও ছিল না! কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বোধ হয় একেই বলে। 'ব্যাড বয় অফ ক্রিকেট' জেসি মাঠে যেরকম 'বিশৃঙ্খল', মাঠের বাইরেও সেই অ্যাটিটিউড দেখিয়ে ফিরে এলেন। বোঝালেন, ক্রিকেটকে শাসন করার ক্ষমতা এখনও তিনি রাখেন। আর সেই কারণেই জেসিকে এবার সোনার ব্যাট দিয়ে সম্মানিত করতে হচ্ছে। যাঁর কলজেতে এত দম, তাঁর তো এরকম উপহারই প্রাপ্য, তাই না?

আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলা ভাষাকে নতুন করে ভালবাসতে এক অভিনব প্রচেষ্টা

আপনার লেখা গল্প নিয়ে বই

এটাই স্বপ্ন ? সত্যি হবে এবার। শুরু হল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিযোগিতা

‘গল্প লেখার লড়াই’

: পুরস্কার :

- **দশটি শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়ে লেখকের ছবি ও নাম সহ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হবে একটি বই, যাতে স্বাক্ষর করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা**
- প্রতিটি জেলা ও কলকাতার শ্রেষ্ঠ লেখকদের নাম প্রকাশিত হবে আনন্দবাজার পত্রিকায়
- শ্রেষ্ঠ দশজন লেখক পাবেন আনন্দবাজার পত্রিকার শংসাপত্র

নীচে দেওয়া হল এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগের একটি করে সূত্র -

গল্পের বিভাগ	গল্পের সূত্র
রহস্য	ট্যাক্সি ধরলাম অফিসের সামনে থেকে। ক্লান্ত, তাই উঠেই সিটে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। অনেক রাত হয়ে গেল আজ। হঠাৎ ড্রাইভারের সিটের পিছনে লেখা ট্যাক্সির নম্বরটা চোখে পড়তেই চমকে উঠলাম...
হাসি	আজ দশমী। এবার আমাদের পাড়ার পুজোর থিম ছিল লাইভ ঠাকুর। মোড়ের মিষ্টির দোকানের ময়রা হয়েছিল গণেশ, বলিউডের স্বপ্নে বিভোর ঋত্বিক হয়েছিল কার্তিক, পাড়ার হার্টথ্রব চিনির বোন মিনি...
সংবাদ প্রতিবেদন	নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: ভারতের মাটিতে প্রথম অলিম্পিক গেমস শুরু হল আজ নয়াদিল্লিতে। সকাল থেকে রাজধানী সেজে উঠেছিল বিকেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য...

: নিয়মাবলি :

(১) শুধুমাত্র বাংলায়, (২) ৩০০ শব্দের মধ্যে, (৩) প্রত্যেক বিভাগের গল্প পাঠাতে হবে আলাদা আলাদা করে, (৪) পাতার উপরে লিখুন আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও গল্পের বিভাগ

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে জানুয়ারি, ২০১৪

: কী ভাবে লেখা পাঠাবেন :

আপনার লেখা জমা দিতে পারেন নীচে যে কোনও একটি উপায়ে:

- ই-মেল করুন - gll@abp.in-এ
- পাঠিয়ে দিন **বক্স নম্বর ৫২৮২৪, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা-৭০০০৭২**

জমা দিন নীচের যে কোনও একটি আনন্দবাজার পত্রিকা ওয়ান স্টপ ক্লাসিফায়েড কাউন্টারে:

গড়িয়াহাট (২৪৪০৫৮১৯), রাণিকুঠি (২৩৮১৮৫৭১), বি ডি মার্কেট - সল্টলেক (৯৮৩১২৭৮২০১), দমদম (৯৩৩০৮১৭১৩৭), শ্যামবাজার (২৫৩৩৬৪৪১), হাওড়া (৮৬৯৭৫২৯১৯৫) বাঁকুড়া (৯৭৩৫৮০১২৫৭), পুরুলিয়া (৯৪৩৪১০৫৯৮৫), বর্ধমান (৯৪৩৪৩৫৮২১৯), দুর্গাপুর (৯২৩৩৫০১৩৫৯), মেদিনীপুর টাউন (৯৪৩৪৩৪২২৫৮), খড়গপুর (৯৪৩৪৩২০৭৫২), শিলিগুড়ি (৯৪৩৪০৪৫০৯৭)

জমা দিন নীচের যে কোনও আনন্দ পাবলিশার্সের স্টলে:

হাওড়া ৯২৩১৬১১৫২৯, বর্ধমান (বড়বাজার) ৯৪৩৪৩৯১২৯৬, আসানসোল (জিটি রোড) ৯৮৩০৫৯৪৭৬২, দুর্গাপুর ৯৩৩৩৯২৬৫৪৭, শিলিগুড়ি (হাকিমপাড়া) ৯৪৭৪০২৮২৫৫

ফোটো: দেবাশিস মিত্র
মেকআপ: অভিজিৎ পাল
পোশাক এবং স্টাইলিং: প্রণয় বৈদ্য

ভাল-ভাল পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধুত্ব, প্রেম, সব নিয়েই মিমি কথা বললেন ঋষিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

এখানে সব নায়িকা আমার সহকর্মী, তার বেশি কিছু নয়: মিমি চক্রবর্তী

'বেঙ্গলি বাবু ইংলিশ মেম'-এ আপনার লুক দেখে তো চমকে যেতে হচ্ছে!

(হাসি) আসলে এখানে এই লুকটাই ডিমান্ড করছিল। এতদিন যে ছবিগুলো করেছি, সেখানে গ্ল্যাম কোশেন্টের দরকার ছিল না। এই ছবিতে আমি একজন ফ্যাশন ডিজ়াইনার। যে কানাডায় পড়াশোনা করে। তাই চরিত্রের স্বার্থে আমাকে গ্ল্যামারাস তো হতেই হবে।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, মিমি চক্রবর্তী ঠিক কমার্শিয়াল ছবির নায়িকা নন...

হ্যাঁ এই কথাটা আমিও শুনেছি। অনেকেই বলেন, 'মিমি কি পারবে কমার্শিয়াল ছবি করতে?' হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই এই ছবিটা করার দরকার ছিল। এটা ফুলটু কমার্শিয়াল ছবি। আরে বাবা, মিমি তো আর খুব বেশিদিন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসেনি। তাঁকে একটু সময় দেওয়া হোক। সে কী পারে, কী পারে না, দেখা যাক না। তা ছাড়া, আমি একজন পোশাদার অভিনেত্রী। যে ধরনের ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়েছি বা পাচ্ছি, তা নিয়েই আমি খুশি। কমার্শিয়াল বা প্যারালাল ছবির বিভেদটা ঠিক বুঝি না।

আপনার শুরুটা ছোট পর্দায়, 'গানের ওপারে'-এর মাধ্যমে। সেখানে ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে কাজ করেছেন, তারপর অভিজিৎ গুহ-সুদেষ্ণা রায়ের 'বাপি বাড়ি যা', 'রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে 'বোঝে না সে বোঝে না', 'প্রলয়'। শুরুতেই এত ভাল-ভাল পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ...আপনার ভাগ্য তো খুব ভাল!

আমি সবসময়ই বলি, এটা আমার কাছে বিরাট পাওনা। ভাবা যায়, আমি কাজ শুরু করেছি

ঋতুদার ছত্রছায়ায়। এত বড়-বড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছি, কত কিছু যে শিখেছি। এতটাও বোধহয় আমি ডিজ়ার্ভ করি না।

দেখতে গেলে আপনি প্যারালাল এবং কমার্শিয়াল, দু' ধরনের ছবিতেই অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে কোনটা আপনার বেশি পছন্দ?

লার্জার দ্যান লাইফ ছবিটাই তো ভাল! যে ছবি দর্শককে আনন্দ দেয়, তেমন ছবিই আমার পছন্দ। তা বলে বলছি না, 'প্রলয়'-এর মতো ছবি আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এই ধরনের ছবি করার সুযোগ সারা কেরিয়ারে এক-আধবার আসে। 'প্রলয়'-এ অভিনয় করাটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। তাই এই ধরনের সুযোগ ছাড়তে পারব না। অভিনেত্রী হিসেবে আমি সব ধরনের ছবিতেই কাজ করতে চাই।

'বেঙ্গলি বাবু...' ছাড়া আর কী-কী কাজ করছেন?

বিরসা দাশগুপ্তর 'গল্প হলেও সত্যি' শেষ করলাম। আপাতত আর কিছুই করছি না। এখন আমি বেকার!

এবার একটু অন্য প্রশ্নে আসি, স্যোশাল সার্কিটে আপনাকে এত কম দেখা যায় কেন?

আমি খুব অলস! পার্টিতে যাওয়ার পরিবর্তে, বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে অনেক বেশি ভাল লাগে।

ইন্ডাস্ট্রিতে কোন-কোন নায়িকা আপনার বন্ধু?

কেউ না! সকলে শুধুই আমার সহকর্মী, তার বেশি কিছু নয়। বন্ধুত্ব করার জায়গা এটা নয়। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে 'সহকর্মী'র বাইরে কিছু না হওয়াই ভাল।

আচ্ছা, আপনি আগে পায়েল সরকারের সঙ্গে কথা বলতেন কিন্তু এখন নাকি বলেন না! এর পিছনে কি রাজ চক্রবর্তী ফ্যাক্টর কাজ করছে?

একেবারেই না। আমার আর পায়েলের কম দেখা

'বেঙ্গলি বাবু ইংলিশ মেম' ছবিতে সোহম এবং মিমি

হয়, তাই কথা হয় না। 'বোঝে না সে বোঝে না'র সময় একই ভ্যানিটি ভ্যান শেয়ার করেছি। তখন তো কথা হত। সিনিয়র হিসেবে পায়েল আমাকে খুব সাহায্যও করেছে। এখন দেখা হলেও আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা আর হয়ে ওঠে না, এই আর কী!

রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক...

আমি কখনই এটা বলব না যে, আমি আর রাজ শুধুই বন্ধু। ব্যস, এই ব্যাপারে আর কোনও কথা আমি শুনতেও চাই না, বলতেও চাই না।

বলিউডের প্রায় সব বড় তারকাই কখনও না কখনও আনন্দলোক পূজাবার্ষিকীর জন্য দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরার সামনে। সেই সময় কী ঘটত ক্যামেরার পিছনে? তারই গল্প বলছেন তপন গুণ

আমিরের ফোটোশুট

সেই ফোটোশুটে আমির। ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১ সালের আনন্দলোক পূজাবার্ষিকীতে

১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে মুম্বই পাড়ি দেন 'আনন্দলোক' প্রতিনিধি। সেই সময়, দু'মাসে অন্তত একবার করে, বিভিন্ন ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে ছবি এবং বলিউডের হালহকিকত জানতে মুম্বই যেতে হত সেই প্রতিনিধিকে। মুম্বই পৌঁছে, ফোটোগ্রাফার তায়েব বাদশার সঙ্গে, তাঁর মারুতি ভ্যানে চড়ে এক স্টুডিয়ো থেকে আর এক স্টুডিয়োতে ঘুরে বেড়াতে হত। একদিন খবর পাওয়া গেল, জুহু এবং অন্ধেরির মাঝামাঝি অবস্থিত একটি প্রেক্ষাগৃহের সামনে মহেশ ভট্টের 'হম হ্যায় রাহি পেয়ার কে' ছবির শুটিং চলছে। সেখানে রয়েছেন আমির খান এবং জুহি চাওলা। সময় নষ্ট না করে সোজা যাওয়া হল শুটিং স্পটে। তায়েব, মহেশ ভট্টের সঙ্গে আনন্দলোক প্রতিনিধির আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমিরের সঙ্গেও কথা হল। 'আনন্দলোক পূজাবার্ষিকী'র জন্য শুটিংয়ের কথা বলতেই আমির বললেন, তাঁর দম ফেলার সময় নেই, পরে যেন যোগাযোগ করা হয়। এই ঘটনার মাস দু'য়েক পর, 'আনন্দলোক পূজাবার্ষিকী'র শুটিংয়ের জন্য আরও একবার মুম্বই যান সেই প্রতিনিধি। সেবার মুম্বইয়ের বহু পুরনো পি আর, অজিত ঘোষের সূত্রে তাঁর দেখা হয় রাজকুমার সন্তোষির সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে রাজকুমারের সঙ্গেই ছিলেন আমির। এবং এবার শুটিংয়ের কথা বলতেই, আমির পরেরদিন 'হাম হ্যায় রাহি...'র শুটিং সেটে চলে আসতে বলেন! জুহু বিচের উল্টো দিকে ইসকন মন্দিরের কাছে একটি বাংলোতে ছবির শুটিং চলছিল। পরেরদিন সকালে তায়েবকে নিয়ে সেটে পৌঁছলেন আনন্দলোক প্রতিনিধি। আমির বলেছিলেন লাঞ্চ আওয়ারে ডেকে নেবেন। কিন্তু লাঞ্চ তো দূরের কথা, সন্ধে গড়িয়ে রাত হতে চলল, অথচ আমিরের কাছ থেকে কোনও ডাক পাওয়া গেল না! শেষে আমির জানান, পরেরদিন সকালে আসতে। আমিরের কথা মতো পরেরদিন সকালে শুটিং সেটে পৌঁছনো হল এবং লাঞ্চ আওয়ারে সেই বাংলোর একটি ঘরেই ফোটোশুটের ব্যবস্থা করা হয়। আমির জানতে চান, কী পরতে হবে? ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও, পরে সেটা পরে বেশ খুশি হন তিনি এবং বলেন, তাঁকে যে একেবারে বাঙালিবাবুর মতো দেখাচ্ছে! কিন্তু যেই শুট শুরু হবে, অমনি আমির ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে একটা হাই-হিল জুতো পরে নিলেন! হাই-হিল জুতো ছাড়া তিনি কিছুতেই শট দেবেন না। তাঁকে অনেক বুঝিয়েও রাজি করানো গেল না! শেষ পর্যন্ত আমিরকে বিছানায় শুইয়ে এবং সোফায় বসিয়ে ছবি তোলানো হয়! তবে জুতো পরার ব্যাপারে গোঁ ধরা ছাড়া, আমির আর কোনও ট্যানট্রাম দেখাননি।

ভাগ্যচক্রে সেলেব বিচার!

এল আরও একটা বছর, ২০১৪। তা বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের কেমন কাটবে এই বছরটা? বলিউডের ভাগ্যগণনার চেষ্টা করল আনন্দলোক

বছর পড়ল কী পড়ল না, সকলের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে একটাই উৎকণ্ঠা! বছরটা কেমন কাটবে? আগের বছরের অপ্রাপ্তি কি এ বছর পূর্ণ হবে? এ চিন্তা থেকে বাদ পড়েন না সেলেবরাও। তাই কখনও গোপনে কখনও বা প্রকাশ্যেই তাঁরা দৌড়ন বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোলজারদের কাছে। সেলেবদের ভাগ্যে কী লেখা আছে, তা নিয়ে আমার-আপনার উৎসাহও তো কম নয়। মনের মধ্যে গুড়গুড় করে নানা প্রশ্ন। যেমন, এ বছর কি সলমন বিয়ে করতে পারেন? দীপিকা-ক্যাটের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন? রণবীরই বা কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেন? সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য দরকার, বলি সেলেবদের ভাগ্যে কী আছে তা জানার। তাই রাশি তত্ত্ব বিচার করে সেই চেষ্টাই করা যাক। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভাল, একাধিক সেলেবের এক রাশি হলেও, তাঁদের জন্মদিন, জন্মসময় আলাদা হওয়ার দরুণ, তাঁদের ভবিষ্যৎ কিন্তু আলাদাই হবে...

স্কর্পিও

শাহরুখ খান

২০১৩ ফাটাফাটি কেটেছে শাহরুখ খানের। একদিকে 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' সুপার-ডুপার হিট, অন্যদিকে তৃতীয়বার বাবা হয়েছেন। তবে ২০১৪টা নাকি খুব একটা ভাল কাটবে না তাঁর! শরীর নিয়ে বেশ ভুগতে হতে পারে। আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কম নয়। পুরো বছরটাই আইনি সমস্যা থেকে শরীর, সব কিছু নিয়েই বেশ টেনশনে কাটাবেন শাহরুখ। তবে এবছর তাঁর সবই খারাপ এমন নয়। পর্দায় তাঁর সাফল্য এবছরও জারি থাকবে। তাঁর ছবি 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'ও নাকি এবছর বক্স অফিসে ঝড় তুলবে। আইপিএল-এ তাঁর 'কলকাতা নাইট রাইডার্স'ও ভালই খেলবে। পারিবারিক শান্তি ঘেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এখন দেখার, ভাল-মন্দ মিশিয়ে শাহরুখের বছরটা কেমন যায়!

শরীরের দিকে নজর দিতে হবে শাহরুখকে

আগের বছর ভাল কাটেনি সোনাক্ষীর

ব্যক্তিগত সর্ম্পক নিয়ে গন্ডগোলের সম্ভাবনা সোনমের

জেমিনি

সোনাক্ষী সিনহা

২০১৩ সালে তাঁর মোট ছ'টি ছবি মুক্তি পেয়েছে। যার মধ্যে একমাত্র 'লুটেরা' ছাড়া একটি ছবিও নজর কাড়তে পারেনি। এবছর 'অ্যাকশন জ্যাকসন', 'শিভম' এবং 'তেভার', তিনটি ছবি মুক্তির কথা। কিন্তু এই তিনটি ছবিও তাঁকে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না। প্রফেশনাল ফ্রন্টে এবছরেও সুবিধে করতে পারবেন না সোনাক্ষী তা বোঝা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ পরিবর্তনের আশা নেই। প্রেমের থেকে দূরেই থাকবেন তিনি।

সোনম কপূর

ছ'বছরের কেরিয়ারে ২০১৩ সালকেই নিজের সেরা বছর বলে মানেন সোনম কপূর। এবছরই 'রাঁঝনা', 'ভাগ মিলখা ভাগ'-এ তাঁর অভিনয়ও প্রশংসিত হয়। ২০১৪ সালে সোনমের তিনটি ছবি ('বেওকুফিয়াঁ', 'খুবসুরত', 'ডলি কী ডোলি') মুক্তি পাবে। রাশির হিসেবে তিনটি ছবি মাঝারি ব্যবসা করবে। অতএব সোনম যে তিমিরে ছিলেন, সম্ভবত সেখানেই থেকে যাবেন। লাভ লাইফেও এবছর বিশেষ সুবিধে হবে না। বরং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভার্গো

অক্ষয়কুমার

২০১৩-তে অক্ষয়ের 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই দোবারা' এবং 'বস' মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেরিয়ারের এই ব্যর্থতা তাঁর পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। বছরের প্রথম ভাগে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে একটি দূরত্ব তৈরি হতে পারে। এসময় অক্ষয়কে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ২০১৪ সালে অক্ষয়ের তিনটি ছবি মুক্তি পাবে। প্রত্যেকটি ছবিই বক্স অফিসে ভাল ফল করতে পারে। এবছর নতুন কোনও বন্ধু না বানানোই ভাল। এই বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে ক্ষতি করতে পারে।

করিনা কপূর খান

এ বছর করিনা কপূর খানের পুরো মনোযোগটাই থাকবে হাজব্যান্ড সেফ আলি খানের উপরে। তাঁরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং শুরু করে দিলেও খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার নেই। তবে মনে হয়, এবছর কেরিয়ারে খুব একটা এগতে পারবেন না করিনা। ২০১৩ তাঁর 'সত্যাগ্রহ', 'গোরি তেরি পেয়ার মে' ফ্লপ করে। এ বছরে হৃতিকের সঙ্গে 'শুদ্ধি' ছবিতে কাজের কথা ছিল করিনার। কিন্তু এখনও কাজ করবেন কিনা ঠিক নেই। ভার্গো রাশির জাতক করিনাকে এবছর ঘাড় আর মাথার ব্যথা নিয়ে বেশ ভুগতে হবে।

মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার অক্ষয়ের

২০১৪ সালে করিনার পুরো মনোযোগ থাকবে সেফের উপর

পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন আমির

নিজের অ্যাটিটিউড আলিয়াকে সমস্যায় ফেলবে

শাহিদ ড্রিমগার্লের সন্ধান পাবেন

পাইসিস

আমির খান

এবছরেই মুক্তি পাবে আমির খান অভিনীত 'পিকে'। এই ছবিটি নাকি আমিরের কেরিয়ারের একটি মাইলস্টোনে পরিণত হবে। কেরিয়ারের দিক থেকে সাফল্য পেলেও, বছরের প্রথম দিকে পারিবারিক অশান্তির সম্মুখীন হতে পারেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। সম্পত্তি নিয়েও বিবাদ অসম্ভব নয়। এবছর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন আমির। এই সংকটের দরুণ অনেক পরিকল্পনা মাঝপথে আটকে যেতে পারে।

শাহিদ কপূর

অবশেষে এবছর নাকি নিজের 'ড্রিমগার্ল'-এর দেখা পেতে পারেন শাহিদ কপূর! করিনা-প্রিয়ঙ্কার মায়া কাটিয়ে তিনি নতুন করে প্রেমে পড়বেন এবং এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ীও হবে। লাভ লাইফে আশা দেখা গেলেও কেরিয়ারে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নেই অবশ্য। ২০১৩ সালে তাঁর দুটি ছবি, 'ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো' এবং 'আর রাজকুমার' সাফল্যের মুখ দেখেনি। এবছর তাঁর 'হায়দার' রিলিজ় করবে। ছবিটি সমালোচকদের পছন্দ হলেও, বক্স অফিসে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আলিয়া ভট্ট

নিজের অ্যাটিটিউড নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন আলিয়া ভট্ট। এই নিয়ে মিডিয়ায় বেশ ভালই চর্চা হবে। এবার নজর দেওয়া যাক, তাঁর কেরিয়ারের দিকে। ২০১৪ সালে আলিয়ার তিন-তিনটে ছবি মুক্তি পাবে। প্রতিটি ছবি নিয়েই প্রত্যাশা প্রচুর। কিন্তু রাশি তত্ত্ব অনুযায়ী, আলিয়ার 'হাইওয়ে' এবং 'টু স্টেটস' মাঝারি সাফল্য পাবে।

ক্যানসার

প্রিয়ঙ্কা চোপড়া

এবছর কাজ কমিয়ে শরীরের দিকে নজর না দিলে বিপদে পড়তে পারেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। বছরের প্রথমদিকে কোনও সম্পর্কে না জড়ালেও, শেষে নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন পিগি চপ্স। কেরিয়ারের দিক থেকে ২০১৩ টা মোটেও ভাল যায়নি তাঁর। 'জ়ঞ্জীর' মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্যদিকে 'কৃষ ৩' হিট করলেও, সেভাবে নজরে পড়েননি তিনি। ২০১৪ কিন্তু আশার বাণী শোনাচ্ছে প্রিয়ঙ্কাকে। এবছর তাঁর দুটি ছবি রিলিজ় করছে, 'গুন্ডে' এবং 'মেরি কম'। দ্বিতীয় ছবিতে তাঁর অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়বে।

প্রেমে পড়তে পারেন প্রিয়ঙ্কা

ক্যাটরিনা কাইফ

ক্যানসার রাশির অপর এক সেলেব হলেন ক্যাটরিনা কাইফ। ২০১৪ ভালই কাটবে ক্যাটের। আগের বছর মাত্র একটি ছবি, 'ধুম ৩' রিলিজ় করেছিল তাঁর। ফলে, র‍্যাট রেসে দীপিকার চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। এবছর সেই জায়গাটা কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করতে পারেন ক্যাট। এবছর 'ব্যাং ব্যাং', 'জগ্গা জাসুস' এবং 'ফ্যান্টম' রিলিজ় করবে। প্রতিটি ছবিই হিট করার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে রণবীর কপূরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

রণবীর কপূরের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে ক্যাটের

রণবীর সিংহ

রণবীর সিংহের ২০১৩ সালটা ভালই কেটেছে। এবছরে 'লুটেরা' ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে এবং 'গোলিয়োঁ কী রাসলীলা রাম-লীলা' ১০০ কোটির ক্লাবে এন্ট্রি নিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে ২০১৪ অত ভাল না-ও কাটতে পারে! এবছর তাঁর 'গুন্ডে' আর 'কিল দিল' রিলিজ় করবে। 'গুন্ডে' বক্স অফিসে ভাল ফল করলেও, 'কিল দিল' কিন্তু আশাপ্রদ হবে না। অন্যদিকে দীপিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বছরের শেষের দিকে এই সম্পর্ক ভেঙেও যেতে পারে।
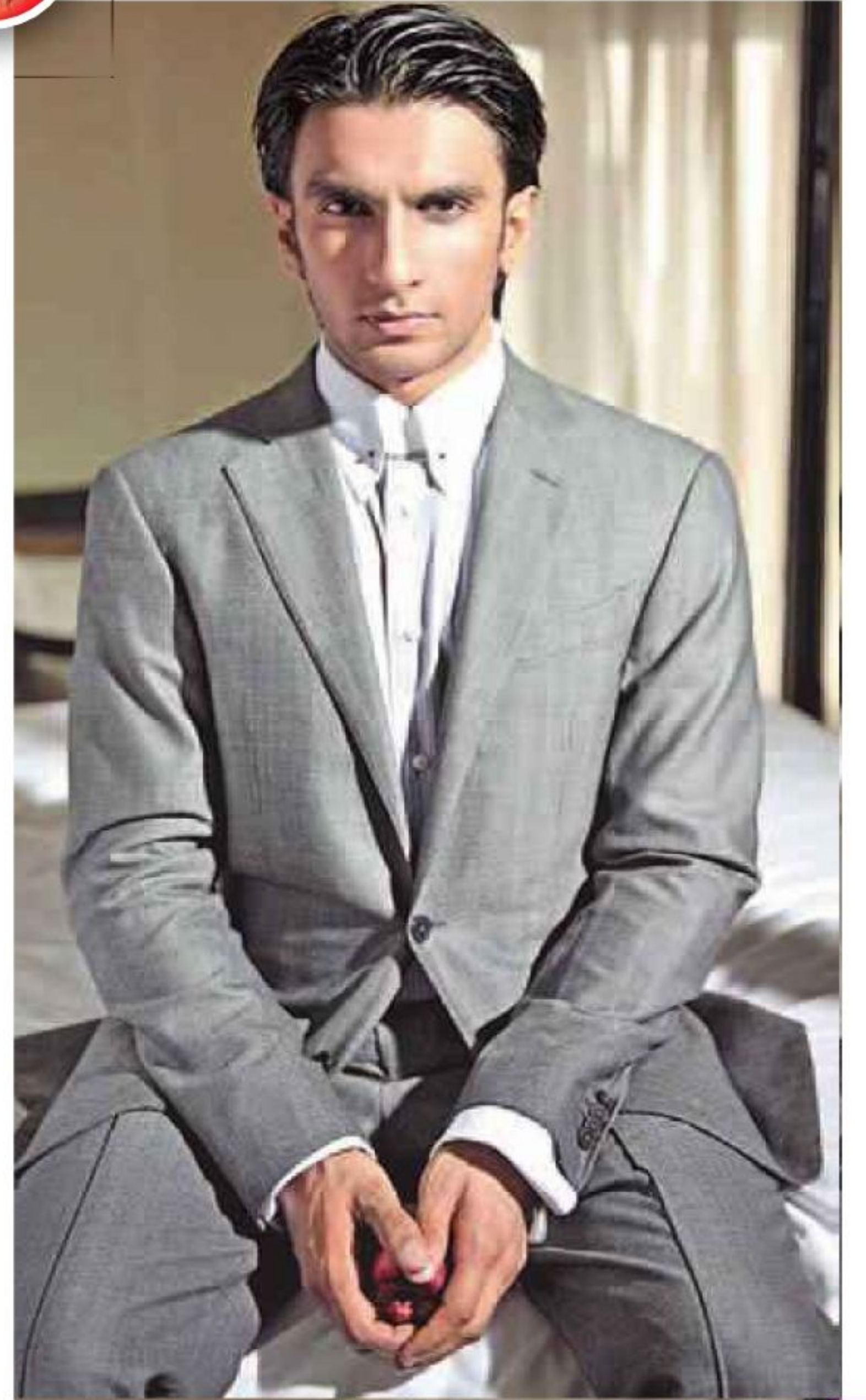
রণবীরের 'গুন্ডে' বক্স অফিসে সাফল্য পাবে

ক্যাপ্রিকন

সলমন খান

নাঃ, এ বছরও সলমন খানের বিয়ে হবে না। নতুন সম্পর্কে জড়াবেন কিন্তু এবারও ছাদনাতলায় যাওয়া হবে না তাঁর। বিয়ে ছাই হোক না হোক এবছরটা কিন্তু ভালই কাটবে সল্লুভাইয়ের। ২০১৪ সালে নানা আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর। শরীরের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এবছর 'জয় হো' এবং 'কিক', তাঁর দুটি ছবি মুক্তি পাবে। 'জয় হো' মাঝারি ব্যবসা করলেও 'কিক' কিন্তু বক্স অফিসে ঝড় তুলবে। তাঁর ১০০ কোটির রেকর্ডও অক্ষুণ্ণ রাখবে।

এ বছরও বিয়ে করবেন না সলমন

প্রিন্স চার্মিংয়ের খোঁজ পেতে অপেক্ষা চলবেই!

হৃতিক রোশন

বিবাহবিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে আগের বছর সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিয়েছিলেন হৃতিক রোশন। সেই থেকে তাঁর কেরিয়ারের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা বেশি হচ্ছে। এবছরে সেই চর্চা বাড়বে বইকী কমবে না। বছরের দ্বিতীয় ভাগে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়ানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কেরিয়ারের দিক থেকে ২০১৪ মন্দ কাটবে না তাঁর। এ বছরে হৃতিকের 'ব্যাং ব্যাং' ছবিটি রিলিজ় করবে এবং বক্স অফিসে সফলও হবে।

হৃতিকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা বাড়বে বইকী কমবে না

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন বিদ্যা

দীপিকা পাড়ুকোন

২০১৩-তে দীপিকা পাড়ুকোন নম্বর গেমে সকলকে হারিয়ে এক নম্বর জায়গা দখল করেছেন। ২০১৪ কিন্তু অন্য কথা বলছে। এবছর 'কোচাইদান' 'ফাইন্ডিং ফানি' এবং 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' রিলিজ় করবে। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ভাল ব্যবসা করলেও, অপর দুটি ছবি মাঝারি মাপের হিট করার সম্ভাবনাই প্রবল। অন্যদিকে রণবীর সিংহের সঙ্গে তাঁর নাম যতই জড়ানো হোক না কেন, এই সম্পর্ক খুব বেশি দূর এগবে না। প্রিন্স চার্মিংয়ের খোঁজ পেতে এখনও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে দীপিকাকে!

বিদ্যা বালন

২০১৩ সালে বিদ্যা বালনের বেশ কয়েকটি ছবি ফ্লপ করে। ২০১৪-তে তাঁর 'শাদী কে সাইড এফেক্টস' এবং 'ববি জাসুস' নামের দুটি ছবিই বক্স অফিসে মাঝারি ব্যবসা করতে পারে। বছরের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কে একটি টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও কোনও একটি ঝামেলায় জড়িয়ে সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বছরের শেষে, শেষ হাসিটি বিদ্যাই হাসবেন।

সেফকে সতর্ক থাকতে হবে

লিও

সৈফ আলি খান

২০১৩ সালে 'লিও' সেফ আলি খানের ছবি 'রেস ২' ভাল ফল করলেও, 'গো গোয়া গন' এবং 'বুলেট রাজা' আশাপ্রদ হয়নি। সেদিক থেকে খানিকটা হতাশ হলেও, ব্যক্তিগত জীবনে করিনার সঙ্গে চুটিয়ে মজা করেছেন সেফ। অতএব ভাল-মন্দ মিলিয়ে কেটে গিয়েছে ২০১৩। এবার পালা ২০১৪-র। রাশি বিচার করে দেখা যাচ্ছে, প্রফেশনাল ফ্রন্টে এবার ভালই করবেন নবাব। এবছর 'হ্যাপি এন্ডিং', 'হমসকল' এবং 'ফ্যান্টম' রিলিজ় করার কথা। তিনটি ছবিই হিটের সম্ভাবনা প্রবল। প্রথম ছবির প্রযোজক হিসেবেও লাভের মুখ দেখবেন তিনি। তবে অগস্ট মাসের পর থেকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সেফকে একটু সর্তক হতে হবে। নাহলে করিনার সঙ্গে ঝামেলা বাধতে পারে। আর হ্যাঁ, অহেতুক ঝামেলা এড়াতে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তাঁকে।

লিব্রা

রণবীর কপূর

এবছর লিব্রান রণবীর কপূরের ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবন দারুণ কাটবে। ক্যাটরিনার সঙ্গে তাঁর রসায়ন আরও জমাট বাঁধবে। এবছরের শেষে তাঁদের এনগেজমেন্টের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগের বছর 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি', 'বেশরম' রিলিজ় করেছিল। 'ইয়ে জওয়ানি...' হিট করলেও 'বেশরম' চূড়ান্ত ফ্লপ। ২০১৪-তে 'রয়', 'জগ্গা জাসুস' এবং 'বম্বে ভেলভেট' রিলিজ় করার কথা। প্রথম দুটি ছবি বক্স অফিসে ভাল ফল করলেও, রণবীর নজর কাড়বেন 'বম্বে ভেলভেট'-এ।

এনগেজমেন্টটা সেরে ফেলতে পারেন রণবীর

২০১৪ অনুষ্কার কামব্যাকের বছর হতে পারে

টরাস

অনুষ্কা শর্মা

টরাস রাশির অনুষ্কা শর্মার ২০১৩ ভাল কাটেনি। তাঁর একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মটরু কী বিজলি কা মনডোলা' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০১৪তে কিন্তু দারুণভাবে কামব্যাক করতে পারেন অনুষ্কা। এবছর 'পিকে' এবং 'বম্বে ভেলভেট' মুক্তি পাওয়ার কথা। রাশি তত্ত্ব অনুযায়ী, দুটি ছবিই বক্স অফিসে ভাল ফল করবে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোনও সম্পর্কে না জড়ানোই ভাল। কারণ, এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হবে না (বিরাট কোহলি এপিসোড খুব বেশি এগবে না)। এমনিতেই টরাস রাশির মানুষরা ধীর-স্থির হন। অনুষ্কাও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাঁর এই স্বভাবের জন্য অনেক সমস্যা এড়াতে পারবেন। বিভিন্ন বির্তক থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

২০১৪ সালে সেলেবদের অবস্থান খানিকটা বোঝা গেল! বা বলা ভাল, হয়তো এমন হতেও পারে। কিন্তু 'হয়তো' শব্দটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ! শেষে যে কী হবে, তা ভগবান ছাড়া কেউ জানেন না। মায় রাশিচক্রও নয়। তাই অপেক্ষা করেই দেখা যাক না, কার ভাগ্যে কী আছে?
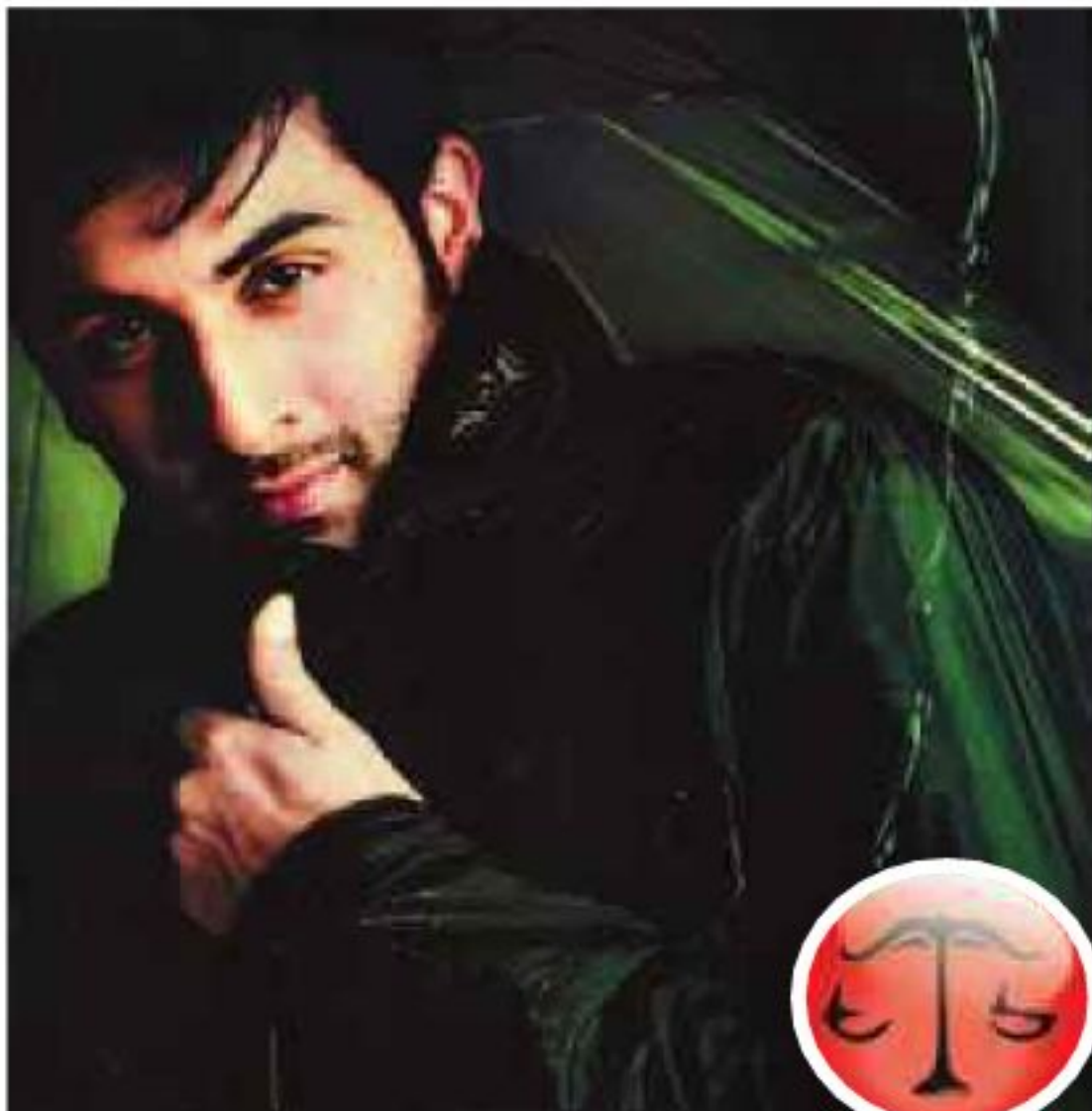
ফেরার রাস্তা বন্ধ?

জাতীয় দলে ফেরার কি সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল বীরেন্দ্র সহবাগের? পরিসংখ্যান তো তাই বলছে। আসলে, জাতীয় দলে ফেরার জন্য এবার রঞ্জি টুর্নামেন্টকেই 'পাখির চোখ' করেছিলেন বীরু। প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন সেভাবেই। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দিল্লি যে শুধু রঞ্জির কোয়াটার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, সহবাগকেও অতলে তলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। গোটা টুর্নামেন্টে মোট ৩৩৪ রান করেছেন বীরু। গড় ১৯ এর আশেপাশে। মজাটা হল, তাঁর এই গড় বোলার আশিস নেহরার চেয়েও কম! আর এটা দেখেই নড়েচড়ে বসেছেন সকলে। দিল্লি দলের প্রধান ব্যাটসম্যানের হাল যদি এই হয়, তা হলে ধোনির দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন হবে কী করে?

বীরেন্দ্র সহবাগ

মেরি ও সুস্মিতা

লড়াই করতে শেখাবে

তাঁর জীবন দেশের মেয়েদের লড়াই করতে শেখাবে। শেখাবে, জীবনে বাঁচতে বা কীভাবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও হার না মানা মনোভাবের অধিকারী হওয়া যায়। নিজের আত্মজীবনী 'আনব্রেকেবল' প্রকাশ অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেছেন মেরি কম। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী এই ভারতীয় বক্সার কিছুদিন আগেই এই বই প্রকাশ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেন। সেখানেই মেরি বলেন, তিনি চান, দেশের মেয়েরা ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও বেশি করে উঠে আসুক। আর তাই নিজের জীবনের লড়াইয়ের কথাই তুলে ধরেছেন তিনি।

কোরে অ্যান্ডারসন
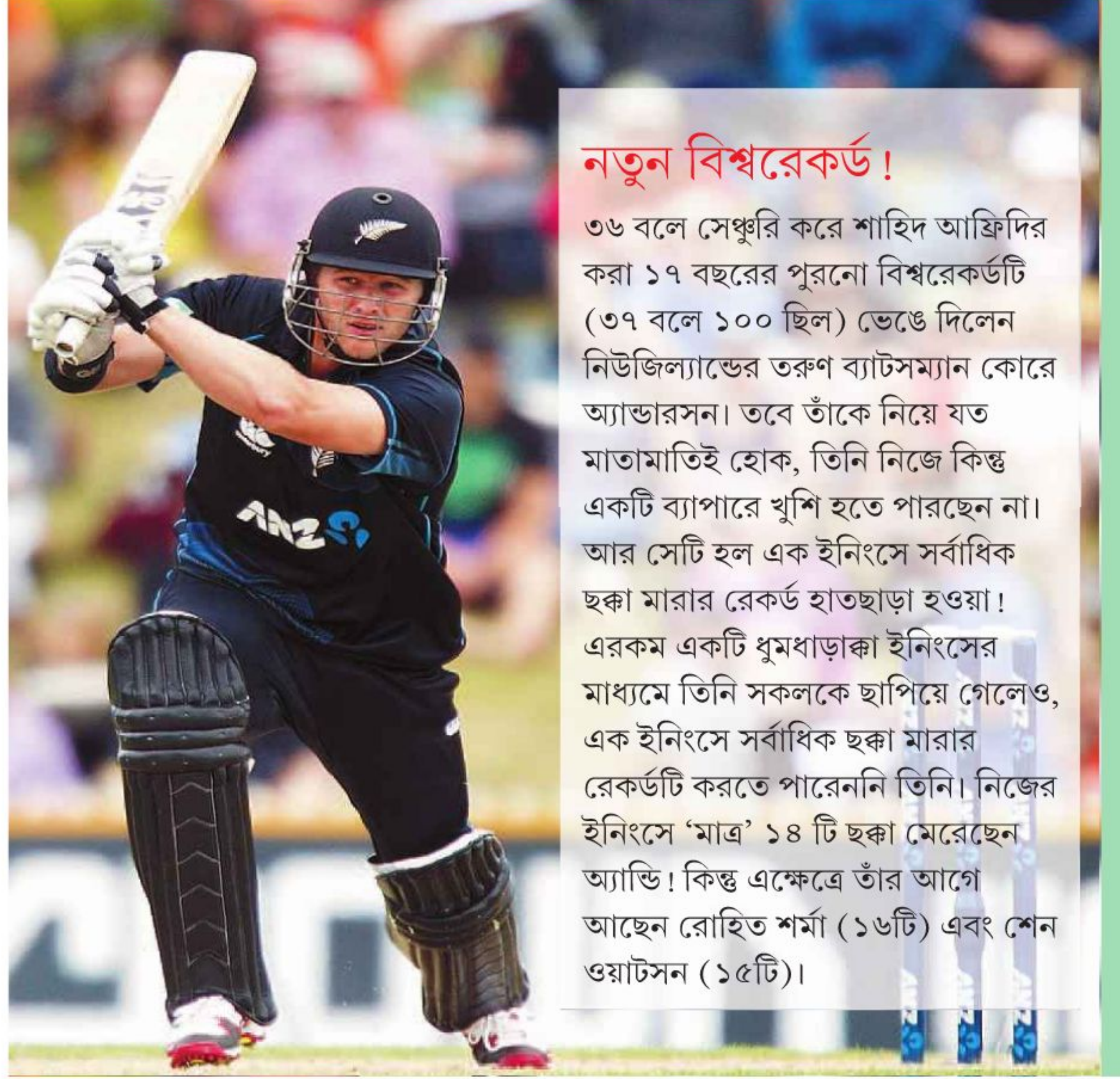
নতুন বিশ্বরেকর্ড!

৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে শাহিদ আফ্রিদির করা ১৭ বছরের পুরনো বিশ্বরেকর্ডটি (৩৭ বলে ১০০ ছিল) ভেঙে দিলেন নিউজিল্যান্ডের তরুণ ব্যাটসম্যান কোরে অ্যান্ডারসন। তবে তাঁকে নিয়ে যত মাতামাতিই হোক, তিনি নিজে কিন্তু একটি ব্যাপারে খুশি হতে পারছেন না। আর সেটি হল এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা মারার রেকর্ড হাতছাড়া হওয়া! এরকম একটি ধুমধাড়াক্কা ইনিংসের মাধ্যমে তিনি সকলকে ছাপিয়ে গেলেও, এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা মারার রেকর্ডটি করতে পারেননি তিনি। নিজের ইনিংসে 'মাত্র' ১৪ টি ছক্কা মেরেছেন অ্যান্ডি! কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর আগে আছেন রোহিত শর্মা (১৬টি) এবং শেন ওয়াটসন (১৫টি)।

> বিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। এর সঙ্গে অন্য কোনও খেলার তুলনাই চলে না: **সুরেশ রায়না**

বাগদান পর্ব

বছরের শুরুটা দুর্দান্তভাবেই করলেন ড্যানিশ টেনিস সুন্দরী ক্যারোলিন ওজ়নিয়াকি এবং আইরিস গল্ফার রোরি ম্যাকলরয়। বছরের শেষভাগে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের পাশাপাশি নিজেদের বাগদানটিও সারলেন তাঁরা। ক্রীড়াজগতের এই হটেস্ট কাপ্‌ল ১ জানুয়ারি টুইটারে এই খবর জানিয়েছেন। রোরি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউন্ডের একটি হিরের আংটি দিয়েছেন ক্যারোলিনকে। একসঙ্গে ডিনার করতে যাওয়ার পর ক্যারোলিনের সামনে নাকি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আংটি পরিয়ে দেন রোরি। ব্যস, ক্যারোলিন 'না' করতে পারেননি!

ক্যারোলিন ওজ়নিয়াকি এবং রোরি ম্যাকলরয়

অপারেশন কেন ?

প্রাকৃতিক উপায়ে অর্শ, ফিশার ও ফিশ্চুলার সমাধান

সমাজে আমরা সাধারণতঃ শরীরের যে সমস্ত অংশের রোগগুলির সম্বন্ধে জানাতে ইতঃস্তত বোধ করি তার কয়েকটি হল অর্শ, ফিশার ও ফিশ্চুলা। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় ভারতবর্ষে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন এই জাতীয় পায়ু ও মলাশয় সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন। তাই এই সমস্যাগুলির কারণ ও তাঁর সম্ভাব্য সমাধান আমাদের জানা প্রয়োজন।

অর্শ (Piles) : অর্শ হল মলাশয় বা পায়ুদ্বারের শিরাসমূহের স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত অবস্থা। এটি প্রধানতঃ দুই প্রকার - বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক অর্শের ক্ষেত্রে রক্তপাত হয় না কিন্তু অসহনীয় যন্ত্রণা হয় আবার অভ্যন্তরীণ অর্শে যন্ত্রণা না থাকলেও কালচে লাল বর্ণের গাঢ় রক্তপাত দেখা যায়। অর্শের বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন - দীর্ঘকাল ব্যাপী কোষ্ঠ-কাঠিন্য, অন্ত্রের ব্যাধি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা, স্থূলতা, উদ্বেগ, বংশগত কারণসমূহ, আমাশয়, গর্ভাবস্থায় হরমোনের মাত্রার তারতম্য, বেশি শারিরীক ব্যায়াম, বৃদ্ধাবস্থায় প্রস্টেটের সমস্যা, কম ফাইবারযুক্ত খাদ্য, দীর্ঘদিন অতিসারে আক্রান্ত, ক্যানসার ইত্যাদি। এর অন্যান্য উপসর্গগুলি হল - চুলকানি, পায়ুদ্বারে মাংসপিন্ডের উৎপত্তি ইত্যাদি।

ফিশার (Fissure) : মলাশয়ের নালির মধ্যে ফাটলকে ফিশার বলা হয়। উজ্জ্বল লাল রক্তক্ষরণ ফিশারের অন্যতম লক্ষণ। এই অবস্থায় মলত্যাগের পরে তীব্র ব্যাথার অনুভূতি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপে পায়ুর মিউকোসা স্তর ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে ফিশার সৃষ্টি হয়। অগভীর ফাটল নিজে থেকে সেরে গেলেও কিছু দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর ফাটল আপনা আপনি ভালো হয় না। বৃদ্ধাবস্থায় পায়ু অঞ্চলে কম রক্ত প্রবাহের কারণে ফিশার দেখা দিতে পারে। ফিশারের উপসর্গগুলি হল - মলত্যাগের সময়ে বা পরে জ্বালাময় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্তপাত, চুলকানি বা পায়ুদ্বার থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থের নিঃসরণ।
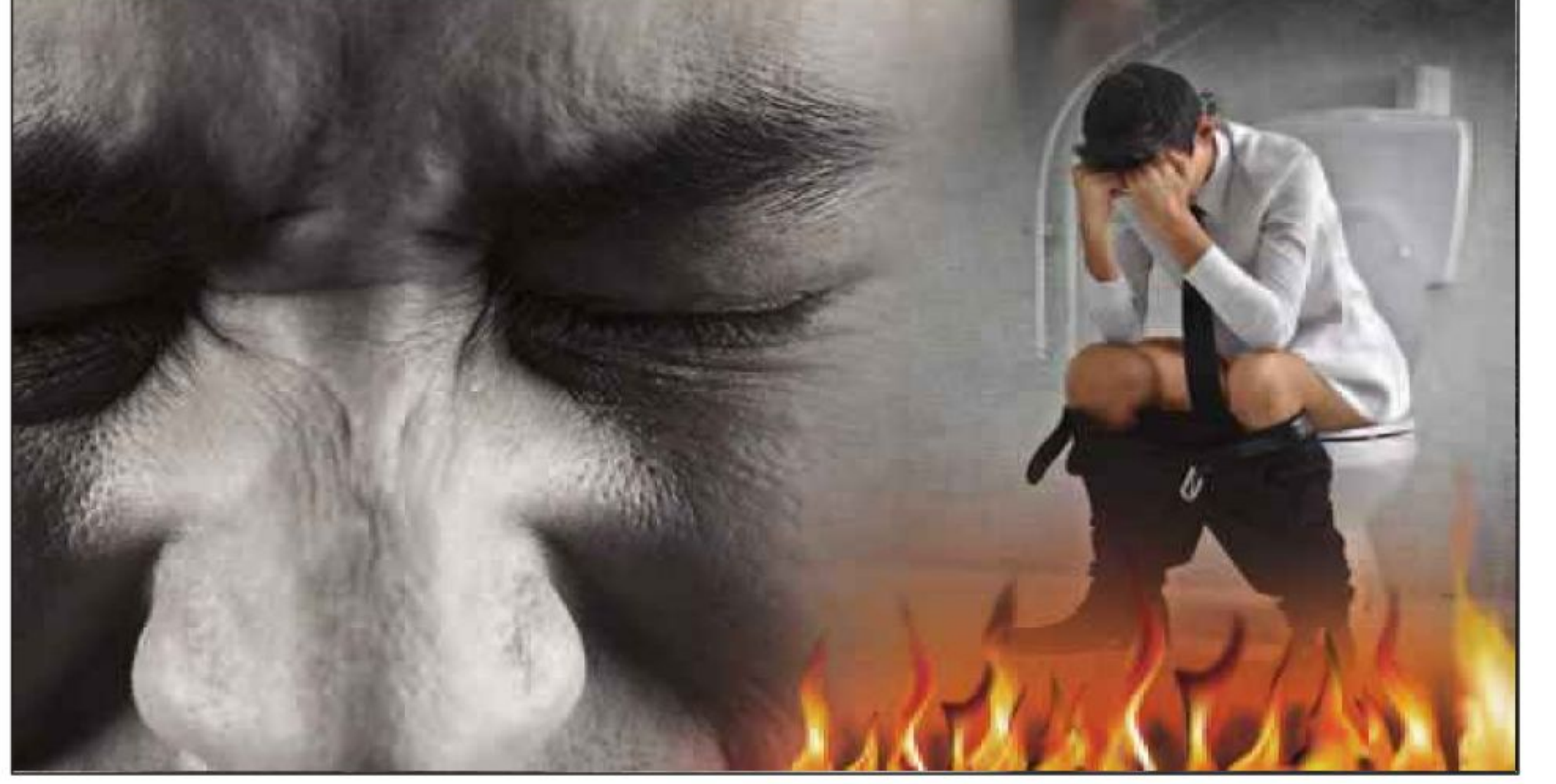
ফিশ্চুলা (Fistula) : শরীরের অভ্যন্তরে ছোট সুড়ঙ্গের মতো গর্তের সৃষ্টি হওয়াকে ফিশ্চুলা বলা হয়। দেহের বিভিন্ন স্থানেই এটা হতে পারে। পায়ুদ্বারের বাইরের ত্বক থেকে ভিতরের মলাশয়ের প্রাচীর অবধি বিস্তৃত সুড়ঙ্গের মতো যখন সৃষ্টি হয় তখন তাকে ভগন্দর বা ফিশ্চুলা নামে অভিহিত করা হয়। এটি সাধারণতঃ পায়ুদ্বারের নিকট পায়ুনালীর মধ্যে সংক্রমিত তরলপূর্ণ ফোঁড়ার মতো অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়। ফিশ্চুলা সেরে গেলেও গর্তের মতো আকারটি থেকে যায়। প্রদাহযুক্ত আন্ত্রিক ব্যাধি যেমন ডাইভার্টিকুলাইটিস (diverticulitis), কোলাইটিস (colitis) এবং ক্রন ব্যাধির (Crohn's disease) ক্ষেত্রে এই প্রকার ফিশ্চুলা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যন্ত্রণা, ফোলাভাব ইত্যাদি অ্যানাল অ্যাবসেস্ বা ফিশ্চুলার প্রধান উপসর্গ। ঐ স্থান থেকে নিঃসৃত পুঁজ বা তরল আশেপাশের ত্বকে চুলকানির সৃষ্টি করতে পারে।

ন্যাচরোভেদিক সমাধান : সাধারণভাবে লোকে বিশ্বাস করে অর্শ, ফিশার বা ফিশ্চুলা হলে অপারেশন বা অস্ত্রোপচারই সমস্যা থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায়। কিন্তু অস্ত্রোপচার দ্বারা ঐ স্থানকে পূর্বের মতো গঠন করার চেষ্টা করা হলেও এর অন্যান্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া যন্ত্রণাদায়ক অপারেশনের ক্ষেত্রে কর্মজীবন বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার কথা অস্বীকার করা যায় না। বহুক্ষেত্রে অর্শ, ফিশার ও ফিশ্চুলা পুনর্বার হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় থাকে। সুতরাং আকাঙ্খিত আরোগ্যলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও যোগের বিরল সমন্বয়ে উদ্ভুত ন্যাচরোভেদিক চিকিৎসার সাহায্যে অর্শ, ফিশার ও ফিশ্চুলার মূল কারণগুলি দূরীকরণের মাধ্যমে আরোগ্য প্রদান সম্ভব। এই সকল প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি পুরোপুরি নিরাপদ ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীন। এ ক্ষেত্রে অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের কোনও প্রয়োজনই হয় না।

An ISO 9001 : 2008 Certified Organisation

WINNER OF HAKIM AJMAL KHAN GLOBAL AWARD FOR THE BEST AYURVEDIC & UNANI CLINIC

অর্শ, ফিশার ও ফিশ্চুলার বিষয়ে বিস্তৃত জানতে আপনি **033-40401212, 033-66076666, 033-22571661/62** নম্বরে ফোন করুন অথবা **ন্যাচরোভেদা হেল্থ ওয়ার্ল্ডের** যে কোনও ক্লিনিকে যোগাযোগ করতে পারেন।

E-mail : patientcare@naturoveda.com • Follow us on : www.facebook.com/naturoveda • **Website :** www.naturoveda.com
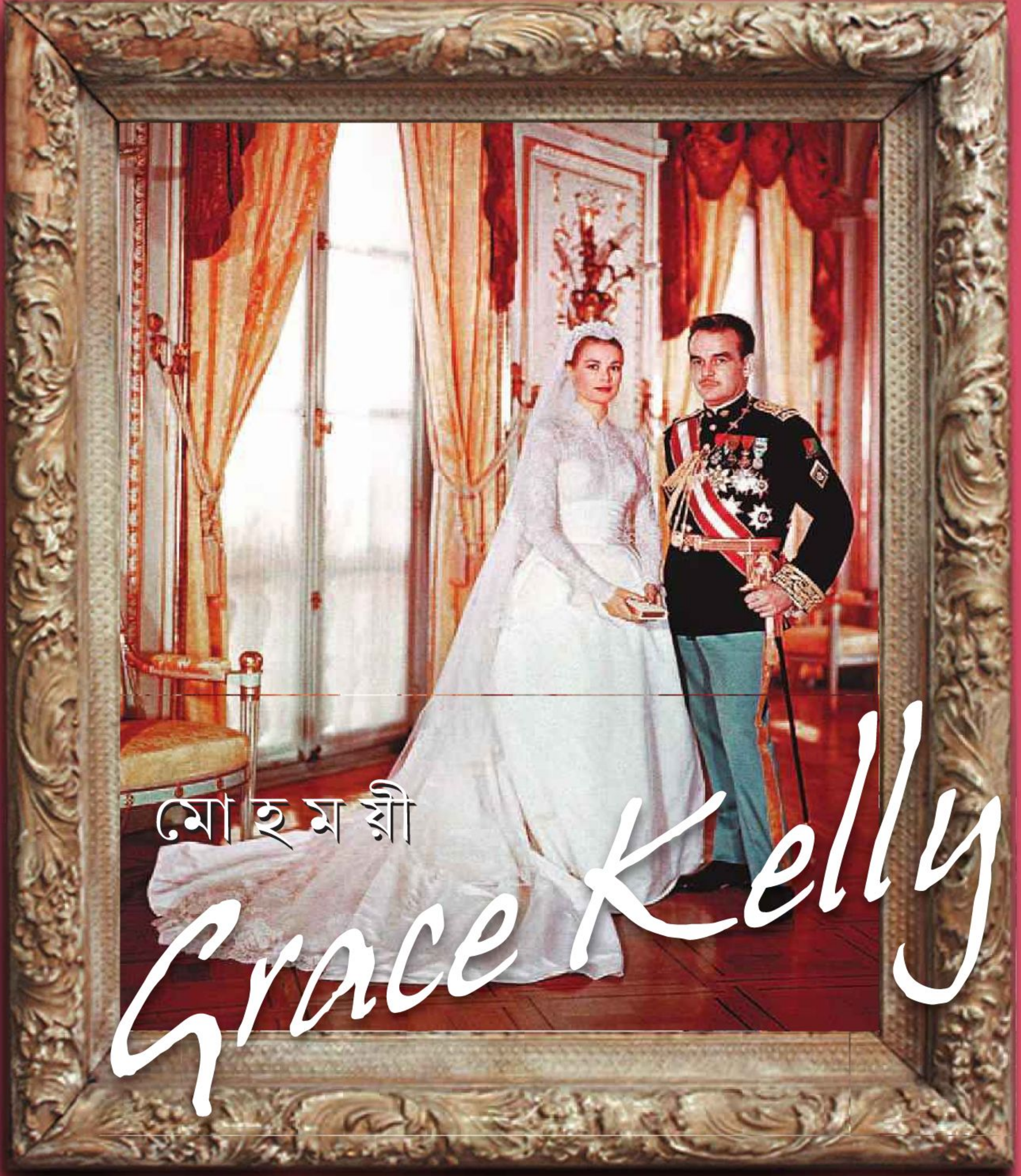
১৯৫৬ সালে 'হাই সোসাইটি' দিয়ে শেষ হয় গ্রেস কেলির হলিউড কেরিয়ার! MGM-এর সঙ্গে চুক্তিতে ইতি টেনে তিনি পাড়ি দেন মোনাকোর উদ্দেশে। প্রিন্স রেনিয়েকে বিয়ে করে ফিলাডেলফিয়ার 'সাধারণ' গ্রেস হয়ে উঠলেন প্রিন্সেস গ্রেস! তাঁকে নিয়ে ধারাবাহিকের **অষ্টম কিস্তি** এই সংখ্যায়। লিখছেন পরমা সেন

১৯৫৫ সালের শীতে গ্রেস কেলির সঙ্গে নিজের বিয়েটি পাকা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন প্রিন্স রেনিয়ে! কারণ, বিয়েটি না হলে তাঁর পক্ষে 'বাবা' হওয়া সম্ভব নয়। আর এটি হতে তখন আর বছরদু'য়েকের বেশি দেরি হলেই, ১৯১৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী মোনাকো মিশে যেত ফ্রান্সের সঙ্গে! নিন্দুকে বলে, রেনিয়ের পরামর্শদাতা ফাদার টাকার নাকি আরও এই কারণেই চেয়েছিলেন যে, রেনিয়ে-গ্রেসের বিয়েটি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হোক।
যাই হোক, ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে নিজের পরিবারের সঙ্গে মোনাকোয় উপস্থিত হন গ্রেস। আর তখন থেকেই শুরু হয় 'গ্রেস কেলি'র 'প্রিন্সেস গ্রেস অফ মোনাকো'য় রূপান্তরিত হওয়ার শিক্ষাপ্রণালী! শুধু রাজকীয় ওঠাবসা, আদবকায়দাই নয়, গ্রেসকে বেশ কয়েকটি পরীক্ষাও দিতে হয়েছিল! যেমন, তিনি 'কুমারী' কিনা, সন্তানধারণে সক্ষম কিনা...প্রথমটির ফলাফল নিয়ে গ্রেস খুব চিন্তিত ছিলেন (কারণ, বলা বাহুল্য, তিনি মোটেও 'কুমারী' ছিলেন না) আর রেনিয়ে চিন্তিত ছিলেন দ্বিতীয়টির ফল নিয়ে। কারণ, এটিতে গ্রেস উত্তীর্ণ হতে না পারলে বিয়েটাই আটকে যেত! পরীক্ষার পর আসে গ্রেসের কেরিয়ারের 'ভবিষ্যৎ' নির্ধারণের পালা। রেনিয়ে গোড়া থেকেই স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী, মোনাকোর প্রিন্সেস, পর্দায় অন্য পুরুষের সঙ্গে রোম্যান্স করবেন, তা তিনি মোটেও মেনে নেবেন না! গ্রেস ভেবেছিলেন, যে করেই হোক, রেনিয়েকে মানিয়ে ফেলবেন এবং মোনাকো ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে ছোটাছুটি করে কেরিয়ারটি বাঁচিয়ে রাখবেন।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। রেনিয়ের ইচ্ছে অনুযায়ী হলিউডের সঙ্গে গ্রেসের সম্পর্কচ্ছেদ করতেই হয়। 'হাই সোসাইটি' ছিল তাঁর শেষ ফিল্ম। বিং ক্রসবি ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার বিপরীতে এই ছবিটির শুটিং শেষ করেই মোনাকো পৌঁছেছিলেন গ্রেস। ছবিটি অবশ্য মুক্তি পেয়েছিল গ্রেসের বিয়ের মাসতিনেক পর। পুরো ছবিতে বাঁ হাতের অনামিকায় রেনিয়ের দেওয়া কার্তিয়ের ১০.৪৭ ক্যারাটের হিরের আংটিটি পরেই শুট করেছিলেন গ্রেস। 'হাই সোসাইটি' অত্যন্ত মাঝারি মানের ছবি ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রেসের উচিত ছিল 'টু ক্যাচ আ থিফ' দিয়েই নিজের ফিল্ম কেরিয়ারের যবনিকা টানা। কারণ, 'হাই সোসাইটি'তে তাঁর অভিনয় মোটেও মনে রাখার মতো ছিল না। আসলে MGM-এর সঙ্গে সাত বছরের চুক্তির জন্যই মূলত 'হাই সোসাইটি' করতে বাধ্য হয়েছিলেন গ্রেস। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে তখনও প্রায় বছরচারেক বাকি। গ্রেসের মতো নামজাদা অভিনেত্রীকে ছেড়ে দেওয়া মানে, MGM-এর রীতিমতো ক্ষতি হওয়া। 'হাই সোসাইটি'র পর জিমি স্টুয়ার্টের বিপরীতে 'ডিজ়াইনিং উইমেন'-এর কাজও শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেটিও তখন বিশ বাঁও জলে! তাই 'হাই সোসাইটি'র কাজটা অন্তত গ্রেস শেষ করুন, এমনটাই চেয়েছিল সংস্থাটি। অবশ্য অন্য একটি দিক থেকে যথেষ্ট লাভবানও হয়েছিল তারা। গ্রেস-রেনিয়ের বিয়ের এক্সক্লুসিভ ফিল্মিং রাইটস তাদের ঝুলিতেই ঢুকেছিল। তা-ও আবার বিনা পয়সায়! প্রাক্তন মনিবের দেনা এভাবেই মেটাতে চেয়েছিলেন হবু প্রিন্সেস! আরও একটি শর্তে গ্রেসের কন্ট্র্যাক্ট রদ করতে রাজি হয়েছিল MGM। সেটি হল, গ্রেস যদি কোনওদিন ফিল্মে কামব্যাক করার কথা ভাবেন, তা হলে সেটি MGM-এর ব্যানারেই হবে!

গ্রেসের মা মার্গারেট চেয়েছিলেন মেয়ের বিয়ে হোক ফিলাডেলফিয়াতেই। কারণ, তা হলে রাজকীয় জাঁকজমকটা পড়শিদের 'দেখাতে' বেশি সুবিধে হত তাঁর। কিন্তু সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে রেনিয়ের মা প্রিন্সেস শার্লট স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, একমাত্র ছেলের বিয়ে মোনাকোতেই হবে, অন্য কোথাও নয়। রেনিয়ের পরিবার কোনওদিনই খোলা মনে মেনে নেননি মার্কিন কেলিদের। না নেওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক! 'রাজকীয়' দূর স্থান, কেলিরা কোনওদিনই সঠিক অর্থে 'অভিজাত' পর্যন্ত ছিলেন না। প্রচারের আলোর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল মূলত গ্রেসের সূত্রেই। কিন্তু তাঁদের নাকউঁচুপনা ছিল ষোলো আনার উপর আঠেরো আনা! মোনাকো পৌঁছেই সবকিছু নিয়ে খুঁত ধরতে শুরু করে দিয়েছিলেন মার্গারেট। আর রাজকীয় আদবকায়দার কড়াকড়ি নিয়ে হাসাহাসি করতে শুরু করেছিল পুরো কেলি পরিবার। স্বাভাবিক ভাবেই তা গ্রেসের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। একেই বেচারি তখন ব্যস্ত রেনিয়ের বাবা-মা-বোনের মন জয় করতে! তার উপর

মেয়েকে নিয়ে চার্চের পথে এগোচ্ছেন জন কেলি
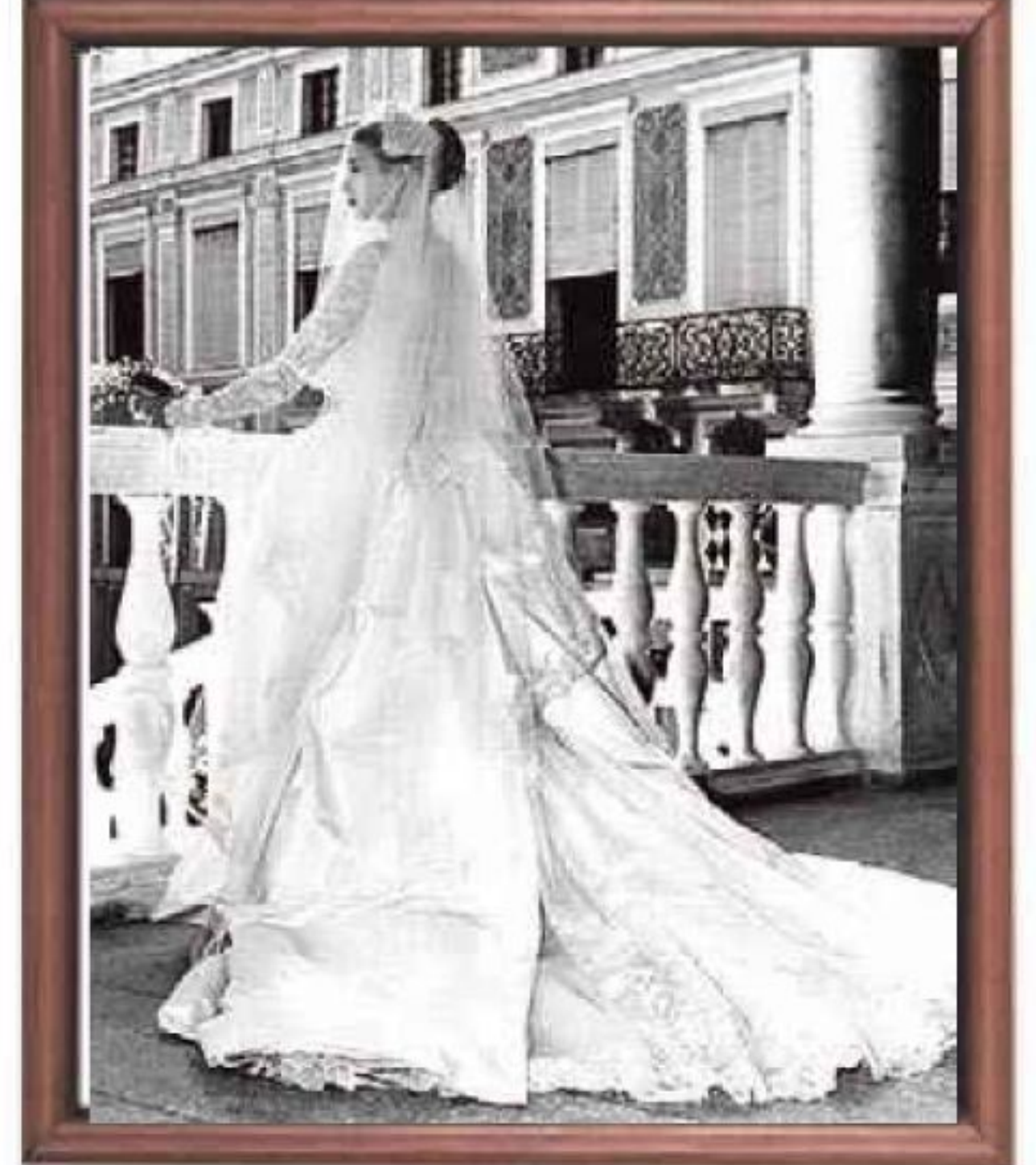
মোনাকোর সেন্ট নিকোলাস ক্যাথিড্রালে গ্রেস-রেনিয়ে
বিয়ের আগে মোনাকোর প্রাসাদে অপেক্ষারত গ্রেস

শুধু রাজকীয় ওঠাবসা, আদবকায়দাই নয়, গ্রেসকে বেশ কয়েকটি পরীক্ষাও দিতে হয়েছিল! যেমন, তিনি 'কুমারী' কিনা, সন্তানধারণে সক্ষম কিনা...ইত্যাদি

বিয়ের আংটিটি গ্রেসের আঙুলে পরানোর সময় নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন রেনিয়ে! গ্রেসই নাকি তখন স্বামীকে সাহায্য করেন

কেলি পরিবারের বিড়ম্বনা...রেনিয়ের বাবা প্রিন্স পিয়ের গোড়া থেকেই পছন্দ করে ফেলেছিলেন হবু পুত্রবধূকে। কিন্তু তাঁর মা প্রিন্সেস শার্লট এবং বোন প্রিন্সেস আঁতোয়ানেত একেবারেই মানতে পারেননি রেনিয়ের এই মার্কিন পছন্দটিকে! তা ছাড়া মার্কিন সুন্দরীদের সম্পর্কে মোনাকোর রাজ পরিবারের ধারণা কোনওদিনই ভাল ছিল না। রেনিয়ের প্রপিতামহও এক মার্কিন সুন্দরী অ্যালিস হাইনকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের ১১ বছর পর মোনাকোর জীবনযাত্রা বেশ কঠিন, এই মন্তব্য করে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁদের। ওদিকে আঁতোয়ানেতের মন জয় করার জন্য আমেরিকা থেকে তাঁর জন্য একটি ড্রেস এনেছিলেন গ্রেস। বলা বাহুল্য, সেটি রেনিয়ের বোনের একেবারেই পছন্দ হয়নি। গ্রেস তাঁকে নিজের মেড অফ অনার হতেও অনুরোধ করেছিলেন। সেটিকেও যথেষ্ট 'গায়ে পড়া' বলে মনে হয়েছিল আঁতোয়ানেতের! ইতিহাস এবং কেলিদের বর্তমান ব্যবহার, এই দু'টি কথা মাথায় রেখে গ্রেসের সঙ্গে চিরকাল শীতল ব্যবহারই করে গিয়েছেন শার্লট-আঁতোয়ানেত।

অবশ্য মোনাকোর জনতা প্রথম থেকেই গ্রেসকে সাদরে মেনে নিয়েছিল। একে গ্রেস সুন্দরী, তার উপর তাঁর মিষ্টি ব্যবহার, প্রথম থেকেই 'পিপল্স প্রিন্সেস' হয়ে ওঠার চেষ্টা...সবকিছু তাঁকে মোনাকোয় পা দেওয়ার দিনটি থেকেই জনতার নয়নের মণি করে দিয়েছিল! বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অন্য রাজ পরিবারগুলিও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হলিউড ও রয়্যালটির এই গাঁটছড়াকে মেনে নিয়েছিলেন। গ্রেস মোনাকো পৌঁছনোর আগেই রাজপ্রাসাদ ভরে উঠছিল নানা উপহার সামগ্রীতে! তার মধ্যে যেমন সোনা-হিরের গয়না ছিল, তেমনই ছিল রোলস রয়েসের মতো গাড়ি, এমনকী ইয়টও! ধনকুবের অ্যারিস্টটল ওনাসিস বন্ধু রেনিয়েকে উপহার দেন একটি ১৪৭ ফুটের লাক্সারি ইয়ট 'দিও জুভান্তে!' অন্যদিকে MGM-এর ডিজ়াইনার হেলেন রোজ় তৈরি করতে শুরু করেছিলেন গ্রেসের ওয়েডিং গাউনটি। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছ' সপ্তাহ ধরে ৩৬ জন মহিলা দরজির একটি দল ২৫ গজ টাফেটা সিল্ক, ১০০ গজ সিল্ক নেট, অ্যান্টিক রোজ় লেস এবং মুক্তো দিয়ে তৈরি করে ওয়েডিং গাউনটি। রোমান ক্যাথলিক ওয়েডিংয়ে যে প্রেয়ার বুকটি ব্যবহার করবেন গ্রেস, সেটিতেও তাঁর গাউনের সঙ্গে ম্যাচ করে মুক্তো ও লেসের ঝালর লাগানো হয়েছিল! এই ওয়েডিং গাউনটি গ্রেসকে উপহার হিসেবে দেয় MGM স্টুডিয়ো। বিয়ের পর গ্রেসের নতুন ওয়র্ডরোবের দায়িত্বেও ছিলেন হেলেনই। মোট ১৮টি বড় সুটকেস বোঝাই পোশাক নিয়ে মোনাকো পৌঁছেছিলেন হবু প্রিন্সেস! অন্যদিকে নিজের মিলিটারি ইউনিফর্মটি রেনিয়ে নিজেই ডিজ়াইন করেছিলেন!

ছ' সপ্তাহ ধরে ৩৬ জন মহিলা দরজির একটি দল ২৫ গজ টাফেটা সিল্ক, ১০০ গজ সিল্ক নেট, অ্যান্টিক রোজ় লেস এবং মুক্তো দিয়ে তৈরি করে গ্রেসের ওয়েডিং গাউন! তাঁর প্রেয়ার বুকেও মুক্তো ও লেসের ঝালর লাগানো হয়েছিল!

১৮ এবং ১৯ এপ্রিল ১৯৫৬ সালে প্রিন্স রেনিয়ে দ্য থার্ডকে অফিশিয়ালি বিয়ে করেন গ্রেস কেলি। দু'টি দিন, কারণ, আসলে দু' বার 'বিয়ে' হয়েছিল তাঁদের। মোনাকোর নেপোলিয়নিক কোড অনুযায়ী একবার ও রোমান ক্যাথলিক মতে আরও একবার। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮ এপ্রিল, মোনাকোর রাজপ্রাসাদের থ্রোন রুমে,

বিশিষ্ট কিছু অতিথি ও দুই পরিবারের উপস্থিতিতে। এর পরেই গ্রেসের নাম পরিবর্তিত হয়। তখন থেকে তাঁর অফিশিয়াল টাইটেল হয়, হার সিরিন হাইনেস প্রিন্সেস গ্রেসিয়া প্যাট্রিসিয়া অফ মোনাকো। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় ১৯ এপ্রিল, মন্টে কার্লোর সেন্ট নিকোলাস ক্যাথিড্রালে। ৬০০ জন অতিথির সামনে রেনিয়েকে স্বামী হিসেবে মেনে নেন গ্রেস। তাঁর মেড অফ অনার ছিলেন দিদি পেগি। বিভিন্ন দেশের রাজ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আভা গার্ডনার, ক্যারি গ্রান্টের মতো হলিউডি তারকারাও। তবে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ। অনুষ্ঠানে বড় বেশি ফিল্মস্টারদের উপস্থিতিই নাকি তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ছিল!

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর একটি ওপেন টপ রোল্‌স রয়েস কনভার্টিব্‌ল-এ (এই গাড়িটি মোনাকোবাসীরা উপহার দিয়েছিলেন তাঁদের প্রিন্স-প্রিন্সেসকে) চড়ে মোনাকোর রাজ প্রাসাদের দিকে রওনা দেন নব বিবাহিত রাজ দম্পতি। পথে অসংখ্য মানুষ জমা হয়েছিল তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে। ওদিকে বিয়ের পুরো অনুষ্ঠান ফিল্মবন্দি করেন MGM স্টুডিয়োর ক্যামেরাম্যানরা। 'দ্য ওয়েডিং অফ মোনাকো' বলে পরে সেটি সিনেমা হলে প্রদর্শিতও হয়েছিল! এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পুরোটাই সমাজসেবার কাজে ব্যয় করেছিলেন এই রাজ দম্পতি। মোনাকোর প্রাসাদের কোর্ট রুমে ওয়েডিং লাঞ্চে প্রায় ৭০০ জন অতিথিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রথা অনুযায়ী, ছ'তলা ওয়েডিং কেকটি রেনিয়ের রাজ তরবারি দিয়ে কেটে লাঞ্চের সূচনা করেন গ্রেস। প্রিন্স-প্রিন্সেসের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাওয়া সারেন কেলি পরিবার। লাঞ্চের পর রাজ প্রাসাদের ব্যালকনি থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে হাতও নাড়েন গ্রেস ও রেনিয়ে। আর রাতে এই বিয়ের খুশিতে মোনাকোর আকাশ ঝলসে ওঠে আতসবাজির আলোয়। পরদিনই বিয়েতে উপহার পাওয়া ইয়টে চড়ে হনিমুনে বেরিয়ে পড়েন গ্রেস ও রেনিয়ে।

এই হনিমুন থেকে ফেরার পরই প্রকৃত অর্থে শুরু হয় গ্রেসের জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়টি। রোম্যান্স থেকে শুরু করে বিয়ে-হনিমুন, পুরো সময়টা প্রায় স্বপ্নের মতো কেটেছিল তাঁর। মুভি স্টার তো তিনি ছিলেনই, প্রচারের আলোর সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর অনেকদিন ধরেই ছিল। কিন্তু একটি দেশের (হোক না সে মাত্র ৩০,০০০ বাসিন্দার, বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ) সর্বেসর্বা হওয়া, কোনও একটি রাজপরিবারের সদস্যা হওয়া যে রাতারাতি কোনও 'সাধারণ'কে কতটা 'অসাধারণ' করে দেয়, তা গ্রেস তখন বুঝতেও পারেননি। আর কে না জানে, উইথ গ্রেট পাওয়ার, কামস গ্রেট রেসপনসিবিলিটিজ়! ২৬ বছর বয়সি এই মার্কিন সুন্দরীর বয়সটি যেন কর্তব্যের ধাক্কায় হঠাৎই বেড়ে গেল! কাল অবধি তিনি ছিলেন গ্রেস কেলি, আজ তিনি হার সিরিন হাইনেস! কাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুভি স্টার, আজ তিনি রাজকুমারী! তাঁর জীবন যে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে তা গ্রেস বুঝতে একটু সময় নিয়েছিলেন। আসলে বিয়ের আগে বেচারি মোনাকোতে এসেছিলেন মাত্র একবার! প্রিন্স রেনিয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল মাত্র দু'বার। ফলে এই ছোট্ট দেশটি, সেখানকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রিন্সেস হিসেবে তাঁর কর্তব্য, সর্বোপরি মানুষ হিসেবে রেনিয়েকে চেনা... সবকিছু ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই গ্রেস বুঝতে পারেন যে তিনি সন্তানসম্ভবা!

ব্যস, জীবন আরও কঠিন হয়ে গেল গ্রেসের জন্য। অবশ্য বিনা লড়াইয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী ছিলেন না তিনি। মা মার্গারেটের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাই প্রথম সন্তানের জন্ম তিনি মোনাকোতেই দেবেন বলে ঠিক করেন। এই

বিয়ের অনুষ্ঠান ফিল্মবন্দি করেন MGM স্টুডিয়োর ক্যামেরাম্যানরা। 'দ্য ওয়েডিং অফ মোনাকো' বলে পরে সেটি সিনেমা হলে প্রদর্শিতও হয়েছিল! এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সমাজসেবায় ব্যয় করেছিলেন রাজ দম্পতি
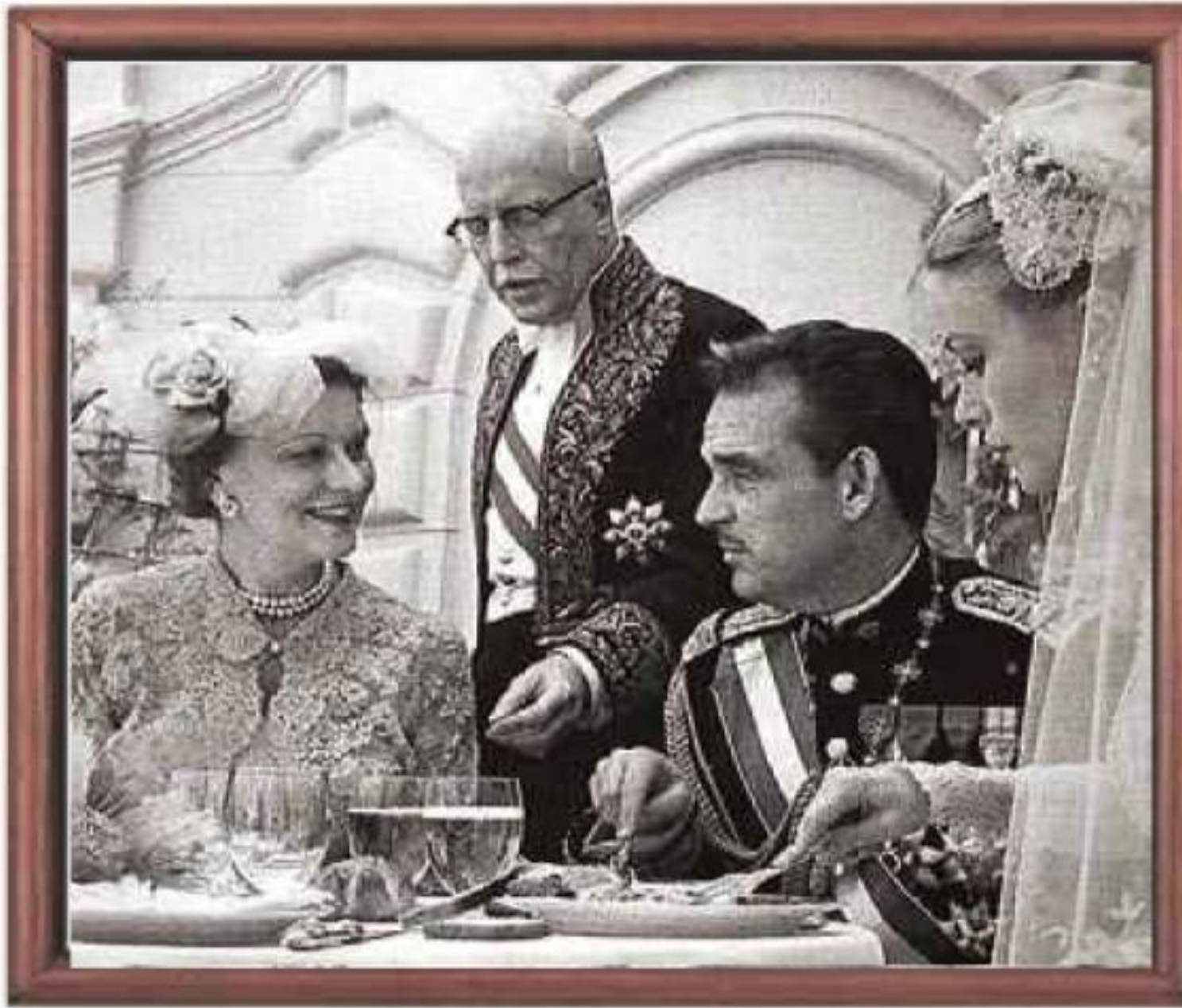
বিয়ের পর লাঞ্চে মার্গারেট কেলি, রেনিয়ে ও গ্রেস
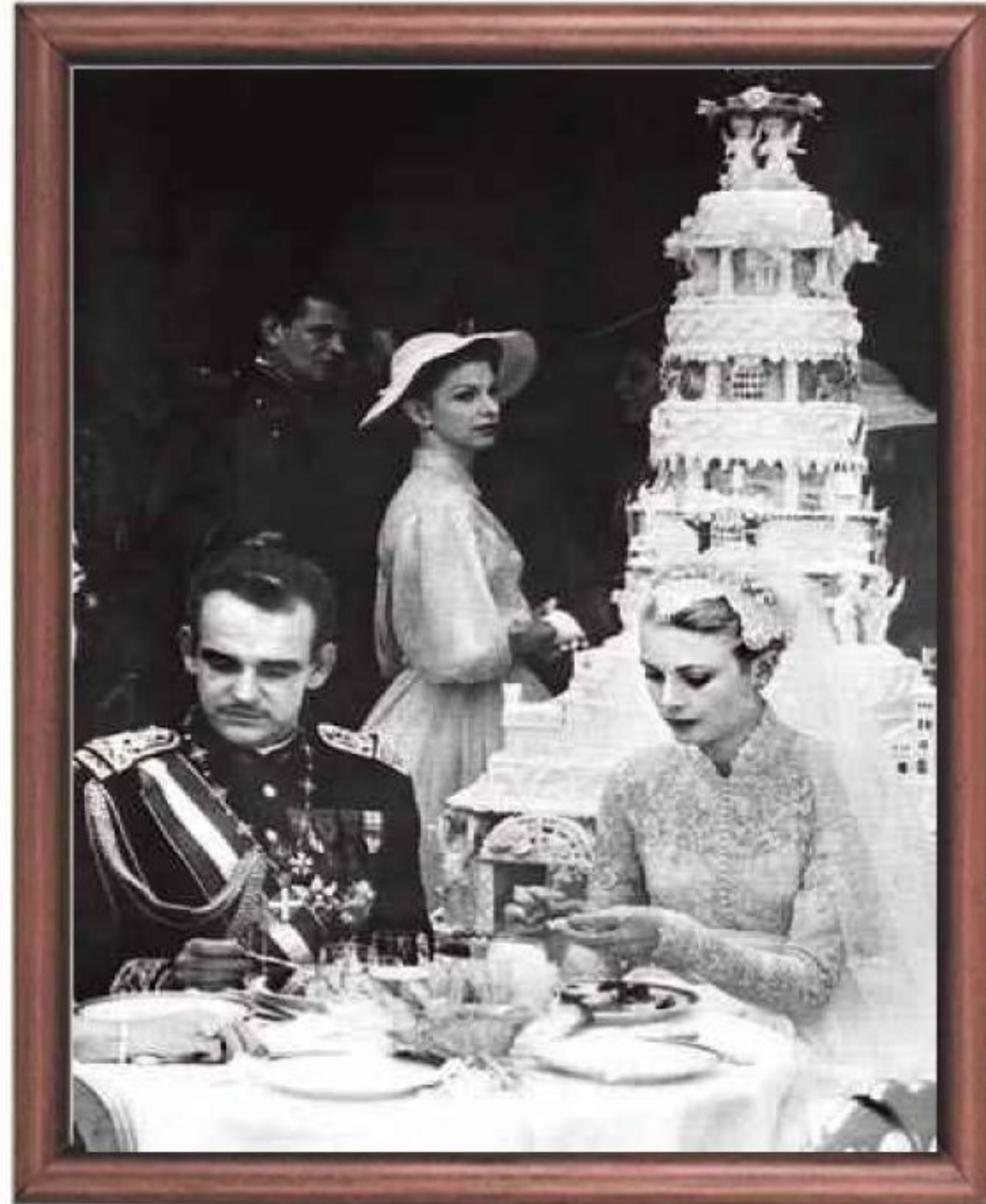
ওয়েডিং কেকটি রেনিয়ের তরবারি দিয়ে কেটেছিলেন গ্রেস

সময় স্বামীকেও খুব একটা কাছে পাননি গ্রেস। কারণ, বিভিন্ন রাজ কর্তব্য পালনের জন্য রেনিয়েকে বেশিরভাগ সময়টা দেশের বাইরেই থাকতে হত। অন্যদিকে প্রাসাদেও গ্রেসের 'বন্ধু' বলতে কেউ ছিলেন না। ফলে প্রায় নির্বান্ধব অবস্থাতেই একটি নতুন দেশে জীবনের অন্যতম কঠিন সময়টা পার করতে হয়েছিল তাঁকে! বছরখানেক আগে পর্যন্ত ফিল্ম অ্যাসাইনমেন্টে যাঁর ডায়েরির প্রতিটি পৃষ্ঠা প্রায় পূর্ণ থাকত, সেই গ্রেস এই সময়টা নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য মোনাকোর প্রাসাদ রেনোভেশনের কাজে এবং অনাগত সন্তানের জন্য নার্সারি তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!

১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি জন্ম হয় গ্রেস-রেনিয়ের প্রথম সন্তান প্রিন্সেস ক্যারোলিনের! এদিকে মোনাকোয় তখন উৎসব চলছে। একে রাজকুমারীর জন্ম, অন্যদিকে ক্যারোলিনের জন্মের মাধ্যমে মোনাকোর সার্বভৌমত্ব রক্ষা...দু'য়ে মিলে মোনাকোবাসী তখন খুবই খুশি। এই আনন্দ আরও বাড়ে, যখন তার পরের বছর, মানে, ১৯৫৮ সালের ১৪ মার্চ জন্ম হয় প্রিন্স অ্যালবার্টের। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে অফিশিয়াল পোর্ট্রেটে গ্রেস-রেনিয়েকে তখন রূপকথার 'হ্যাপিলি এভার আফটার' কাপল বলেই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু সমস্যা হল, রূপকথা যে বাস্তবে ঘটে না...

ক্রমশ...

আসছে সেভেন সিজ় প্রোডাকশন নিবেদিত পান্না হোসেন পরিচালিত জমজমাট অ্যাকশন প্যাকড থ্রিলার

কার্তুজ়: ভিন্ন স্বাদের ছবি

ভারত, নিউ ইয়র্ক এবং দুবাইতে হবে 'কার্তুজ়'-এর প্রিমিয়ার। ছবির প্রযোজক গোগো জানিয়েছেন, এই ছবিতে অনেক কিছু নতুন পাবেন দর্শকরা। শুধু জমজমাট গল্প এবং অভিনয়ই নয়, 'কার্তুজ়'-এ ব্যবহার করা হয়েছে এম এম এ (মিক্সড মার্শাল আর্ট ফর্ম) ধারা, যা বাংলা ছবিতে প্রথমবার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে!

কার্তুজ়:

পাহাড় ঘেরা ছোট্ট শহর নামরিং। এই শহরটাকে কন্ট্রোল করে একজন ড্রাগ মাফিয়া হাবুল ঘোষ। এই শহরেই একদিন এসে হাজির হয় দু'জন তরুণ, কবীর খান এবং রকি। কবীর আসে ড্রাগ মাফিয়া হাবুল ঘোষের সঙ্গে একটা পুরনো বোঝাপড়া করতে। কবীর এক সময় হাবুলের সঙ্গেই কাজকর্ম করত। কিন্তু কবীরের প্রেমিকা জেবা, হাবুলের গুলিতেই খুন হওয়ার পর তাঁরা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বিনা অপরাধে জেল খাটছিল কবীর। কিন্তু হাবুল এবং তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্যই জেল ভেঙে এই শহরে হাজির হয় সে। এদিকে রকি একজন মিউজ়িশিয়ান। ছোট্ট এই পাহাড়ি শহরের অসংখ্য পানশালাতে সে গায়কের চাকরি করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মজার ব্যাপারটা হল, এই দু'জনের পোশাক একই রকম। কালো জ্যাকেট, কালো জিনস এবং গিটারের কালো কেস হাতে দু'জনকেই শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু কবীরের গিটারের বাক্সে ভর্তি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর রকির বাক্সে শুধুই গিটার।

এরমধ্যেই একদিন ব্লু মুন নামে একটি হোটেলে ঢুকে কবীর, হাবুল ঘোষের পাঁচজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলে। যদিও হোটেলের একজন এই হত্যালীলার মধ্যেও বেঁচে থাকে। সে-ই হাবুলের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটা বলে,
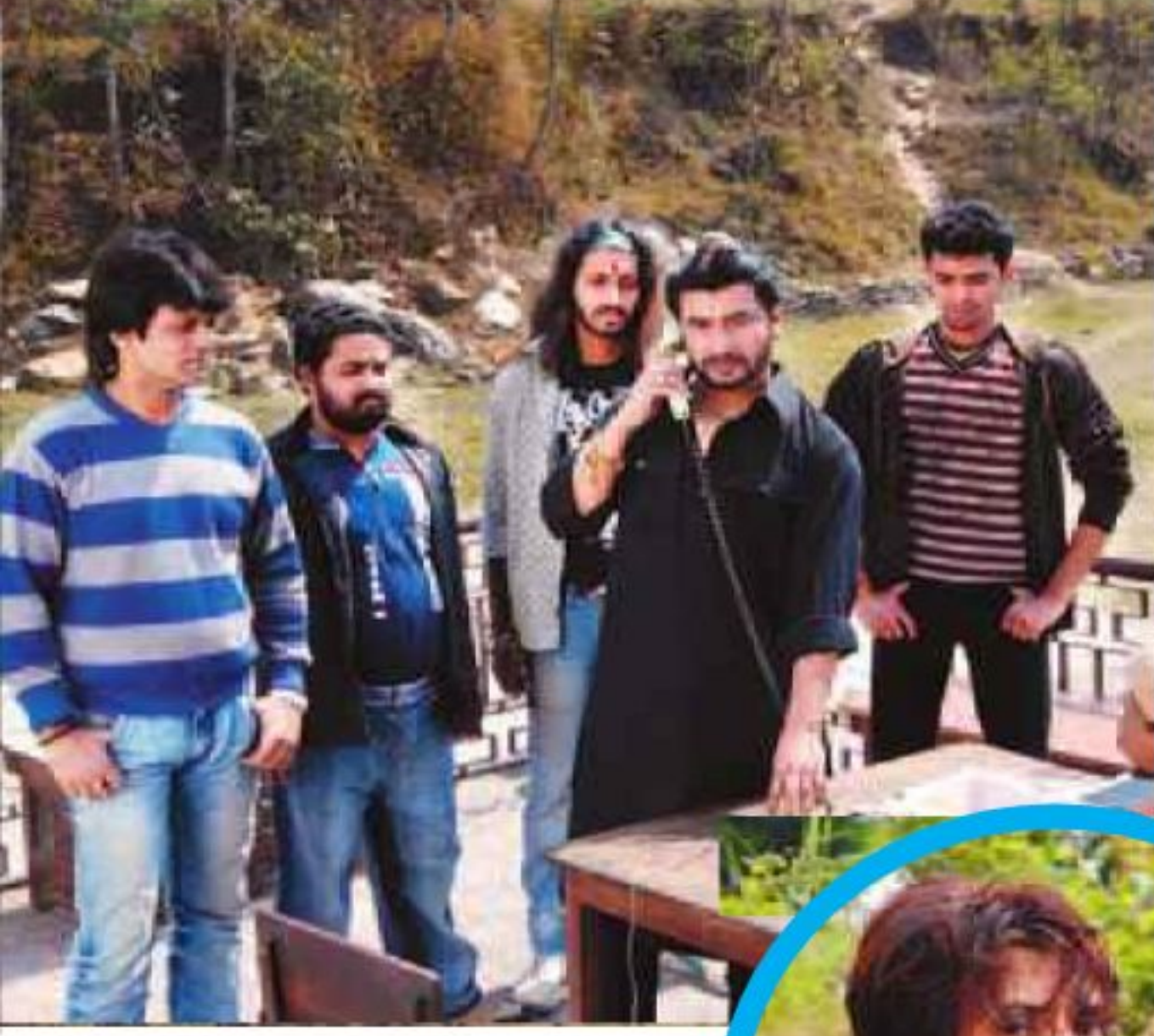
'কার্তুজ!

মুখ্য চরিত্রে:
পাশা, গোগো,
ফারুক আজ়ম,
অনিন্দিতা, জেসনিন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা:
পান্না হোসেন

সঙ্গীত: সন্দীপ কর

ক্যামেরা: বাবুল রায়

সম্পাদক: সুস্মিত

প্রডোকাশন ডিজ়াইনার:
কেসান ডেংজ়োংপা

কালো জ্যাকেট এবং জিনস পরিহিত খুনির বর্ণনা দেয়। এর পরই গল্প অন্য মোড় নেয়। কারণ, হাবুলের লোকেরা ভুল করে কবীরের বদলে রকিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। এরপরই শুরু হয় নাটক। কী হবে এবার? কবীর কি পারবে হাবুলকে শেষ করতে? নাকি বিনা অপরাধে 'বলি' হবে রকি? হাবুলই বা নিজেকে বাঁচাতে কী করবে? জানতে হলে দেখতেই হবে সেভেন সিজ় প্রোডাকশন নিবেদিত পান্না হোসেন পরিচালিত জমজমাট অ্যাকশন ছবি 'কার্তুজ!'
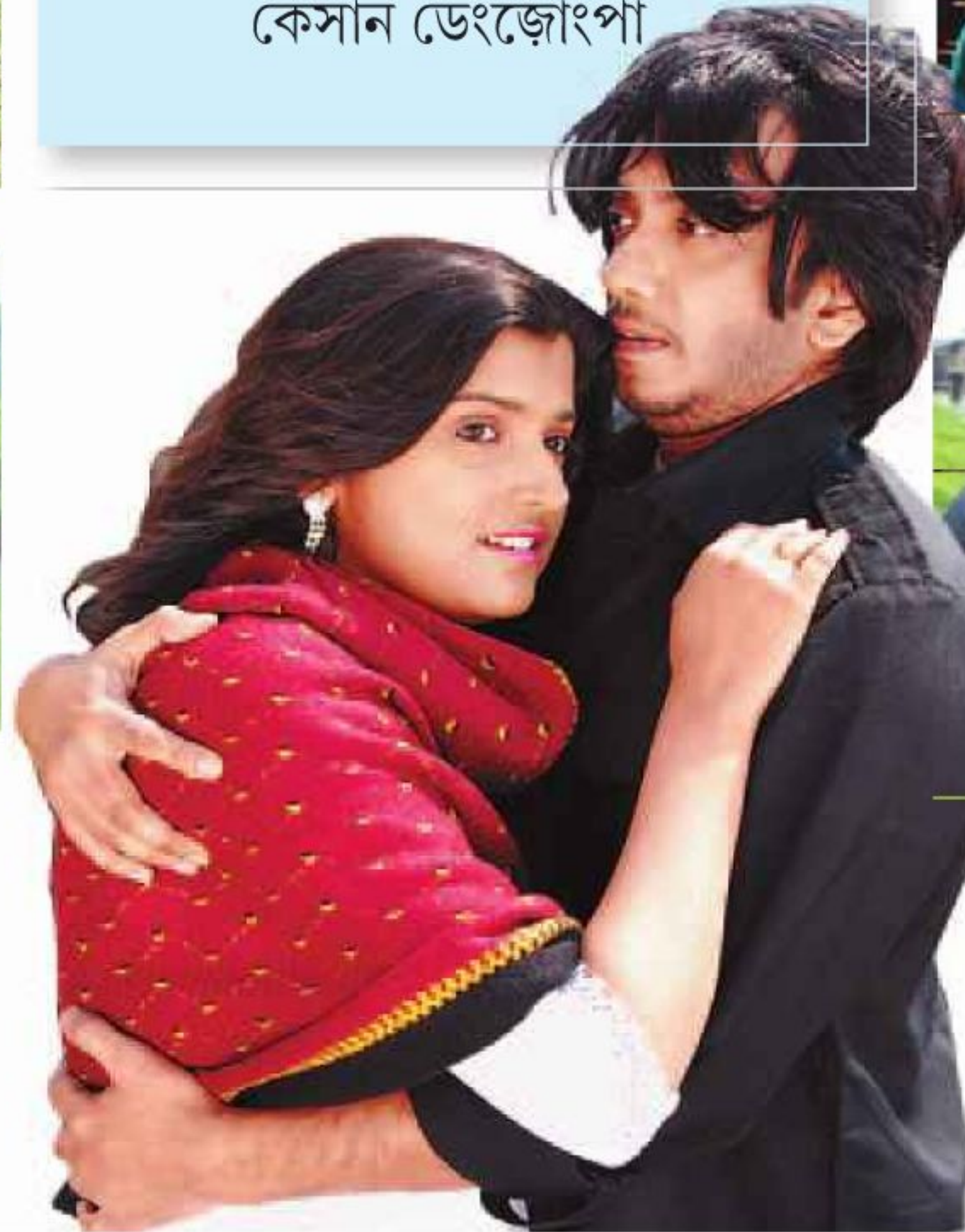
পরোপকারের সত্যিই বড় জ্বালা...

নতুন বছর শুরু হল আর চাঁদপানার কাজের চাপও গেল বেড়ে। বাছা যে একটু জুড়ুবে, তারও জো নেই! মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে। জিমে গিয়ে 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো' করতে পারছে না বলে শার্টের উপর দিয়ে নোয়াপাতি ভুঁড়িটিও বোঝা যাচ্ছে...আরে জানি, জানি। বাঙালি নায়ক, একটুআধটু ভুঁড়ি না থাকলে কীরকম যেন কাঠ-কাঠ দেখতে লাগে! কিন্তু চাঁদপানা তো বরাবর চাবুকপানা ছিল কিনা, তাই এট্টু কেমন-কেমন লাগে! অবশ্য চাঁদকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওইটুকুন একটা ছেলেকে যদি অ্যাত্ত দিকে নজর দিতে হয়, তা হলে নিজের দিকে তাকাবেটাই বা কখন? তা ছেলে এক্কেরে সোনার টুকরো। দেশের কথা, দশের কথা মন দিয়েই ভাবে। আর অন্যের দুঃখে তার মনটা বরাবরই কেঁদে আকুল হয়। এই তো, কোথায় নাকি কী খবর বেরিয়ে গিয়েছে, তার ফলে মডেলমামণির ডেবিউটাই নাকি প্রায় যায়-যায় অবস্থা! শুনেই তো চাঁদপানা বুঝেছে, নাঃ, অন্য জায়গাতেও মডেলমামণিকে 'পুস' করতে হবে। তা চাঁদের যোগাযোগ তো আর কম নয়! দিগ্বিদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল। এরকমই এক সূত্রে নাকি বোম্বাইয়ের এক হোমরাচোমরার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মডেলমামণি তো এমনিতে এক্কেরে ন্যাশনাল টাইপ্স, তাই চাঁদ ন্যাশনাল লেভেলেই অ্যাপ্রোচ করেছিল। কিন্তু গন্ডগোল হল ওখানেই! আসলে চাঁদ কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিল যে, ন্যাশনাল লেভেলে আরও একজনের কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে। সে হল মিস দৌহিত্রী। এই হোমরাচোমরা আবার তার চেনাশোনা। সে কথায়-কথায় দৌহিত্রীকে চাঁদের সুপারিশ আর মডেলমামণি, দু'জনের কথাই বলে ফেলেছে। ব্যস, অমনই দৌহিত্রীর মাথা পুরো ভলক্যানো! হওয়াটাই স্বাভাবিক। বেচারির সঙ্গে চাঁদের কত্তদিনের আলাপ। কই, তার কথা তো কোত্থাও কয়নি সে। দৌহিত্রী সো-জা নাকি ফোন করে চাঁদকে দু' কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে নাকি চাঁদ দৌহিত্রীর থেকে দূরে-দূরেই থাকছে। তবে দৌহিত্রীর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করেনি। সে নাকি এখন দৌহিত্রীর মায়ের সঙ্গে গপ্পো করে! তা ভাল, এখন ক'দিন চুপ করে থাক বাবা, আগ্নেয়গিরি ঠান্ডা হলে তারপর না হয় আবার বেড়াতে যাওয়া যাবে!

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

কিন্তু মডেলমামণির কপালখানা দেখুন। বেচারি কিছুতেই ব্যাটে-বলে করতে পারছে না! বড় ফিলিমটা তো 'খবর প্রকাশিত' বলে নাকি হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এদিকে বোম্বাইও দৌহিত্রীর ফোঁসফোঁসানির জন্য বোধ হয় গেল। এমনকী, চাঁদের জন্মদিনের পার্টিতেও নাকি চাঁদ সেভাবে তাকে 'দেখেনি!' কেক কাটার পর কোথায় প্রথম টুকরোটা আদর করে তাকেই খাওয়াবে, তা না, চাঁদ টুকরোটা টলিউডের দুই রাঘববোয়ালকে খাইয়ে ন্যাপকিনে হাত-টাত মুছে ফেলেছে! দ্যাখো বাপু চাঁদপানা, যে যা-ই বলুক, এটা কিন্তু ভারী অন্যায্য হয়েছে, এই পষ্ট বলে দিলুম!

অবশ্যি চাঁদ কিন্তু সব সময় অন্যায্য কাজ করে না। সক্কলের ভালই চায় সে। এই তো জিমকুমারীর হাতে কোনও কাজ নেই। চাঁদ প্রাণপণে চেষ্টা করছে, যেন সে কাজ পায়। রিয়্যালিটি শো-এ মিস খিলাড়ির জাজের কাজটাও আসলে নাকি চাঁদেরই করে দেওয়া। আমি ঠিক জানি না বাপু, ওই ওরা বলছিল! তা হত্তেও পারে। মিস খিলাড়ি হেব্বি নাচিয়ে বলে তো কোনওদিন কেউ শোনেনি। তার হাতে হিট ছবির সংখ্যাও এক কড়েই শেষ! তা হলে সে কী করে...কে জানে বাপু!

ওদিকে ঝিনুকমালার এখন যে ঘোর দুর্দিন, তা আর কারও জানতে বাকি নেই। আর লোকেরও বলিহারি যাই, এসবের মধ্যেই নাকি তাকে কেউ একটা ফোন করে চাঁদকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে মেসেজ চেয়েছে! ব্যস, ঝিনুক খেপে লাল। দিয়েছে আচ্ছা সে দু' কথা শুনিয়ে। শোনানোটাই উচিত! সে মরছে টাকার শোকে আর তুমি বলছ জোলাপ খেতে! যত্ত সব!

নিজের পছন্দের পুরুষ সম্পর্কে জানালেন ব্যাডমিন্টন তরকা

সাইনা নেহওয়াল

আমার তো একবার বিয়ে হয়েই গিয়েছে!

সাইনা এবং সচিন তেন্ডুলকর

অনুপ্রেরণা...

এখানে আমি এমন একজনের কথা বলতে চাই, যিনি প্রতিটি খেলোয়াড়ের আইডল। তিনি সচিন তেন্ডুলকর। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল পাওয়ার পর, অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে আমাকে একটা বি এম ডব্লু গাড়ি উপহার দেওয়া হয়। গাড়ির চাবিটি সচিন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওটা আমার জীবনের একটি ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল মোমেন্ট।

বিয়ে...

আমার তো একবার বিয়ে হয়েই গিয়েছে! ব্যাডমিন্টনের সঙ্গে!

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: *আসিফ সালাম*

শাহরুখের সঙ্গে
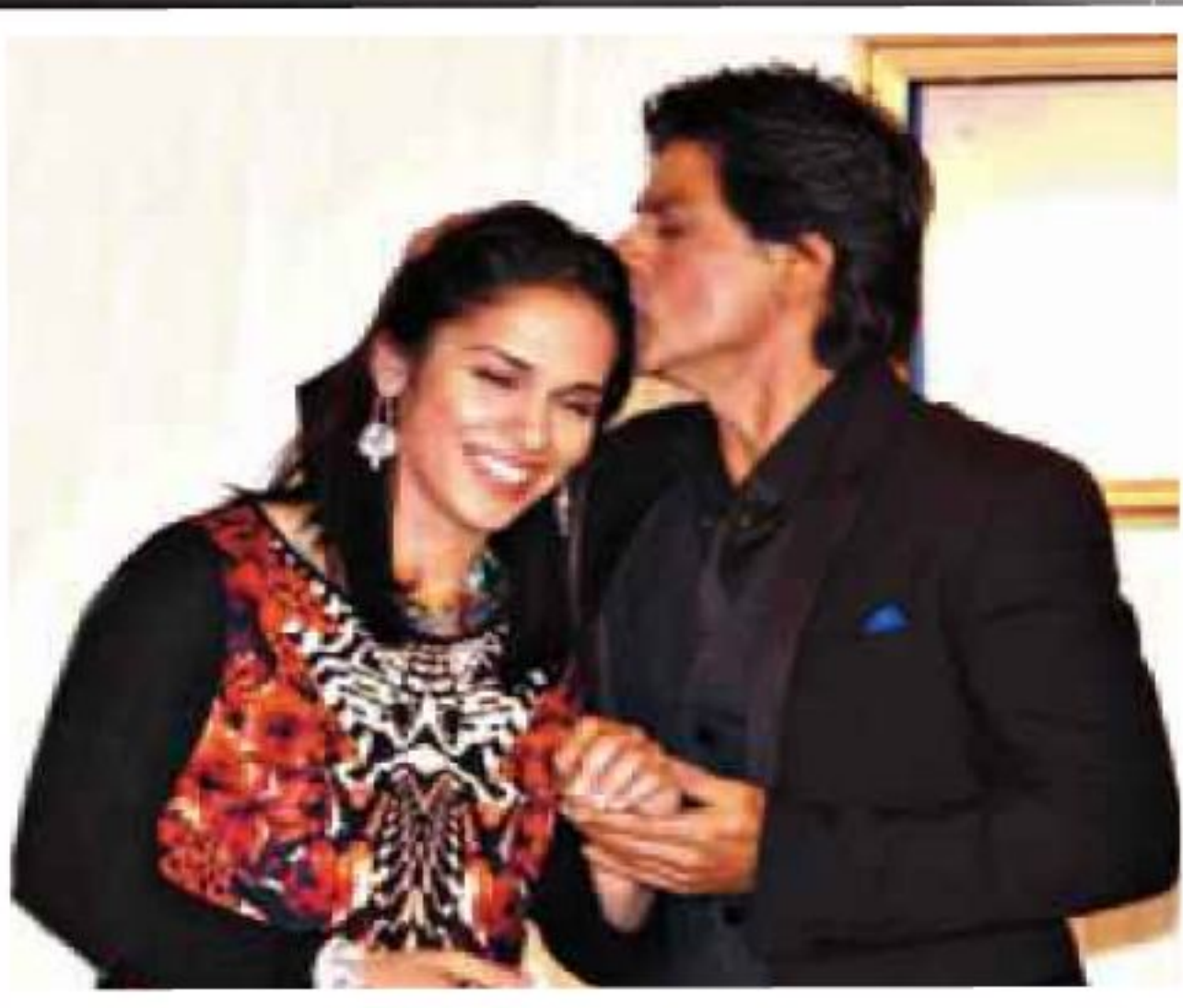
পারফেক্ট ম্যান...

হি মাস্ট বি অনেস্ট। এরকম হতেই পারে যে একজন ছেলে তার প্রেমিকাকে ছেড়ে অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক জুড়তে চায়। এতে অন্যায়ের কিছু নেই, কিন্তু ছেলেটির উচিত প্রথমেই তার প্রেমিকাকে গিয়ে সবকিছু বলে দেওয়া। একজন পুরুষের সততাই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশ্বাস করুন আর অন্য কিছু নয়, একজন সৎ ব্যক্তিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।

মোস্ট হ্যান্ডসাম ম্যান অন আর্থ...

শাহরুখ খান। আমি শাহরুখের বিরাট বড় ভক্ত। ওর প্রত্যেকটি ছবি হলে গিয়ে দেখি। প্রথমবার যখন কিং খানের সঙ্গে দেখা হয়, আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম! আমার ফেভারিট পাস্টটাইম, 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে' দেখা! যখনই অবসর সময় পাই, বাড়িতে 'দিলওয়ালে...' দেখতে বসে যাই! শাহরুখ হ্যাজ় আ ভেরি স্ট্রং পার্সোন্যালিটি। তা ছাড়া নিজের কাজ এবং পরিবারের প্রতি শাহরুখ ভীষণ সৎ। ওর দায়বদ্ধতা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। কাজের জায়গায় ও নিজের টু'হান্ড্রেড পারসেন্ট দিয়ে থাকে। একইসঙ্গে, নিজের পরিবারকেও সবসময় আগলে রাখে। হি ইজ় আ ডার্লিং।

সাইনা নেহওয়াল

ফোটো: শুভেন্দু চাকী

অনুপম রায়

তৈরি 'অ্যান্টনি'!

বহুদিন ধরেই নিজের গ্রাফিক নভেল 'অ্যান্টনি'র উপর কাজ করছিলেন তিনি। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবারের নববর্ষেই সেটা বই আকারে প্রকাশ পেতে পারে। অন্তত অনুপম রায়ের ইচ্ছে সেরকমই। জনপ্রিয় এই গায়কের মত, "'অ্যান্টনি'র কাজ তো শেষ করে ফেলেছি। লেখা-ছবি দিয়ে ব্যাপারটা বেশ দাঁড়িয়েও গিয়েছে। এখন পালা ভাল প্রকাশক খোঁজার।" অনুপম জানিয়েছেন, এই ব্যাপারে কিছু প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছে। চূড়ান্ত কথা হয়ে গেলেই 'অ্যান্টনি ও চন্দ্রবিন্দু' নববর্ষে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবেন তিনি।

শ্রেয়া ঘোষাল

সময় নেই

হিন্দি হোক বা বাংলা, এই মুহূর্তে প্রায় প্রতিটি ছবিতেই প্লেব্যাক থাকে তাঁর। আর এটাই সমস্যা হয়েছে শ্রেয়া ঘোষালের। তাঁর মত, ব্যস্ততা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত সিনেমায় তাঁর গানটি কেমন হল, সেটি দেখার সময়ই নাকি থাকছে না! শ্রেয়ার বক্তব্য, সিনেমা হলে গিয়ে তিন ঘণ্টা খরচ করে সিনেমা দেখার মতো বিলাসিতাও তিনি নাকি করতে পারেন না। সর্বক্ষণই রেকর্ডিং স্টুডিয়োতেই কেটে যাচ্ছে তাঁর। এখন নাকি পুরনো ছবির ডিভিডি দেখেই আশ মিটছে শ্রেয়ার!

জাস্টিন বিবার

অবসর কেন?

বয়স মাত্র ১৯। অথচ এখনই সঙ্গীত জগৎ থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন জাস্টিন বিবার। টিনএজ পপ স্টারের এই আকস্মিক ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই হইচই পড়ে গিয়েছে। এই কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন কেন, তা ঠাওর করতে পারছেন না কেউই। তবে নিন্দুকদের বক্তব্য, খবরে থাকার জন্যই নাকি জাস্টিন এটা করেছেন। যদিও খোদ জাস্টিনের বক্তব্য, এখন তিনি নাকি 'মানুষ' হিসেবে অনেক বড় হতে চান। আর সেই কারণেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। কে জানে, পরে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাবে কিনা!

জাস্টিন টিম্বারলেক

'উল্টো' একাগ্রতা

প্রত্যেকটি লাইভ পারফরম্যান্সের আগেই নাকি নিজেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখেন জাস্টিন টিম্বারলেক! অদ্ভুত এই খবরটি কিছুদিন আগেই পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রিয় এই পপ তারকা নাকি প্রত্যেকটি পারফরম্যান্সের আগেই একাগ্রতা বাড়ানোর জন্য এই কাজটি করে থাকেন। মিনিট পাঁচেক মাথা নীচে, পা উপরে করে থাকেন তিনি। এমনকী, শো শুরুর ঘণ্টা খানেক আগে থেকে নাকি কারও সঙ্গে কথাও বলেন না! জাস্টিনের মত, নিজেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নাকি হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে আনেন, যাতে শো করতে কোনও অসুবিধে না হয়।

> জানি, আমার এই সিদ্ধান্ত অনেকে মেনে নেবে না। চাইবে, আমার এই পণ ভেঙে যাক। কিন্তু আমি পাল্টাবো না!-- জাস্টিন বিবার

‘মনে রাখতে পারছি না’-এটা ভাবা বন্ধ করুন

এই বিভাগে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অভিনেত্রী ও সাইকোলজিস্ট সন্দীপ্তা সেন

বর্তমানে একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি। যা পড়ি সব ভুলে যাই। কিছুই মনে রাখতে পারি না। মনে রাখতে পারছি না, এটা নিয়েও বেশ টেনশন হয়। মনে রাখব কী করে? ‘মনে রাখতে পারি না’ এই চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাই কী করে?

সৌমেন অধিকারী
ই-মেল মারফত

‘মনে রাখতে পারছি না’, এই কথাটা চিন্তা করা বন্ধ করুন। স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর জন্য, কয়েকটা কাজের উপর জোর দিন। ১) শরীরচর্চা। ২) রাতে ঠিকঠাক ঘুম। ৩) বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে, গল্প করে, মানসিক উৎফুল্লতা বজায় রাখুন। ৪) ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা থ্রি ও ভিটামিন-ই যুক্ত খাবার বেশি খান, স্নেহজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। অবশেষে বলি, যখন কোনও কিছু পড়বেন, পুরো মনটা সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করুন। হাতের কাছে মোবাইল ফোন রাখবেন না বা অন্য কোনও কাজ করতে-করতে পড়বেন না। এই সাধারণ ব্যাপারগুলো মেনটেন করলে, ভুলে যাওয়ার সমস্যা স্থায়ী হবে না।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, সদর দরজা ও ছাদের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার পর মনে হয় দরজা বন্ধ করলাম তো? প্রায়ই নিজেকে নিশ্চিত করতে, আবার উঠে সব চেক করি। ব্যাপারটা নিজের কাছে বেশ বিরক্তকর অথচ এটা না করলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারি না।

গার্গী মুখোপাধ্যায়
চন্দন নগর, হুগলি

গার্গী, এটা আপনার অ্যাংজাইটি প্রবলেম। দরজা খোলা থাকলে কী-কী সমস্যা হতে পারে, তাই নিয়ে আপনি ভীষণ চিন্তিত। আমার মনে হয়, আপনি সারা দিন বিভিন্ন ছোট-বড় বিষয় নিয়ে অকারণে চিন্তায় থাকেন। এই সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য বলি, আপনার ডায়েটে ওমেগা থ্রি, ভিটামিন বি যুক্ত খাবার বেশি রাখুন। দিনের কোনও একটা সময় মেডিটেশন করুন। রাতে দরজা বন্ধ নিয়ে চিন্তা হলে লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে বিশ্বাস করান যে, আপনি দরজা বন্ধ করেছেন। দরজা বন্ধ করার পর একটা সাধারণ কাজ করুন। যেমন, জলের বোতল বা টর্চ নিয়ে শুতে যান। ফলে দরজা বন্ধ করার চিন্তা মাথায় এলেই বোতল বা টর্চ দেখে আপনার মনে পড়বে আপনি কাজটা করেছেন।

আমার বিয়ে হয়েছে ১০ বছর। একটি সন্তান আছে। গত দু’বছর ধরে স্ত্রীর সঙ্গে কোনও শারীরিক সম্পর্ক নেই। আমি কোনও ইচ্ছা অনুভব করি না। মানসিক অ্যাটাচমেন্ট না থাকলে শারীরিকভাবে সম্পর্কে আনন্দ পাওয়া যায় না। স্ত্রীর সঙ্গে আমার মানসিক অ্যাটাচমেন্ট কোনওকালেই ছিল না, তাই বলে বিবাদও ছিল না। সব কর্তব্য করেছি ও করি, সেক্ষেত্রে ভাল বা খারাপ লাগাকে গুরুত্ব দিই না। কিন্তু শারীরিক ব্যাপারটা কতর্ব্যের তকমা দিয়ে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছি না। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা চাপা অশান্তি শুরু হয়েছে। এই অশান্তি নিবারণের কি কোনও পথ আছে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আপনার সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য যে-যে প্রশ্নগুলো জানা প্রয়োজন ছিল, সেগুলি আপনার লেখার মধ্যে নেই। তাই প্রাথমিক ভাবে বলি, আপনি ১০ বছর কম্প্রোমাইজ় করে এসেছেন। এখন যদি আপনি আপনার ভাল না লাগার কথা সোজাসুজি বলতে যান, তা হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। আপনি কিন্তু আপনার স্ত্রী ও সন্তানকে একটা স্বপ্নের বাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া মিটিয়েছেন। আপনার মধ্যে নিশ্চয় তাঁদের প্রতি একটা ভাল লাগা বোধ আছে, না হলে ১০ বছর এভাবে কাটাতে পারতেন না।

সন্দীপ্তাকে আপনার সমস্যার কথা জানিয়ে প্রশ্ন পাঠান এই ঠিকানায়:
প্রিয় বন্ধু
আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১
আপনার প্রশ্ন ই-মেলও করতে পারেন এই আই-ডি তে:
anandalok@abp.in

ফোটো: ভাস্কর নাগ

> শরীরচর্চা, রাতে ঘুম, প্রাণ খুলে আড্ডা এবং সঠিক ডায়েট স্মৃতি শক্তি সতেজ রাখার জন্য খুব দরকার।
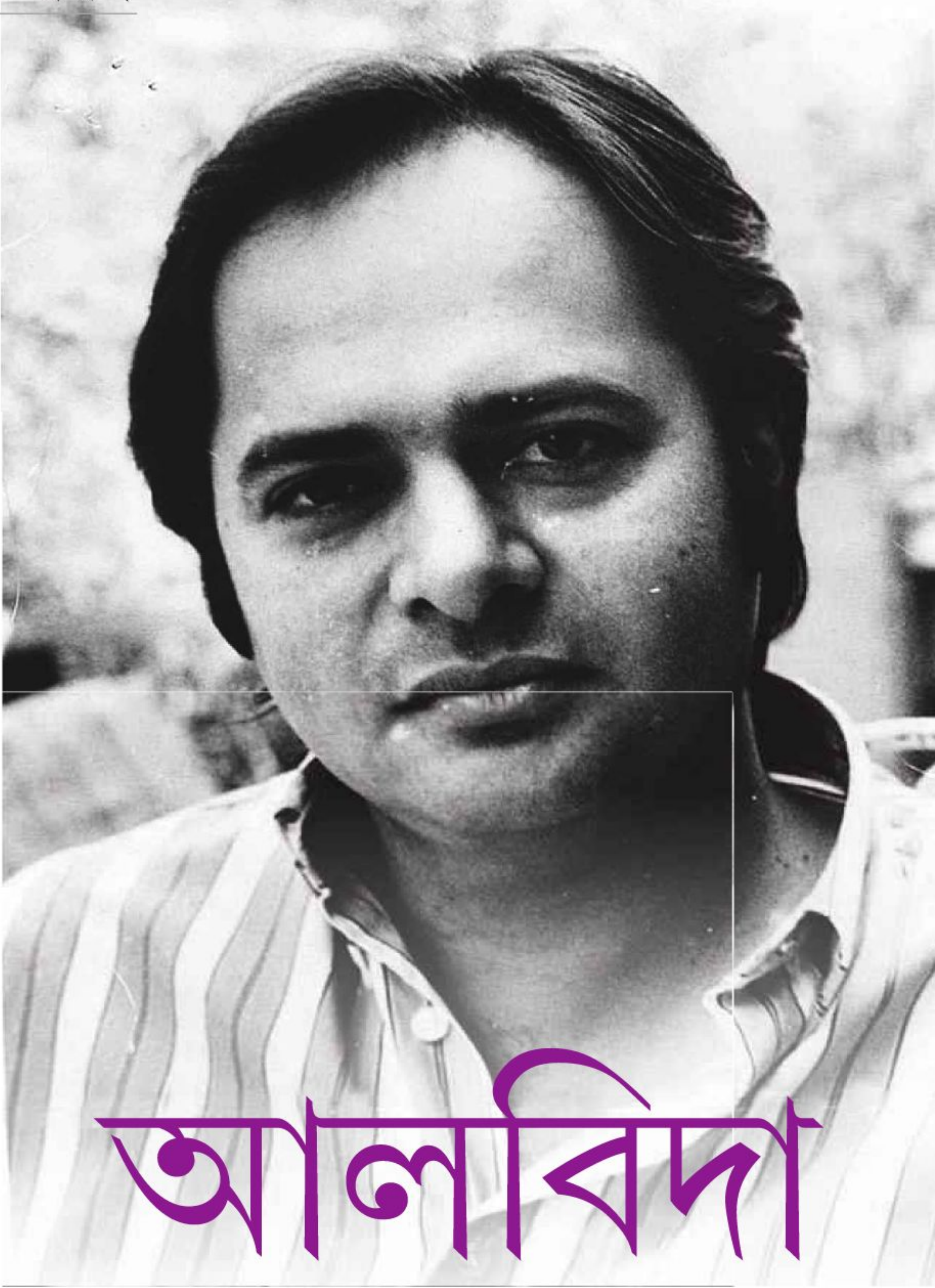
আলবিদা

২৫ মার্চ, ১৯৪৮ - ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩

চলে গেলেন ফারুক শেখ। কিন্তু 'জ়িন্দগি ধূপ, তুম ঘনা সায়া'র নায়ককে ভোলা শক্ত। লিখছেন তপন বকসি

'মেরে সব সিনস শুট কর লো', এই কথাটাই ফারুক শেখ তাঁর অভিনীত সর্বশেষ ছবি 'ইয়ংগিস্তান' ছবির পরিচালকের উদ্দেশ্যে বারবার বলেছিলেন। তবে কি শেষের সে ডাক তিনি নিজেই আঁচ করেছিলেন? হতে পারে কাকতালীয়। কিন্তু খুব সাধারণ ভাবে বলা কথা কখনও এমন নিষ্ঠুর ভাবে মিলে যায় জীবনে! ২৮ ডিসেম্বর সকাল ন'টায় তাঁর মৃত্যুর খবরটা পেয়ে বারবার এটাই মনে হচ্ছিল। জীবনকে এত সুন্দর ভাবে বহন করা, আদ্যন্ত ভদ্রলোক ফারুকের পথচলা এরকম হঠাৎ করে থেমে যাবে, এই ব্যাপারটা মানতে অসুবিধে হচ্ছিল। ফোন করেছিলাম ফারুকের ভগ্নীপতি নাজ়ির শেখকে। নাজ়ির জানালেন,'কাল (২৭ ডিসেম্বর '১৩) রাত দুটোর সময় দুবাই থেকে একটা ফোন কল এল। তখনই জানলাম। উনি ফ্যামিলির সঙ্গে দুবাই গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে।' মৃত্যুর আগে অবধি কর্মচঞ্চল জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন ফারুক। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন ধরুন, ১৩ ডিসেম্বর দুবাই ওয়র্ল্ড ট্রেড সেন্টারের 'রশিদ হল'-এ 'আই অ্যাম আশা' কনসার্টে ফারুক অ্যাঙ্করিং করেন। পরেরদিনই আবার শবানা অজমীর সঙ্গে আগ্রায় তাজমহলের সামনে 'তুমহারি অমৃতা'র অভিনয়ে হাজির হন। এত দৌড়াদৌড়িতেও ফারুকের মুখাবয়বে ক্লান্তির ছাপ পর্যন্ত পড়ত না। কেরিয়ারের প্রথমদিন থেকে যে চার্ম আর ইনোসেন্স তাঁর মধ্যে ছিল, শেষদিন অবধি সেই চার্ম একফোঁটা নষ্ট হয়নি। যে চার্মকে অস্বীকার করতে পারেননি সাতের দশকের দর্শকরা আর ওই সময়ের লো বাজেট, মিনিংফুল হিন্দি ছবির প্রযোজক-পরিচালকরা। হিন্দি সিনেমার গ্ল্যামারাস পরিবেশের মধ্যে থেকেও ফারুক সাধারণ জীবনকে রিপ্রেজেন্ট করতেন ক্যামেরার সামনে। তাঁর এই ইনোসেন্ট লুককে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। একবার তিনি বলেছিলেন, 'ফারুকের লুকে কখনও ক্লান্তির ছোঁয়া পাওয়া যায় না।' অভিনয়ে বিনম্র আর নিরীহ আবেদন ওঁকে চেষ্টা করে আনতে হয়নি, ওটা ওঁর নিজস্ব চরিত্র থেকেই উঠে আসত।

১৯৪৮-এ গুজরাতের সুরাত জেলার আমরোলি গ্রামে জন্ম ফারুকের। দুই ভাই আর তিন বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। জমিদার পরিবারের ছেলে ফারুক ছোটবেলা থেকেই বিলাসিতার মধ্যে বড় হয়েছেন। বাবা মুস্তাফা শেখ পেশায় আইনজীবি ছিলেন। মা ফরিদা ছিলেন পার্সি। ফারুকের পরিবার মুম্বইয়ে বসবাস করতে আসে। মুম্বইয়ের সেন্ট মেরি স্কুলে পড়ার পর, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন ফারুক। এই কলেজেই আলাপ হয় রূপা জৈনের সঙ্গে। পরবর্তীকালে রূপা তাঁর জীবনসঙ্গিনী হন। জেভিয়ার্সে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে

জুটি হিসেবে সফল ছিলেন ফারুক শেখ-দীপ্তি নাভাল

'উমরাও জান'-এ রেখার সঙ্গে

সৈয়দ জাফরির সঙ্গে একটি ছবিতে

সম্ভাবনাময় মুখ খুঁজছেন। ফারুক ব্যস্ত কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে। আইন পড়তে ঢুকছেন। সাল ১৯৭৩। ফারুক ডাক পেলেন সথ্যুর 'গরম হাওয়া' ছবিতে। ওই ছবি থেকেই সাতের দশকের পরিচালকদের নজরে আসেন তিনি। মিডল অফ দ্য রোড সিনেমায় হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় (রঙ্গ বিরঙ্গী, কিসিসে না কহনা), বাসু চট্টোপাধ্যায় (লাখোঁ কি বাত), রমেশ তলোয়ারের (নূরী), পাশাপাশি সত্যজিৎ রায় (শতরঞ্জ কে খিলাড়ি) মুজফ্‌ফর আলি (গমন, অঞ্জুমান, উমরাও জান) সাগর সরহাদির (লোরি, বাজার), রমন কুমার (সাথ সাথ), সাই পরাঞ্জপে (চশমে বদ্দুর) ছবিতে অভিনয় করেছেন। ফারুকের সঙ্গে নায়িকা হিসাবে সাতটি ছবিতে অভিনয় করেছেন দীপ্তি নাভাল। ১৯৮১-এর 'চশমে বদ্দুর' থেকে ২০১৩ সালে 'লিসন অময়া' পর্যন্ত এই জুটি অটুট ছিল। ফারুকের মৃত্যুর খবর দীপ্তি পেয়েছেন হিমাচল প্রদেশে বসে। তাঁর কথায়, ''ফারুক ফোনে কথা বলার চেয়ে মেসেজে কথা বলা বেশি পছন্দ করত। আমরা অনেকদিন পর আবার একসঙ্গে কাজ করলাম 'লিসন অময়া'তে। কত কথা, কত স্মৃতি ফিরে-ফিরে আসছিল। এতবছরে ও এতটুকুও পাল্টায়নি। সেই আগের মতই লেগ পুলিং, কথায় কথায় টিজ় করত। আমার লেখা একটা স্ক্রিপ্ট দেখিয়েছিলাম ওকে। জিজ্ঞেস করছিল, কবে শুরু করব ছবিটা? দুবাই থেকে ফিরে একসঙ্গে বসার কথা ছিল। তার

ছিলেন শবানা অজ়মী, সতীশ শাহ। শবানা অবশ্য ফারুকের দু' বছরের জুনিয়র ছিলেন। তাতে বন্ধুত্বে কোনও বাধা হয়নি। কলেজ ক্যান্টিনে একসঙ্গে আড্ডা দিতেন শবানা, ফারুক, রূপা জৈনরা। শবানা বললেন, ''ফারুক আমার ৪০ বছরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। সেই কলেজ লাইফে শুরু। মনটা এতটাই খারাপ হয়ে রয়েছে, অনেক কথা বলতে চাইলেও মুখে আসছে না এই মুহূর্তে। অনেকরকম বই পড়ত ও। জাভেদের (জাভেদ আখতার) সঙ্গে যতবারই দেখা হয়েছে, কোন লেখকের বই ও পড়েছে, কোনটা পড়া উচিত, এই নিয়ে আলোচনা করত সব সময়। কলেজ লাইফের সুন্দর দিনগুলোর কথাই বেশি মনে পড়ছে। কলেজের পর তো 'তুমহারি অমৃতা' নাটকটা আমাদের বন্ধুত্বটা আরও জমাট করেছিল।''

কলেজ জীবনের বন্ধু সতীশ শাহ এবং ফারুক

প্রসঙ্গত, ফারুক-শবানার 'তুমহারি অমৃতা' কুড়ি বছর ধরে শ্রুতিনাটক হিসাবে অভিনীত হয়ে আসছে। জাভেদ জানালেন, ''ফারুকের মধ্যে অভিনয়ের একটা সহজাত ব্যাপার ছিল। কলেজ লাইফে গণনাট্য আন্দোলনের সংস্কৃতিতে আমাদের মত ফারুকও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কলেজে পড়তে-পড়তেই উনি, শবানা, রাকেশ বেদী, সুধীর পাণ্ডেরা গণনাট্য সংঘের থিয়েটারে অভিনয় করতেন।''

ওই গোষ্ঠীতেই ছিলেন পরিচালক রমেশ তলোয়ার, সাগর সরহাদি, এম. এস. সথ্যুরা। থিয়েটার থেকে বাস্তবধর্মী সিনেমায় এসে সথ্যু তখন নতুন,

স্ত্রী রূপার সঙ্গে

ছোট পর্দায় 'জিনা ইসি কা নাম হ্যায়'-এর সফল সঞ্চালক

আগেই তো সব শেষ!'' ভেঙে পড়া গলায় জানালেন দীপ্তি। ফারুকের 'ক্লাব ৬০'-এর ছবির নায়িকা সারিকা বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'দুবাই থেকে কথা হয়েছিল। ওর সঙ্গে 'ক্লাব ৬০'তে কাজ করতে গিয়ে বুঝিনি, যে এটাই আমাদের শেষ কাজ। ভীষণ ওয়ার্ম পার্সন। আমি লাকি যে ওর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হল। সেটে নিজের বাড়ির রান্না করা বিরিয়ানি নিয়ে আসত। খেতে খুব ভালবাসত। খাওয়াতেও।''

কেউ ভাবেননি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ফারুক। কিন্তু এটাই বোধহয় ভাল হল। কোনও অসুস্থতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি। বার্ধক্য গ্রাস করতে পারেনি। জীবনের শেষদিন অবধি, জীবনের সঙ্গে 'রোম্যান্স' করে গেলেন চির রোম্যান্টিক ফারুক।

'তুমহারি অমৃতা' নাটকে ফারুক এবং শবানা

অলোকনাথ

অনুপম খের

অমরীশ পুরী

বলিউডের সেরা পাঁচ অনস্ক্রিন বাবা

অলোকনাথ

'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' ছবিতে, ভাগ্যশ্রীর বাবার চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নেন অলোকনাথ। এরপর অধিকাংশ ছবিতেই 'বাবুজি' হিসেবে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ওম প্রকাশের মতোই, অলোকনাথের মধ্যেও একটা ভালমানুষি ব্যাপার আছে। তাই তো 'আদর্শ পিতা' বললে প্রথমে অলোকনাথের কথাই মাথায় আসে।

ওম প্রকাশ

অনুপম খের

বলিউডের 'কুলেস্ট ড্যাডি' তকমার দাবিদার এক এবং একমাত্র অনুপম খের। বাবা যে ছেলের বেস্ট ফ্রেন্ডও হতে পারে, তা অনুপমই আমাদের শিখিয়েছেন। 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে'তে শাহরুখ খানের বাবার চরিত্রে অনুপমের অনবদ্য অভিনয় ভোলার নয়। ছেলে ফেল করলেও বাবা পার্টি দিচ্ছে, ছেলের সঙ্গে সুরা পানে মেতে উঠছে কিংবা ছেলের প্রেমিকাকে ফিরিয়ে আনতে জান লড়িয়ে দিচ্ছে, এসব অনুপমই বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পর্দায় তুলে ধরতে পেরেছেন।

অমরীশ পুরী

'ভিলেন' বাবা হিসেবে অমরীশ পুরীর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রিয়্যাল লাইফে কোনও বাবা তাঁর ছেলে-মেয়ের প্রেমে বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে, তাঁকে 'অমরীশ পুরী' বলে ডাকা হত! 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া নে জায়েঙ্গে'র 'চৌধুরি বলদেব সিংহ' হোক কিংবা 'গদর-এক প্রেমকথা'র 'মেয়র আশরাফ আলি', কঠোর বাবার চরিত্রে অমরীশ পুরীকে ফুল মার্কস দিতেই হয়।

ওম প্রকাশ

সাধাসিধে ভাল মানুষ বাবা বললে, প্রথমেই মাথায় আসে ওম প্রকাশের নাম। একটা সময় ছিল যখন হিন্দি সিনেমার পেটেন্ট বাবা ছিলেন ওম প্রকাশ। তখনকার দিনে, ওম প্রকাশ বাদে অন্য কাউকে বাবার চরিত্রে ভাবাই যেত না। ওম প্রকাশ ডেট দিতে না পারলে, তবেই পরিচালকেরা অন্য কোনও অভিনেতার কাছে যেতেন! ওম প্রকাশের মুখের মধ্যে একটা ভালমানুষির ছাপ ছিল। 'বন্দিশ', 'জুলি', থেকে শুরু করে 'তেরে ঘর কে সামনে', 'বিস সাল বাদ', 'দিল-এ-নাদান' সহ একগুচ্ছ ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন ওম প্রকাশ।

অমিতাভ বচ্চন

অ্যাংরি ইয়ং ম্যান থেকে অ্যাংরি ওল্ড ফাদার, বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অমিতাভ বচ্চন নিজের অনস্ক্রিন ইমেজও দিব্যি বদলে ফেলেছেন। 'মহব্বতেঁ' ছবিতে গোঁড়া, ডিসিপ্লিন্‌ড বাবার চরিত্রে তিনি তাক লাগিয়ে দেন। তবে মাঝেমধ্যে, 'বিরুদ্ধ' কিংবা 'কভি অলবিদা না কহনা' ছবিতে, ফ্রেন্ডলি বাবার চরিত্রেও নিজেকে দিব্যি মেলে ধরেছেন তিনি।

বহু এন্ট্রির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হল আমাদের পছন্দের লেখাটি। পাঠিয়েছেন: **সুচেতা ভট্টাচার্য, কেষ্টপুর থেকে।**

এবার আপনার পছন্দ!

১২ ফেব্রুয়ারির বিষয়: সাম্প্রতিককালে বাংলা ছবির সেরা পাঁচ সুরকার

লিখে পাঠান ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। লেখাটি পছন্দ হলে ছাপা হতে পারে পরবর্তী সংখ্যায়।
খামের উপর লিখুন:

FAMOUS FIVE-**12**

আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

উত্তরদাতাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই দিতে হবে।

অমিতাভ বচ্চন
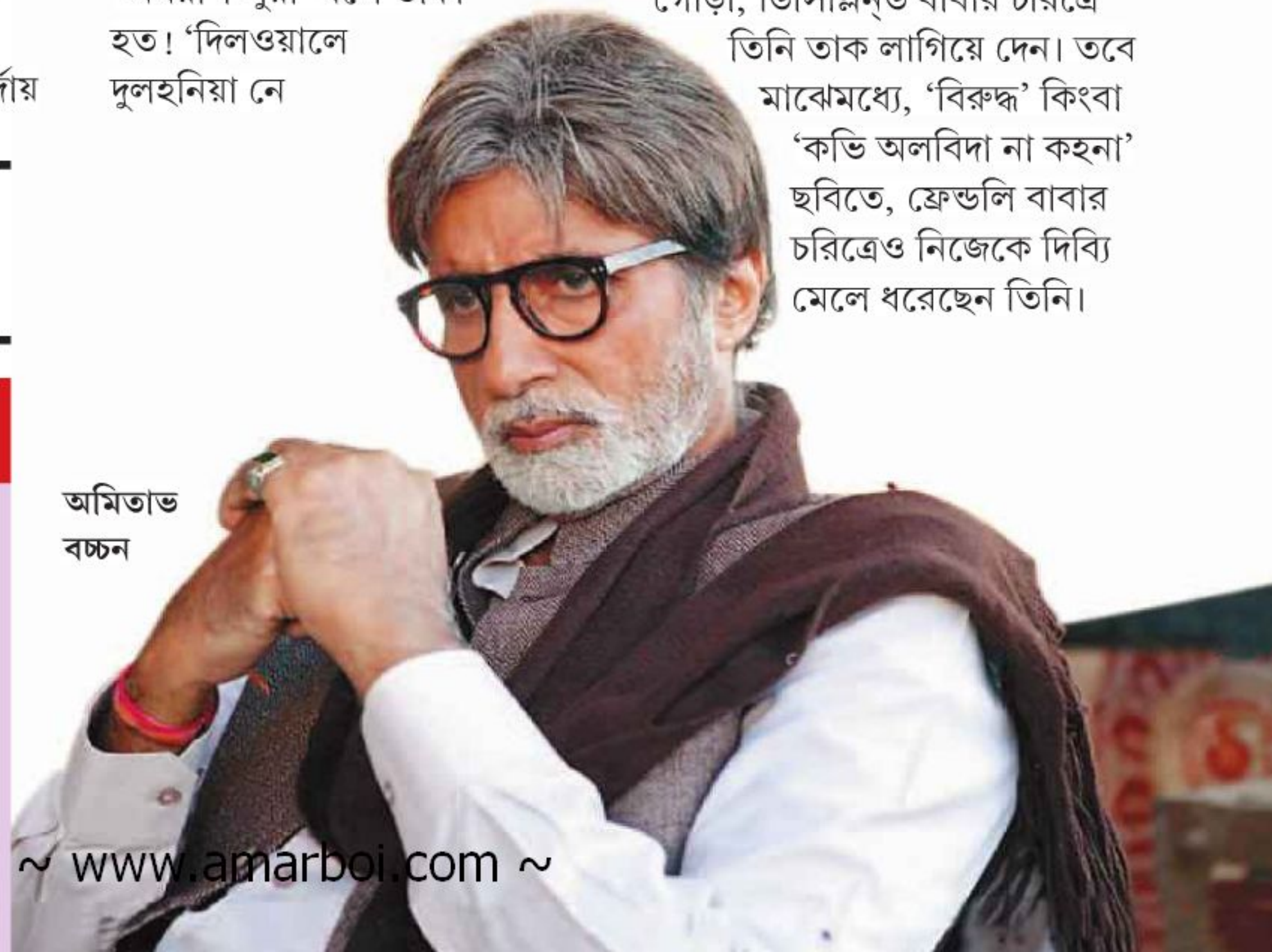
প্রেম বা বিয়ে আমার পোষায় না! আমি একা থাকতেই ভালবাসি। নিজের সঙ্গ ছাড়া অন্য কারও উপস্থিতি অসহ্য লাগে।

কঙ্গনা রানাওয়াত

জনতার বক্তব্য: প্লিজ়, আপনি একাই থাকুন! অন্য কারও সঙ্গে আপনাকে দেখলে আমাদেরও কষ্ট হয়!

বড্ড ব্যস্ত

তুষার কপূর নাকি বড্ড ব্যস্ত! এই ব্যস্ততার কারণেই নাকি তাঁর বিয়ে দিতে পারছেন না বাবা জিতেন্দ্র। সম্প্রতি জিতেন্দ্র বলেছেন, তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চান, কিন্তু তুষার নাকি অভিনয় নিয়ে এত ব্যস্ত যে,

জিতেন্দ্র এবং তুষার কপূর
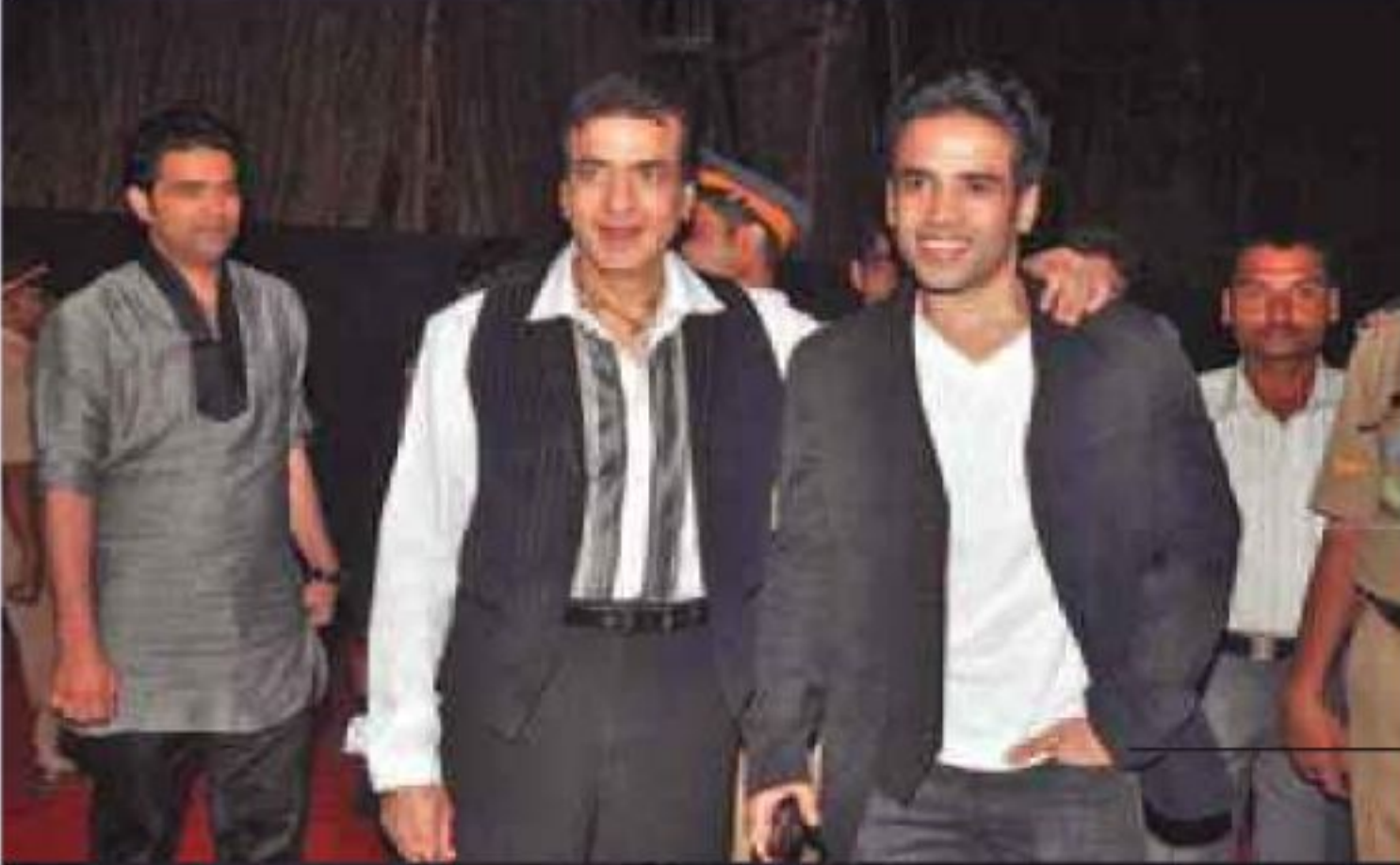
বিয়ে করার সময়ই নেই তাঁর। অভিনয়ের থেকে এক মুহূর্তের ফুসরত নেই তুষারের। তুষার অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত! কিন্তু আমাদের পোড়া চোখে সে সব কাজ ধরা পড়ে কই?

টাকার বদলে...

আপনি ব্রিটনি স্পিয়ার্সের ভক্ত? তাহলে মাত্র দেড় হাজার পাউন্ডের বিনিময়েই আপনি ব্রিটনির সঙ্গে ছবি তোলাতে পারেন। আর সামান্য কিছু অর্থ দিলে ক্লাব ওপেনিং, বিচ পার্টিতেও আসতে পারেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হল, অর্থের পরিমাণ শুনে রেগে গিয়েছেন ব্রিটনি ভক্তরা। তাঁদের মতে, অঙ্কটা বড্ড বেশি। অন্যদিকে ব্রিটনির বক্তব্য, তাঁকেও তো নিজের দিকটা দেখতে হবে। ভক্তদের উচিত ব্রিটনির জন্য 'এতটুকু' টাকা খরচ করা। ব্রিটনি, আজ বাদে কাল কী হবে কে জানে? তাই সময় থাকতে-থাকতেই আখের গুছিয়ে নেওয়াই ভাল।

স্বীকারোক্তি

সরাসরি কথাটা বলেই ফেললেন গিনেথ প্যালট্রো। একটি চ্যাট শোয়ে এসে তিনি পরিষ্কার বলে বসেন, একসময় তিনি নাকি 'সেক্স অ্যাডিক্ট' ছিলেন! এই অ্যাডিকশনের বশে নাকি অনেক ভুল কাজও করেছেন। তবে এখন এই 'দোষ' কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। শারীরিক সম্পর্কের চেয়ে এখন মানসিক সম্পর্কের প্রতিই বেশি আগ্রহ তাঁর। গিনেথ, সত্যিটা স্বীকার করলেন বলে ধন্যবাদ আপনাকে!

গিনেথ প্যালট্রো

ব্রিটনি স্পিয়ার্স

রোমিত এবং টিনা
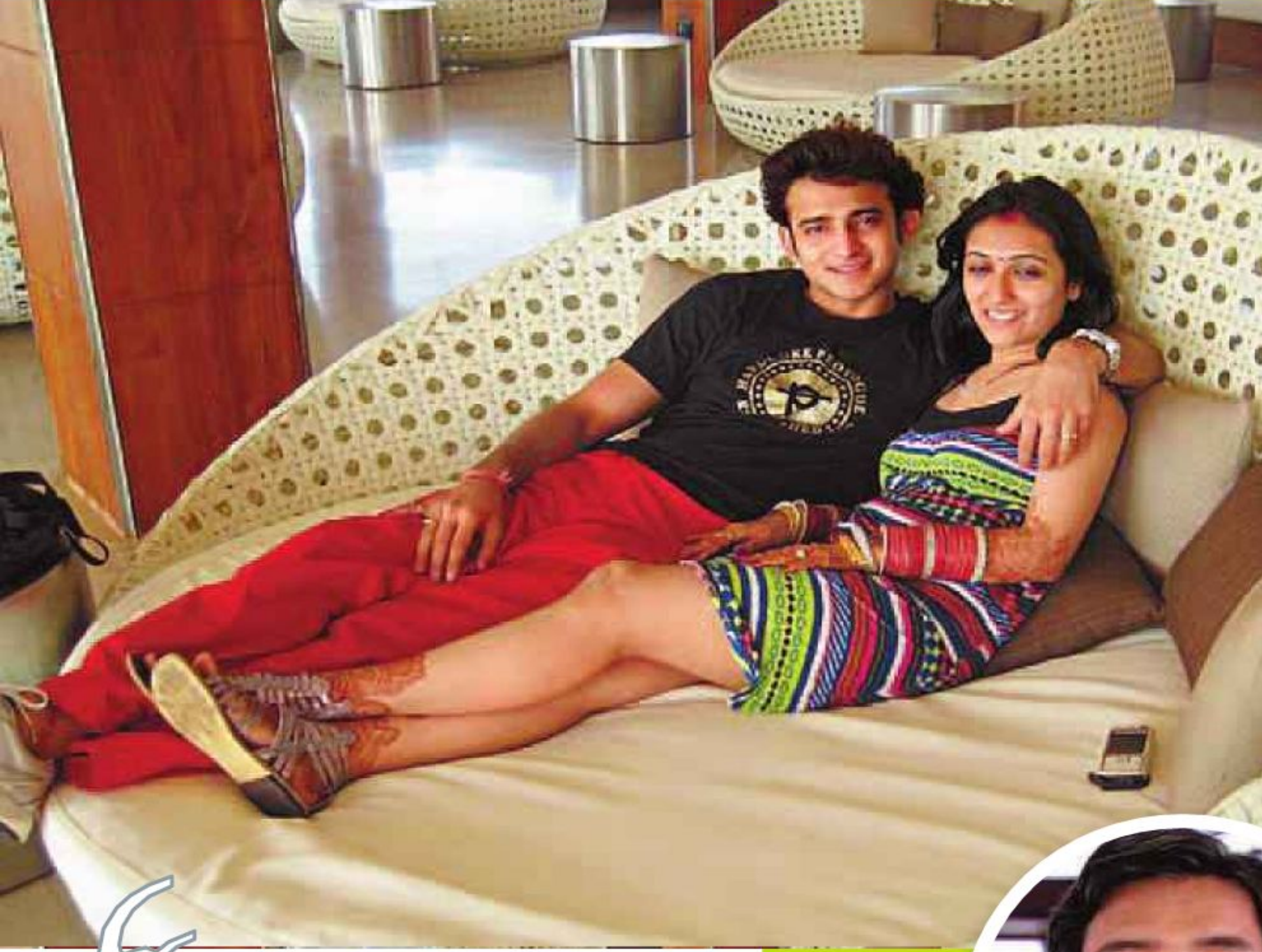
আদর্শ দম্পতি

দিন নেই, রাত নেই, শুধু স্ত্রী টিনার প্রশংসা করে চলেছেন রোমিত রাজ। টিনার মতো নাকি মেয়ে হয় না। আদর্শ স্ত্রী'র সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে। নিজের কেরিয়ারের (একটি পিআর ফার্মে চাকরি করেন তিনি) পাশাপাশি সংসারও সমান দক্ষতায় সামলাচ্ছে টিনা। তবে তিনিও যে আদর্শ স্বামী তা জানাতে ভোলেন না রোমিত। একজন হাজ়ব্যান্ডের সব কর্তব্যই তিনি নাকি ঠিকঠাক পালন করেন। রোমিত মনে করেন, তাঁদের সফল বিবাহিত জীবনের রহস্য হল, তাঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করেন। কোনও শর্ত ছাড়াই ভালবাসেন। এছাড়া আরও একটি কারণ হল, তাঁরা পরস্পরকে মাঝে-মাঝেই নানা ধরনের সারপ্রাইজ় দেন। এই যেমন কিছুদিন আগে টিনাকে কিছু না জানিয়েই টুর প্ল্যান করেছিলেন তিনি। আবার টিনাও তাঁকে কিছু না জানিয়ে আই ফোন ফাইভ উপহার দিয়েছেন!

"আমার প্রিয় সিনেমা হল 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে।' সিনেমা হলে প্রায় আটবার এবং বাড়িতে অসংখ্যবার দেখেছি। প্রতিটি ফ্রেম মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সিনেমাটা দেখতে গিয়ে বোর হই না!"

ঋজু বিশ্বাস

কাজ আর কাজ

মানালি দে ভট্টাচার্যর অবস্থা এরকমই! ২৫ ডিসেম্বর হোক বা ৩১ ডিসেম্বর, মায় ১ জানুয়ারিও নাকি ছুটি পাননি তিনি। সকাল-সন্ধে শুটিং করেছেন। আর শুটিং শেষ হতেই শো করতে দৌড়েছেন। কাজের মধ্যে দিয়ে কোথায় যে সময় কেটে গিয়েছে, তা নাকি টেরই পাননি মানালি! বললেন, "দূর, কোনও ছুটি নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এতে অবশ্য আমার হাজ়ব্যান্ড সপ্তক বেশ খুশিই হয়েছে। ও দিব্যি নিজের মতো প্ল্যান করে এনজয় করেছে। জোকস অ্যাপার্ট। এবছর ক্রিসমাস-নিউ ইয়ারে কোনও মজা করা হল না। আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে গিয়েছে!"

মানালি দে ভট্টাচার্য

আমনার বিয়ে

বিয়ে করলেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আমনা শরীফ। পাত্র, প্রোডিউসর অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর অমিত কপূর। অমিতের এটি দ্বিতীয় বিয়ে হলেও, আমনার প্রথমবার। প্রায় এক বছর কোর্টশিপের পর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন তাঁরা। প্রথম দর্শনেই দু'জনের দু'জনকে ভাল লেগে গিয়েছিল। অমিত তখন বিবাহিত। পরে প্রথম স্ত্রী'র সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁর। তারপর এই বিয়ে। ডিসেম্বর মাসের শেষে আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ে করেন তাঁরা। রিসেপশন হয় মুম্বইয়ের বান্দ্রায় একটি পাঁচতারা হোটেলে। রিসেপশনের দিন পাত্র-পাত্রী দু'জনের পরনেই ছিল মনীশ মলহোত্রর ডিজ়াইন করা পোশাক। নিমন্ত্রিত ছিলেন বলিউডের অভয় দেওল, রণদীপ হুদা, রিচা চড্ডা ছাড়াও ছোট পর্দার রাগিণী খন্না, সস্ত্রীক আমির আলি, মৌনী রায় প্রমুখ।

অমিত এবং আমনা

‘দবং’ ছবির এই দৃশ্যটিতে মনের মতো কথা বসিয়ে দিন সোনাক্ষী এবং সলমনের মুখে। সেরা ক্যাপশনটি প্রেরকের নামসহ প্রকাশিত হবে আনন্দলোকের ১২ ফ্রেবুয়ারি সংখ্যায়।

এই পাতাটি কেটে (ফোটোকপি চলবে না) উত্তর পাঠান জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখের মধ্যে। খামের উপর লিখুন- ক্যাপশন CONTEST-৪৬

আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

উত্তরদাতাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই দিতে হবে।

১২ ডিসেম্বর-এর সেরা ক্যাপশন

নার্গিস: নতুন পারফিউমের গন্ধটা কেমন রণবীর?
রণবীর: জামাটা এবার না কাচলে বিশ্বের সব পারফিউমই ফেল!

ক্যাপশন করেছেন: *গোপাল নন্দী* কলকাতা-৭০০০০২

সালতামামি

২০১৪-য় প্রবেশের পর এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক ২০১৩-র ঘটনাবহুল অতীত!
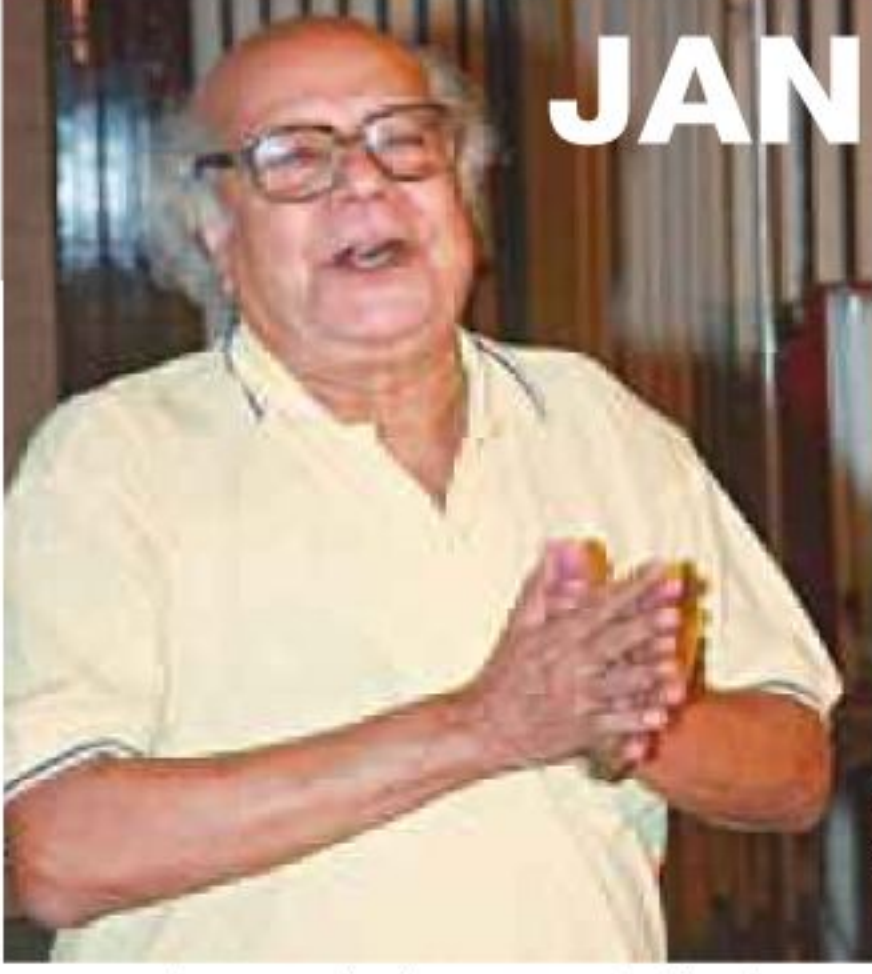
চলে গেলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

যশ চোপড়ার ব্রোঞ্জের মূর্তির পাশে রানি 'চোপড়া!'

বিয়ের পর 'রংবাজ' দিয়ে টলিউডে ফিরলেন কোয়েল মল্লিক

বিশ্বরেকর্ড করলেন ক্রিস গেল

অভিনয় জীবনের ৩০ বছরে প্রসেনজিৎ

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জিতল ভারত

উইলিয়াম-ক্যাথরিনের সন্তান

নতুন রেকর্ড 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এর
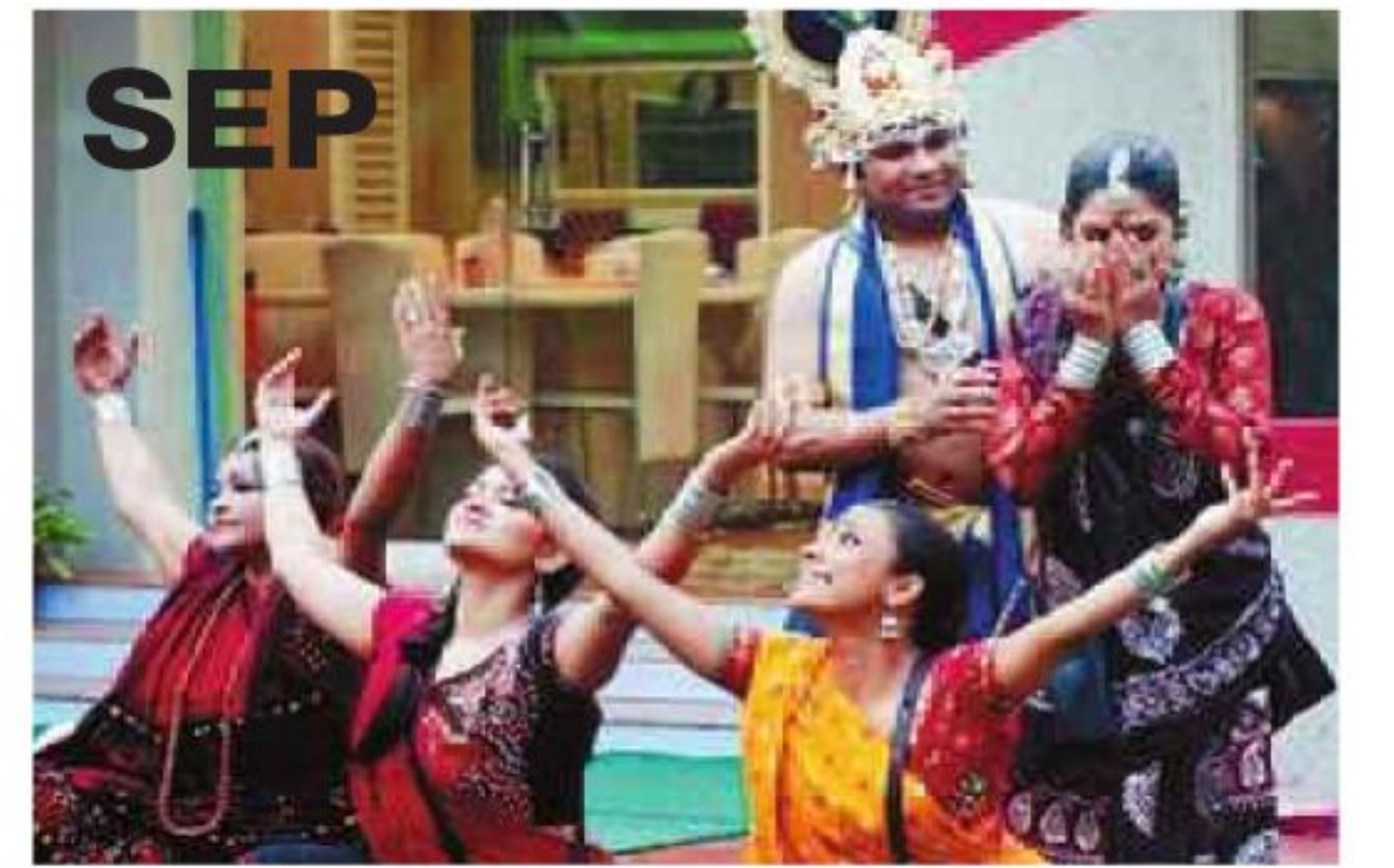
'বিগ বস বাংলা'র চ্যাম্পিয়ন অনীক

মান্না দে প্রয়াত

অবসর নিলেন সচিন তেন্ডুলকর

হৃতিক-সুজানের বিচ্ছেদ

JANUARY

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন উত্তমকুমারের নাতি গৌরব চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী অনিন্দিতা বসু।

বছরের শুরুতেই মারা গেলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

FEBRUARY

বিতর্ক উস্কে দিলেন অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিন্‌হা। প্রয়াত পরিচালক যশ চোপড়ার ব্রোঞ্জ মূর্তি উদ্বোধনের দিন রানি মুখোপাধ্যায়কে ‘ রানি চোপড়া’ বলে ডেকে ফেললেন তিনি। গুজব উঠল, রানি এবং আদিত্য চোপড়ার বিয়ে নাকি হয়ে গিয়েছে।

মাসের শুরুতেই টলিউডে হয়ে গেল হাই প্রোফাইল বিয়ে। ‘টলি কুইন’ কোয়েল মল্লিক এবং প্রযোজক নিসপাল সিংহ দীর্ঘ ‘বন্ধুত্ব’র পর গাঁটছড়া বাঁধলেন।

ভ্যালেন্টাইনস ডে-র দিন নিজের গার্লফ্রেন্ডকে খুনের দায়ে গ্রেফতার হলেন সাড়া জাগানো প্রতিবন্ধী অ্যাথেলিট ‘ব্লেড রানার’ অস্কার পিস্টোরিয়াস।

ভ্যাটিকান সিটির ক্যাথলিক চার্চের পোপ পদ থেকে হঠাৎ ইস্তফা দিলেন ষোড়শ বেনেডিক্ট। তাঁর বদলে এলেন পোপ ফ্রান্সিস।

MARCH

বেআইনি অস্ত্র রাখার অপরাধে সঞ্জয় দত্তকে পাঁচ বছরের হাজতবাসের সাজা বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

বিয়ের পর ফের অভিনয়ে ফিরলেন কোয়েল মল্লিক। শোনা গেল, দেবের বিপরীতে ‘রংবাজ’ ছবিতে অভিনয় করবেন তিনি।

চলে গেলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ পাইন।

মাত্র ৫৮ বছর বয়সে ক্যান্সার-যুদ্ধে হেরে মারা গেলেন ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উগো চাভেজ়।

APRIL

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ‘হিউম্যান কম্পিউটার’ শকুন্তলা দেবীর।

দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত হলেন প্রাণ।

ইন্ডিয়ান টেনিস প্লেয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন সানিয়া মির্জা।

৩০ বলে ১০০ রান করে আইপিএল ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড করলেন ক্রিস গেল।

MAY

ভারতীয় চলচ্চিত্র পা দিল ১০০ বছরে। দিনটিকে স্মরণীয় করতে পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাগ কাশ্যপ, জোয়া আখতার এবং করণ জোহর একসঙ্গে তৈরি করলেন একটি ছবি, 'বম্বে টকিজ়!'

টলিউডে নিজের রাজত্বের ৩০ বছর মহা ধুমধামে পালন করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

অকালে প্রয়াত হলেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি 'শব্দ' পেল জাতীয় পুরস্কার।

JUNE

মিটে গেল শাহরুখ খানের সঙ্গে বচ্চনদের সমস্যা। ঠিক হল, ফরহা খান পরিচালিত ছবি 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এ একসঙ্গে কাজ করবেন অভিষেক বচ্চন এবং শাহরুখ।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জিতল ভারত। আইসিসির সমস্ত হেভিওয়েট ট্রোফি নিজের ঝুলিতে পুরলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি।

পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন নওয়াজ শরিফ।

JULY

ব্রিটিশ রাজপরিবারে এল নতুন অতিথি। প্রিন্স উইলিয়াম এবং ডাচেস অফ কেমব্রিজ ক্যাথরিনের সন্তান। নাম হল প্রিন্স জর্জ আলেকজ়ান্ডার লুইস।

মুম্বইয়ের এমএলএ বাবা সিদ্দিকির দেওয়া ইফতার পার্টিতে মুখোমুখি হলেন শাহরুখ খান এবং সলমন খান। জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে। শোনা গেল, বহুদিনের পুরনো তিক্ততা মিটিয়ে ফেলেছেন তাঁরা!

মৃত্যু হল, বলিউডের 'ভিলেন' প্রাণের। ৯৩ বছর বয়সি এই লেজেন্ডের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হল বলিউড।

সমস্ত ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন শেন ওয়ার্ন।

AUGUST

ক্রিকেটার বিরাট কোহলি পেলেন অর্জুন পুরস্কার।

রোহিত শেট্টি পরিচালিত, শাহরুখ-দীপিকা অভিনীত ছবি 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' বক্স অফিসে ইতিহাস সৃষ্টি করল। প্রথম ছবি হিসেবে শুধু চটজলদি ১০০ কোটি নয়, নিজের ব্যবসা প্রায় ৪০০ কোটি টাকার কাছাকাছি নিয়ে গেল এই ছবি।

বিয়ের ১৩ বছরের মাথায় নিজেদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন অভিনেত্রী ক্যাথরিন জ়িটা জোনস এবং মাইকেল ডগলাস।

প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ব্যাডমিন্টনের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে রেকর্ড করলেন পি ভি সিন্ধু।

SEPTEMBER

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াকু আমলা দুর্গাশক্তি নাগপালের বিরুদ্ধে সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়া হল।

'বিগ বস বাংলা'র প্রথম সিজ়নে চ্যাম্পিয়ন হলেন বাড়ির 'কনিষ্ঠতম' সদস্য অনীক ধর।

৭৩ বছর পর ডুরান্ড কাপ জিতল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

NOVEMBER

মঙ্গলগ্রহের দিকে পাড়ি দিল ইসরোর নতুন মহাকাশযান। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল ভারতবর্ষ

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২০০ তম টেস্ট ম্যাচ খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর।

সহকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তহলকা-প্রধান তরুণ তেজপাল

OCTOBER

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য।

বেঙ্গালুরুতে মারা গেলেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

কলকাতায় চোখধাঁধানো কনসার্ট করে নিজের 'রহমানিশ্‌ক' ওয়র্ল্ড টুর শুরু করলেন এ আর রহমান

DECEMBER

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ঘটল 'অঘটন।' কংগ্রেসকে প্রায় উড়িয়ে লাইমলাইটে এল নতুন রাজনৈতিক দল 'আম আদমি পার্টি'। অরবিন্দ কেজরিওয়াল হলেন দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার জাক কালিস।

দুটি হাই প্রোফাইল ডিভোর্স দেখল ইন্ডাস্ট্রি। টলিউডে শ্রাবন্তী-রাজীব এবং বলিউডে হৃতিক-সুজানের সম্পর্কে ভাঙন!

বছরের শেষভাগে হঠাৎই মৃত্যু হল অভিনেতা ফারুক শেখের।

মারা গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবীণ রাজনীতিবিদ, বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা।

'চাঁদের পাহাড়' ছবিটির মাধ্যমে দর্শককে চমকে দিল টলিউড। শুধু এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় বাজেটের ছবি হিসেবেই নয়, এই সাহিত্যনির্ভর ছবি নতুন করে চেনাল 'অভিনেতা' দেবকে।

একা লিওনার্দো
দ্য উলফ অফ ওয়াল স্ট্রিট

পরিচালক: মার্টিন স্করসেসে
অভিনয়: লিওনার্দো দি কাপ্রিও, মার্গো রাবি, রব রইনর

ছবির ভাল-মন্দ বিচারের আগে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল, এছবিতে জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছেন লিওনার্দো। ছবির গল্প হয়তো সকলের ভাল না-ও লাগতে পারে। কারণ, জর্ডন বেলফোর্ট নামের স্টকব্রোকারের মানুষ ঠকানো এবং মাদকাসক্তির গল্প সামান্য ধীর। কিন্তু একমাত্র লিওর জন্যই এছবি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বলতে বাধা নেই, শুধু অভিনয় দিয়েই এই ছবিকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছেন লিওনার্দো। এমনকী, পরিচালকও বেশ নিপুণভাবেই শেয়ার বাজারের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ধরেছেন। তাই, গতি একটু ধীর হলেও এই ছবি দেখে আসতে পারেন। বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নেওয়ার পর জর্ডনের পরিণতি কী হয়, সেটা দেখুন। উইকেন্ড খারাপ কাটবে না।

কী যে হল বোঝা গেল না
মিঃ জো বি কারভালহো

পরিচালনা: সমীর তিওয়ারি
অভিনয়: আরশাদ ওয়ারসি, সোহা আলি খান, জাভেদ জাফরি

এই কমেডি ছবিতে কমেডির অভাবটাই সবচেয়ে বেশি! ধনী পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকার গেহেনার কিডন্যাপিং নিয়ে ঘটনা শুরু। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যায় গোয়েন্দা জো (আরশাদ) এবং ইন্সপেক্টর শান্তিপ্রিয়া (সোহা)। পুলিশের চরিত্রের জন্য সোহা মার্শাল আর্টস শিখেছেন, বিকিনি পরেছেন, ক্যাবারে ডান্স করেছেন, কিন্তু সবই একপ্রকার ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। অ্যাকশন, কমেডি সব মিলেমিশে জট পাকিয়ে গিয়েছে!

উপভোগ্য
দূরবীন

পরিচালনা: স্বাগত চৌধুরি
অভিনয়: সৌমিত্র, সব্যসাচী, রঙ্গিত, দীপ্তদীপ, অহনা

পুপুল (রঙ্গিত), ভেবলি (অহনা), তাতাই (দীপ্তদীপ) তিন খুদের নেশা গোয়েন্দা গল্প পড়া এবং শখের গোয়েন্দাগিরি। ইতিমধ্যে পাড়ার দোকানে পাঁউরুটি চুরির কিনারা তাদের উৎসাহিত করে। এরপরে পাড়ায় একটি খুনের কিনারায় নামে পুপুল ও তার টিম, সঙ্গে একটা দূরবীন। শুরু হয় তাদের সঙ্গে ফেলু-ব্যোমকেশের গোয়েন্দাগিরির টক্কর। গোয়েন্দা গল্পের উত্তেজনাকে কৌতুকের সঙ্গে মিশিয়ে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তোলা হলেও চিত্রনাট্য আরও কমপ্যাক্ট হওয়া উচিত ছিল। ছবির টাইটেল সং বেশ উপভোগ্য। পরিচালক স্বাগত চৌধুরির প্রথম ছবি অবশ্যই পাশ মার্কস পাবে এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহসী মনোভাব অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য।

সিরিয়াস হতে গিয়ে হাস্যকর
ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন কলকাতা

পরিচালনা: শতরূপা সান্যাল
অভিনয়: রজতাভ, ঋতাভরী, অনিন্দ্য, সুদীপ, নিমিষা, রনি, ওম

সিনেমার বিষয়বস্তু কলকাতার অপরাধ জগৎ মনে করলে হতাশ হবেন। শিক্ষিকা শ্রীলেখা ঘটনাচক্রে মস্তান অর্জুনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। প্যারালাল প্লটে দেখানো হয় উঠতি মডেল পূজা ও সায়নকে। ঘটনাচক্রে চারজনের জীবন কীভাবে এক সূত্রে জড়িয়ে যায় আর তা নিয়েই বাকি গল্প। সিনেমায় থ্রিলারের ভাব আনার চেষ্টা করা হলেও, ঠুনকো প্লটের জন্য তা ধোপে টেকে না। গল্পের শেষের দিকের মোচড় হাস্যকর লাগে। সুদীপ, রজতাভ, ঋতাভরীর অভিনয় যথাযথ হলেও বাকিদের কাজ মনে তেমন দাগ কাটে না।

কেমন কাটতে পারে আগামী ১৫ দিন? জেনে নিন আনন্দলোকের কাছ থেকে...

এ রি জ়

২১ মার্চ-১৯ এপ্রিল

উপার্জন বৃদ্ধিতে মানসিক শান্তি। গাড়ি কেনার সম্ভাবনা। কর্ম পরিবর্তনের যোগ। প্রেম নিবেদন করার উপযুক্ত সময়।

ক্যা ন সা র

২১ জুন-২২ জুলাই

প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে ভাগ্যোদয়। শল্য চিকিৎসকদের সুসময়। লটারিতে প্রাপ্তিযোগ। গবেষণার সুযোগ।

লি ব্রা

২৩ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর

উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ। শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। কর্মে উন্নতি।

ক্যা প্রি ক র্ন

২২ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি

গৃহে নতুন অতিথির আগমনের সম্ভাবনা। কঠিন কাজে সাফল্য। আধ্যাত্মিক উন্নতি।

ট রা স

২০ এপ্রিল-২০ মে

নতুন পরিকল্পনায় শুভ ফল। চিত্রকর ও কলাকুশলীদের ভাল সময়। বিয়ের যোগ।

লি ও

২৩ জুলাই-২২ অগস্ট

খেলোয়াড়দের জন্য সুসময়। কর্মক্ষেত্রে ও বন্ধুদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান।

স্ক র্পি ও

২৪ অক্টোবর-২১ নভেম্বর

সৃষ্টিশীল কাজে বিশেষ স্বীকৃতি। গুরুজনের আরোগ্যে স্বস্তি। প্রযুক্তিবিদদের জন্য শুভ সময়।

অ্যা কো য়া রি য়া স

২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি

শত্রুর সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে সমঝোতা। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্য।

জে মি নি

২১ মে-২০ জুন

শ্বশুরবাড়ি থেকে অর্থপ্রাপ্তি। বন্ধুর সাহায্যে সংসারে ভুল বোঝাবুঝির অবসান।

ভা র্গো

২৩ অগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর

ব্যবসায় প্রচুর লাভ। গবেষণায় সাফল্য। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে।

স্যা জি টে রি য়া স

২২ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর

উপার্জন ও সঞ্চয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লটারিতে প্রাপ্তিযোগ। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রম ও অর্থ দান।

পা ই সি স

১৯ ফেব্রুয়ারি- ২০ মার্চ

আর্থিক উন্নতির যোগ। পারিবারিক সঙ্কটের সমাধান। খেলাধুলায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি।

নুসরত জাহানের 'শেষ' পাঁচটি কাজের সন্ধান দিলেন ঋষিতা মুখোপাধ্যায়

1 শেষ কবে নতুন ডিশ খেয়েছেন?

এতদিন অবধি আমার কাছে চাইনিজ় ডিশ মানেই চাউমিন, চিলি চিকেন-ই ছিল। সম্প্রতি পট রাইস আর চিকেন ইন অয়েস্টার সস খেলাম। দারুণ লেগেছে।

2 শেষ কাকে চুমু খেয়েছেন?

নিজেকে! ৩১ ডিসেম্বর পার্টি শেষ হওয়ার পর মেকআপ নিয়েই শুয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আয়নায় নিজেকে ঠিক ভূতের মতো লাগছিল। দেখেই মনটা এত ভাল হয়ে গেল যে, আয়নায় নিজেকেই চুমু খেয়ে ফেললাম!

3 শেষ এক্সপেনসিভ জিনিস কী কিনলেন?

কার্তিয়ে-র ঘড়ি। দাম 'মাত্র' দু'লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা! বিশ্বাস করুন, এই শপিং করতে-করতেই আমি ফতুর হয়ে যাব।

4 শেষ কার প্রেমে পড়েছেন?

আকাশে উড়তে-উড়তে তাঁর সঙ্গে দেখা আর তারপরই প্রেমে পড়ে যাওয়া। তা-ও বছর দুয়েক হয়ে গেল। ব্যস আর আমি একটা কথাও বলব না।

5 শেষ কবে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কেঁদেছেন?

বেশ কয়েকবছর আগে, কী কারণে মনে নেই। বাড়িতে কেউ ছিল না, আমি ঘরে দরজা বন্ধ করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কেঁদেছিলাম। তারপর আর কোনওদিন চেঁচিয়ে কাঁদিনি।